সাঁঝের প্রদীপ

[কাল্পনিক নাটক]

শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী প্রণীত

কলিকাতার
সুপ্রসিদ্ধ অম্বিকা নাট্য কোম্পানীতে
সগৌরবে অভিনীত।

—প্রাপ্তিস্থান—
দি নিউ মানিক লাইব্রেরী
৯৮।২, রবীন্দ্র সরণী,
কলিকাতা-৬।

[প্রথম সংস্করণ] আষাঢ়, ১৩৫১

দে সাহিত্য কুটীর—১১, মথুর সেন গার্ডেন লেন, কলিকাতা-৬।
শ্রীপঞ্চানন দে কর্তৃক প্রকাশিত। ডায়মণ্ড প্রিণ্টিং হাউস, ১৯।এ এইচ।২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট হইতে শ্রীনিমাইচরণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

সাঁঝের প্রদীপ একখানি কিংবদন্তী নাটক। সচরাচর সংসারে যা দেখেছি, যার জন্য আজ পল্লীবাংলার অসংখ্য সংসার শ্মশানে পরিণত, যে বিষ গার্হস্থ্য জীবনের অভিশাপরূপে অসংখ্য মানুষকে ছন্নছাড়া করে দিচ্ছে, তারই প্রতিষেধক রূপে আমার এই কাহিনী পরিকল্পিত।

ভাই ভাইকে ঠকিয়ে ধনীর দুলাল দারিদ্রের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার পাপলালসা চরিতার্থ করতে, অজস্র অর্থব্যয় ক'রে সমাজের বুকে যে ব্যভিচারের স্রোত বইয়ে দেয়, তার পরিণাম যে কত ভয়াবহ, তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে এই সাঁঝের প্রদীপে।

আবার অন্যদিকে প্রতিহিংসায় অন্ধ মানুষ সমাজধর্মের অপমান ক'রে, দেশবাসীর বুকের রক্তে বসুমতী রাঙিয়ে দিয়ে, যে পাশবিকতার পরিচয় দেয় আর তারই ফলস্বরূপ যে সংখ্যাতীত সংসারকে নিঃস্ব ও রিক্ত করে দেয়, সেই দৃষ্টান্ত সৃজনেও সাঁঝের প্রদীপ রচনা।

আমার এই কাহিনী যদি পল্লীবাংলার জনগণকে বিন্দুমাত্রও জ্ঞানের আলো দেখায়, তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

নাটকটি অম্বিকা নাট্য কোম্পানী সুষ্ঠু অভিনয় ক'রে অসংখ্য নাট্যামোদীদের কাছে সুনাম অর্জন করেছেন। এবং আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমোহিত বিশ্বাস মুদ্রণের সময় নাটকটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে নাটকটিকে আরও সুন্দর করে তুলেছেন, এরজন্য আমি এঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ইতি—

গ্রন্থকার

বিশিষ্ট নাট্যরসিক, মিষ্টভাষী ও সদালাপী

বন্ধুবর

শ্রীনিমাইচরণ ঘোষ

মহাশয়ের হাতে আমার "সাঁঝের প্রদীপ"

প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ তুলিয়া দিলাম।

ইতি—

শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী

রক্তের প্লাবন ।　　অশ্রুর তরঙ্গ !!　　বেদনার উর্ম্মিমালা !!!

ভারতী অপেরার বিজয় বৈজয়ন্তী

শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরীর

অশ্রুসিক্ত ঐতিহাসিক নাটক

অশ্রুভ-বাদল

পাবনা জেলার পোতাজিয়াবের মাটিতে মখদুমশাহ আর মমতাজ দুইটি ভ্রাতাভগ্নী সুদূর বোগদাদের তপ্ত বালুর দেশ থেকে এসেছিলেন এদেশে ইসলাম ধর্মের মহিমা প্রচারে কিন্তু বাংলার মাটির মায়ায় আবদ্ধ হয়ে গ্রহণ করলেন তালুকদারী। সেই হিন্দু মুসলমানের বিরোধপূর্ণ পোতাজিয়ারে আপ্রাণ চেষ্টায় তাঁরা দুই ধর্মের সমন্বয়ে একটা শক্তিমান গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শয়তানি চক্রে তাঁদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল, যার পরিণামে হিন্দু-মুসলমানের যুদ্ধ, হানাহানি, রক্তের প্লাবন সৃষ্টি। প্রেমের পূজায় আত্মবলি দিয়ে ধার্মিক মুসলমান ভ্রাতাভগ্নী বাঙালীদের কাছ থেকে পেয়েছিল যে মর্মান্তিক আঘাত, তারই পরিসমাপ্তিতে ঝরে পড়েছিল তাঁদের চোখ থেকে ধারায় ধারায় অশ্রুভ বাদল। মূল্য তিন টাকা।

চম্পানদীর ঘাট সুপ্রসিদ্ধ জনতা অপেরায় সগৌরবে অভিনীত, শ্রীগোপীপদ যশ রচিত মর্মস্পর্শী কাল্পনিক নাটক

যে পুণ্য-সলিলার গর্ভে হিন্দু আর মুসলমান পাশাপাশি অবগাহন স্নানে, স্নিগ্ধতায়-পরিপূর্ণ দেহমনে ঢেলে দিয়ে আসে স্বীয় দেবতার উদ্দেশে শ্রদ্ধার অঞ্জলি—কেমন ক'রে সেখানে হারিয়ে যায় পতিব্রতা পল্লীকুলবধূর স্বপ্নে-ভরা দিনগুলি? কেমন ক'রে ছুটে আসে সশস্ত্রবাহিনী নিয়ে পররাজ্য-লোলুপ কামান্ধ বাহারা-সুলতান সৈয়দ আলি? কার চক্রান্তে? মাধবের না হোসেনের? সীতারামপুরের জমিদার কাজি নিজামুদ্দিন কি অশোকের ডাকে সাড়া দেয়নি? সমীর কি তার ভুল বুঝতে পারেনি? সাধনগড়রাজ সত্যজিৎ কি ছুটে যায়নি সীমান্ত-আক্রমণকারীদের বাধা দিতে? সুলতান-প্রণয়িনী মদিরা কি সতীত্বনাশের প্রতিশোধ নেয়নি? এ-সবের সমাধান যদি চান, তাহলে পড়ুন—অভিনয় করুন **'চম্পানদীর ঘাট'**। দেখবেন দেশাত্মবোধের অনুপ্রেরণা জাগবে দর্শকদের মনে। মূল্য তিন টাকা।

দে সাহিত্য কুটীর—১১, মথুর সেন গার্ডেন লেন, কলিকাতা-৬

—যাদের নিয়ে নাটক—

-পুরুষ-

মহেন্দ্র সিংহ ..	তৃপ্তিনগরের রাজা।
সনৎ সিংহ .	ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
রণজিৎ ..	ঐ সেনাপতি।
ফরিদ খাঁ .	হীরাপুরের শাসক।
আব্দার রহিম ..	ঐ ফৌজদার।
আকবর .	ঐ পুত্র।
সদানন্দ .	কুসুমপুরের গৃহস্থ।
মহানন্দ .	ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
পঞ্চানন	মহানন্দের শ্যালক।
নিবারণ .	সদানন্দের ভৃত্য।
নরোত্তম গোস্বামী .	সদানন্দের গ্রামবাসী।
মুহব্বত	সাধু দরবেশ।

দ্বাররক্ষী।

—স্ত্রী—

দেবেশ্বরী	মহেন্দ্রের পত্নী।
	সদানন্দের পত্নী।
আশাবতী	মহানন্দের পত্নী।
আমিনা	ফরিদের মাতা।

অভিনয়-কালে নাটকের নাম-পরিবর্তন সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ

বর্তমান যাত্রাজগতের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার

শতরূপা নাট্য কোম্পানীতে অভিনীত

শ্রীপ্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের

নূতন কাল্পনিক নাটক

"দীপ চায় শিখা"

আনন্দের হিল্লোলে নেমে এলো কান্নার ঝংকার। শঙ্খধ্বনি হ'ল স্তব্ধ। মংগলঘট ভেসে গেল রক্তস্রোতে। তারপর? রাজা সমুদ্ররায় কি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষায় রাজকুমারী শিখাকে দান করেছিলেন পরিচয়-হীন দীপকের হাতে? শিখাও কি মেনে নিতে পেরেছিল তার এই ভিখারী স্বামীকে জীবন দেবতা বলে? কন্যার নিদারুণ ভাগ্যবিপর্যয়ে রাণী সরযূ কাকে সমর্থন করলো? স্বামীকে, না ভাগ্যাহত জামাতাকে? ওদিকে স্বয়ম্বরে আগত প্রতাপদেব যখন মৃত্যুর বীজ ছড়াতে ধ্বংসের নিশান তুলে ধরলো—তখন রাজপুত্র তরঙ্গ কি নীরব দর্শকের ভূমিকাই নিয়েছিল? রাজরাণী মেয়ে 'রাধা'কে দেখতে এসে দরিদ্র পিতা মৃদঙ্গের অদৃষ্টে কি জুটলো? বেদনার সান্ত্বনা? না অবজ্ঞার কশাঘাত? দেখুন, আভিজাত্য আর দারিদ্রতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরিণাম কি ভয়ংকর? বিচার করুন, মানুষের যোগ্যতা পুঁথিগত বিদ্যার মাপকাঠিতে? না মানবিকতার পূর্ণ বিকাশে? অভিনয় করুন—একঘেয়েমীর নাট্যবীণায় নূতন সুর বাজবেই। মূল্য তিন টাকা।

চুয়া-চন্দন শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত রহস্যঘন ঐতিহাসিক নাটক। শতরূপা অপেরার বিজয়-নিশান। দুর্ধর্ষ হাবসীর অত্যাচার-মুক্ত বাংলার নবাবী তখ্‌তে তখন হোসেনশাহ। তাঁর সু-শাসনে বাংলার আকাশে নব সূর্য্যের দীপ্তি।...কিন্তু একি হলো সহসা কার অত্যাচারে শাণিত কৃপাণ ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে উঠলো? নদীয়ার প্রান্তরে ধ্বনিত হলো যুদ্ধের দামামা! কেন? কে তার জন্য দায়ী? সুন্দরী চুয়া—না, বণিকপুত্র চন্দন? কার সাহসে দুঃসাহসী হ'লো অগ্রদ্বীপের রাজা মাধব রায়? রাণী কুন্তলার বুক থেকে কে কেড়ে নিল বালক প্রণবকে? হোসেনশার হারেমে কোন্‌ রূপসীর দেহে জলে উঠলো জিঘাংসার আগুন? কোথায় গেল **চুয়া-চন্দন**। মূল্য তিন টাকা।

দে সাহিত্য কুটীর—১১, মথুর সেন গার্ডেন লেন, কলিকাতা-৬

সাঁঝের প্রদীপ।

—:(*):—

সূচনা।

নদীর ঘাটের ধারের পথ দিয়ে দরবেশ
মুহব্বত গান গেয়ে চলে।

দরবেশ।— গীত।

ওরে চোখ মেলে চল সোনার পথিক সামনে দোজাকের দ্বার।
পদে পদে আসবে বাধা হুঁসিয়ার হও হুঁসিয়ার।
দুনিয়ার মায়া, ছাড়ে নারে কায়া,
আশে পাশে ঘোরে লোভের ছায়া,
সোনা দানা পত্নী পুত্র এ দুনিয়ায় সবই অসার।

উনিশ বৎসর বয়স্কা স্বর্ণময়ী পঞ্চদশ বৎসর বয়স্কা আশাবতীর হাত ধরিয়া নদীর ঘাটে যাইতেছিল, তাহাদের উভয়েরই পরিধানে রঙিন ডুরে শাড়ী, অঙ্গে সোনার গহনা, পরিপাটি চুল বাঁধা কাঁধে গামছা, কাঁকে পিতলের কলসী।

আশাবতী। দিদি—

স্বর্ণময়ী। ভয় নেই, ভয় নেই ছোট বৌ, উনি দরবেশ সাহেব। চল, ঘাটে গিয়ে নামি। [সহসা বন্দুকের শব্দ ও পক্ষীরব] তাইতো! এমন সময় কে এই নদীর ঘাটে বন্দুক ছুঁড়ছে।

দরবেশ। তোমরা ভয় পেও না মা লক্ষ্মীরা, আমি দেখছি!

[দ্রুত প্রস্থান।

আশাবতী। নদীতে আর স্নান করে কাজ নেই দিদি, চল,—এক দৌড়ে বাড়ী পালাই।

স্বর্ণময়ী। বাড়ী তো যাবই। দাঁড়া, দেখি কে এই মেয়েদের স্নান করবার ঘাটের ধারে বন্দুক ছুড়ছে।

বাইশ চব্বিশ বৎসরের যুবক সনৎ সিংহ বন্দুক হাতে আসিল, তাহার পরিধানে শিকারীর পরিচ্ছদ।

সনৎ সিংহ। আমি বন্দুক ছুড়ছি!

[আশাবতী সভয়ে অবগুণ্ঠন টানিয়া স্বর্ণময়ীর পশ্চাতে আসিল, স্বর্ণময়ী ঈষৎ মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া সবিস্ময়ে চাহিল]

স্বর্ণময়ী। আ—আপনি—

সনৎ সিংহ। রাজভ্রাতা সনৎ সিংহ।

স্বর্ণময়ী। ও—তাই!

সনৎ সিংহ। কি—তাই?

স্বর্ণময়ী। এই রকম অভদ্রোচিত আচরণ আপনার পক্ষেই সম্ভব!

সনৎ সিংহ। কি বল্লি ছোটলোকের মেয়ে?

স্বর্ণময়ী। মুখ সামলে কথা বলুন!

সনৎ সিংহ। যদি না বলি।

স্বর্ণময়ী। তাহলে রাজভ্রাতার মর্য্যাদাও আপনার থাকবে না।

সনৎ সিংহ। বটে! তাহলে এখনি আমার শক্তির পরিচয় তোকে দিচ্ছি! [অগ্রসর]

দ্রুত সদানন্দ আসিয়া মধ্যে দাঁড়াইল।

সদানন্দ। দাঁড়ান—দাঁড়ান কুমার বাহাদুর! ওর দিকে এগুবেন

না! দেখছেন না বৌটা আগুনের ফুল্‌কি! ওর গায়ে হাত ছুঁইয়েছেন কি পুড়ে মরেছেন।

সনৎ সিংহ। তুই আবার কে?

সদানন্দ। সদানন্দ। সদাই আনন্দ করে ঘুরে বেড়াই। গাঁজা খেতে আর মড়া পুড়োতে এ গ্রামে আমার জোড়া নেই। তবে লম্পট ঠেঙাতেও খুব পারি।

সনৎ সিংহ। এ কথার অর্থ?

স্বর্ণময়ী। অর্থ খুব সরল। আপনার মত লম্পটকে লাথি মেরে ধূলোশায়ী করতে ওর জোড়া নেই।

সনৎ সিংহ। [সক্রোধে] কি!

সদানন্দ। আহা ক্ষেপে উঠবেন না, ক্ষেপে উঠবেন না! ছেলে-বেলা থেকে ও আমাকে দেখে আসছে কিনা, তাই আমার শক্তির পরিচয়টা আপনাকে দিচ্ছে।

সনৎ সিংহ। ও শক্তি আমি মুহূর্তে ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দোব।

সদানন্দ। তার আগেই কিন্তু আপনার মরা দেহ ঐ ইছামতীর জলে ভেসে যাবে।

সনৎ সিংহ। আমার মরা দেহ যে ইছামতীর জলে ভাসিয়ে দিতে চায়, তার মাথাটা আমি বন্দুকের গুলিতে উড়িয়ে দেব।

সদানন্দর মস্তক লক্ষ্য করিয়া বন্দুক তুলিলে স্বর্ণময়ী উন্মাদিনীর ন্যায় মধ্যে ছুটিয়া আসিল, ঠিক তন্মুহূর্তে মহেন্দ্র সিংহ উপস্থিত হইল।

মহেন্দ্র সিংহ। প্রজার মাথা উড়িয়ে দেবার পূর্বে তোর দাদার মাথা উড়িয়ে দিতে হবে পাষণ্ড!

সদানন্দ। মহারাজ।

সনৎ সিংহ। দাদা!

মহেন্দ্র সিংহ। বহু নির্য্যাতীত প্রজার মুখে তোর বিভিন্ন অপরাধের কাহিনী শুনেও আমি স্নেহ দৌর্বল্যে বিশ্বাস করিনি, কিন্তু আজ চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়েছি।

স্বর্ণময়ী। [অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে মৃদু কণ্ঠে] আপনার ভাই অসৎ উদ্দেশ্যেই মেয়েদের স্নানের ঘাটে এসে বন্দুক ছোঁড়েন মহারাজ!

সনৎ সিংহ। মিথ্যা কথা। পাখী শিকারের উদ্দেশ্যেই আমি বন্দুক ছুড়েছি।

সদানন্দ। ডানাওয়ালা পাখী মারতে তো উনি বন্দুক ছোড়েন নি! এই স্নানের ঘাটের ধারে এসে উনি বন্দুক ছুড়ে ইসারা করছিলেন, আমারই এই পোষা পাখীটিকে বশ করতে।

সনৎ সিংহ। সাবধান মিথ্যাবাদী!

সদানন্দ। আজ্ঞে আমি তো শতবার মিথ্যাবাদী, যেহেতু আমার বৌকে আপনি ধরতে যাচ্ছিলেন।

মহেন্দ্র সিংহ। বটে। এত অবনতি হয়েছে তোর? দে, বন্দুক দে নরাধম! [বন্দুক কাড়িয়া লইল] আমি নিজহাতে তোকে গুলি করে মারবো।

সনৎ সিংহ। তা তো মারবেন। পাছে আমাদের উভয়ের পৈতৃক রাজ্যের অর্দ্ধাংশ আমি দাবী করে বসি, তাই আপনি পূর্ব হতেই একাধিপত্যের পথ পরিষ্কার করছেন।

মহেন্দ্র সিংহ। ওঃ, ভগবান। এই পাষণ্ডের মাথায় তোমার বজ্রটা নিক্ষেপ করছ না কেন? আমার একাধিপত্য—আমার একাধিপত্য। ভায়ের মনে পাছে আঘাত লাগে, তাই আজও আমি—না-না,

কোন দ্বিধা মনের কোণেও আনব না। আমার রাজ্যে যে নারী-নির্য্যাতন করতে হাত বাড়াবে, তাকেই পশুর মত বধ করব।

সদানন্দ। তার প্রয়োজন নেই মহারাজ! রাজভ্রাতা ভুল করেছেন, আশা করি সে ভুলের সংশোধন করে নেবেন।

স্বর্ণময়ী। তুমি কি বলছ গো। লম্পট রাজভ্রাতা—

সদানন্দ। তোর ঐ আগুনের মত রূপ দেখে যদি পাগল হয়ে থাকেন, তাতে ওঁকে দোষ দেওয়া যায় না সোনা বৌ। বলি মোহিনীর রূপ দেখে পাগল দেবতা ভোলানাথও যদি দৌড়তে পারেন, তাহলে মানুষ তো এমনি দৌড়বেই।

স্বর্ণময়ী। পাগল দেবতা ভোলানাথের দৃষ্টিতে আমার রক্তমাংসের ভোলানাথ সারা পৃথিবীর মানুষদের দেখেন বলেই এমন লম্পটকেও ক্ষমা করতে পারলেন। অন্য মানুষ হলে—

মহেন্দ্র সিংহ। এই পাষণ্ডের কাটা মাথা এখানে গড়াগড়ি যেত মা! আজ আমার গৌরব, রক্তমাংসের ভোলানাথ আমারই পুত্রতুল্য প্রজা।

সদানন্দ। আপনার মত দেব-মানব, আমাদের পিতৃতুল্য রাজা বলে আমরাও গৌরবান্বিত মহারাজ।

মহেন্দ্র সিংহ। ক্ষমা চেয়ে নে পাষণ্ড, এই দেবতার কাছে ক্ষমা চেয়ে নে।

সনৎ সিংহ। আমি কোন দোষ করিনি, ক্ষমাও চাইব না!

[গমনোদ্যত]

মহেন্দ্র সিংহ। [উচ্চ কণ্ঠে] সনৎ সিংহ।

সনৎ সিংহ। [স্বগতঃ] পায়ের নীচে বসে যারা কুকুরের মত লেজ নাড়ে, সেই প্রজাদের কাছে ক্ষমা চাইতে আমি পারব না।

[প্রস্থান।

মহেন্দ্র সিংহ। পরিজনবর্গ নিয়ে তুমি নিশ্চিন্তে বসবাস কর যুবক। আমার উদ্ধত ভাই যদি তোমাদের আঘাত দিতে আসে, তাহলে আমি তাকে এমন আদর্শ শাস্তি দোব, যা দেখে আর কেউ কোন-দিন মাতৃ-জাতির অপমান করতে সাহস পাবে না।

[প্রস্থান।

সদানন্দ। দেবতা দেখ সোনাবৌ, দেবতা দেখ! ঐ মানব দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম কর, প্রণাম কর। [উদ্দেশ্যে প্রণাম]

স্বর্ণময়ী। প্রণাম তুমি কর! আমি তো আমার ভোলানাথ ছাড়া কারো পায়ে মাথা নোয়াতে পারব না! [সদানন্দকে প্রণাম করিয়া আশার হাত ধরিয়া প্রস্থানোদ্যত]

আশাবতী। দিদি! [ইতস্ততঃ করিল]

স্বর্ণময়ী। তুই পোড়ার মুখী ভাসুরের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবি কেমন করে? স্নান করে বাড়ী গিয়ে তোর ভোলানাথকে প্রণাম করলেই তোর নারীজন্ম সার্থক হবে বোন!

[আশার হাত ধরিয়া প্রস্থান।

সদানন্দ। ভগবান, ভগবান, আমার সব নাও কোন দুঃখ নেই! শুধু এই সোনা-বৌয়ের পত্নীপ্রেমের গঙ্গোত্রীধারায় স্নান করার সৌভাগ্য থেকে যেন আমাকে বঞ্চিত করো না।

[প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ফরিদ খাঁর প্রাসাদ।

ফরিদ খাঁ ও আব্দার রহিম আসিল।

ফরিদ খাঁ। না—না, মায়ের কোন কথা আমি শুনব না। কুসুমপুর সীমানার মধ্যে আমার যেটুকু জমি আছে, তা যদি দখল না দেয়, তাহলে আমি যুদ্ধ করব।

আব্দার। আপনি এখনো যুদ্ধ করব বলছেন জনাব? আমি তো বলি যুদ্ধটা বাধিয়ে দিয়ে তবে অন্য কথা।

ফরিদ খাঁ। যুদ্ধ বাধিয়ে দিতাম আব্দার রহিম, যদি রাজা মহেন্দ্র সিংহ মীমাংসার প্রস্তাব করে দূত না পাঠাত।

আব্দার। রাজা মহেন্দ্র সিংহ মীমাংসার প্রস্তাব করে দূত পাঠিয়েছে মা সাহেবার কাছে, আপনাকে তো গ্রাহ্যই করে না।

আমিনা আসিল।

আমিনা। কেন গ্রাহ্য করবে? তোমার জনাব কি তার মর্যাদা রেখেছে।

ফরিদ খাঁ। তার আবার মর্য্যাদা কি রাখব? আমি তো তার অধীনস্থ তালুকদার নই।

আমিনা। তার অধীনস্থ তালুকদার নও বটে! কিন্তু তোমার

পিতা-পিতামহরা একদিন ঐ মহেন্দ্র সিংহেরই পিতৃ-পিতামহের গোলামী করে এসেছে ফরিদ!

আব্দার। সেদিন তো আর নেই মা সাহেবা! আপনার পুত্র এখন এই হীরাপুরের শাসনকর্তা, রাজা মহেন্দ্রের চেয়ে—

আমিনা। হুঁসিয়ার আব্দার রহিম! যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য মর্য্যাদা দিয়ে কথা না বল্লে তোমাকে পদচ্যুত হয়ে দেশে ফিরতে হবে।

ফরিদ খাঁ। অর্থাৎ?

আমিনা। অর্থাৎ তৃপ্তিনগরের রাজাকে মহারাজ মহেন্দ্র সিংহ বলে অভিহিত না করলে, ওকে আমি কুকুরের মত দূর দূর করে তাড়িয়ে দেব!

ফরিদ খাঁ। মা!

আমিনা। বাংলার হিন্দু-মুসলমান এতদিন ঐক্যের বেদীমূলে দাঁড়িয়ে বাংলা মায়ের জয়গানে আকাশ বাতাস মুখরিত করে এসেছে। আজ এই নফর চাইছে সেই পবিত্র প্রীতিবন্ধন হিংসার আঘাতে চূর্ণ করে দিতে।

আব্দার। শুধু আমি নই মা সাহেবা, আজ বাংলার প্রতিটি মুসলমান চাইছে ধাপ্পাবাজ হিন্দুদের ধ্বংস করতে।

আমিনা। তা তো চাইবে। যেহেতু হিন্দুরা ধর্মভীরু, আশ্রিত-বৎসল, ন্যায়ের পূজারী।

ফরিদ খাঁ। ন্যায়ের পূজারী! পদে পদে যে কাফের হিন্দুরা—

আমিনা। হুঁসিয়ার ফরিদ। আমার সামনে পুনরায় ওকথা উচ্চারণ করলে আমি তোকে জীবন্ত কবর দেব।

ফরিদ খাঁ। তা তো দেবেই! যেহেতু আমিই তোমাকে হিন্দুদের দাসীবৃত্তি থেকে মুক্তি দিয়ে রাজমাতার আসনে প্রতিষ্ঠা করেছি।

আমিনা। সেজন্য আমি বিন্দুমাত্র গর্বিতা নই ফরিদ! উত্থান পতন প্রকৃতির নিয়ম। খোদার করুণায় আজ তুমি সম্মানের উচ্চ-শিখরে উঠেছ বাপ! অসার দম্ভের কবলে পড়ে এ সৌভাগ্য হারিও না।

ফরিদ খাঁ। খোদা যখন আমাকে তুলেছেন, তখন সারা দুনিয়ার হিন্দুদের একবার নাড়া দিয়ে দেখব—

আমিনা। ও সঙ্কল্প ছেড়ে দাও পুত্র! সারা দুনিয়া তো অনেক দূরের কথা, এই বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়কে নাড়া দিলে আর রক্ষা থাকবে না।

ফরিদ খাঁ। কি করবে হিন্দুরা?

আমিনা। তোমাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারবে।

আব্বার। সে অবসর ওরা পাবে না মা সাহেবা। যে কাফের হিন্দু জনাবের গায়ে একটা কাঁটার আঁচড় দিতে আসবে, আমি তার গায়ের চামড়া খুলে নেব!

আমিনা। নিজের গায়ের চামড়া বজায় রাখতে পারবে তো বুদ্ধিমান?

আব্বার। আমার গায়ের চামড়া—

আমিনা। তৃপ্তিনগরের হিন্দুরা খুলে নিয়ে তাদের রাজা মহেন্দ্র সিংহের পায়ের জুতো বানিয়ে দেবে।

আব্বার। [উষ্ণ কণ্ঠে] মা সাহেবা!

আমিনা। স্তব্ধ হ কুত্তা। আমার ফরিদের কানে হিন্দু-বিদ্বেষের বিষ ঢেলে দিতেই কি তোকে ফৌজদারী নকরী দিয়ে রেখেছি।

আব্বার। আপনি আমাকে ফৌজদারী নকরী দিয়ে রাখেন নি। রেখেছেন—

আমিনা। তোর জনাব ফরিদ। কিন্তু ঐ ফরিদ খাঁই বা কার অনুকম্পায় আজ হীরাপুরের শাসনকর্তার আসনে বসেছে?

ফরিদ খাঁ। তোমার অনুকম্পায় নয় মা! হীরাপুরের শাসন-কর্তার আসনে বসিয়ে গেছেন—

আমিনা। আমারই স্বর্গীয় বাপজান! ভাইজান আমার কৈশোর ও যৌবনের মধ্যবর্তী পথে দাঁড়িয়ে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল, তাই ক্রোধেব বশে বাপজান তাকে ত্যজ্যপুত্র করেছিলেন, এই কারণেই না তোর এই সৌভাগ্য!

আব্দার। যে কারণেই হোক। আপনার পিতা স্বেচ্ছায় তো জনাবকে এই হীরাপুরের শাসনকর্তার আসনে বসিয়ে গেছেন।

আমিনা। স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, সে কৈফিয়ৎ নেবার তুই কে গোলাম।

ফরিদ খাঁ। ও আমার পরম হিতৈষী।

আমিনা। এমন হিতৈষীকে যত শীঘ্র কাঁটার কবরে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া যায়, আমার সোনার দেশের ততই মঙ্গল হবে!

আব্দার। আমাকে কাঁটার কবরে ঘুম পাডিয়ে দিলে—

আমিনা। ভূপ্তিনগর আর হীরাপুরের হিন্দু মুসলমান আনন্দিত হবে।

ফরিদ খাঁ। তাদের চেয়েও বেশী আনন্দিত হবে তুমি, বিদ্রোহিনী!

আমিনা। আমি বিদ্রোহিনী নই বেতমিজ, বিদ্রোহী তোরা। সমস্ত হিন্দু মুসলমান প্রজাদের তরফ থেকে আমি তোদের বিচার করব।

ফরিদ খাঁ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সে বিচার বসবার পূর্বেই তোমাকে কারাগারে আবদ্ধ করব।

গীতকণ্ঠে মুহব্বত আসিল।

মুহব্বত।—

গীত।

হৃদি কারাগারে রাজ জননীরে কঠিন বাঁধনে বাঁধি।
সে বাঁধন ছিঁড়ে পালালে এ নারী কাঁদিবি রে নিরবধি॥

আমিনা। দরবেশ সাহেব! আমারই গর্ভের সন্তান আজ আমাকে বন্দী করে কারাগারে রাখতে চায়।

মুহব্বত।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

তুমি যে জননী কেন যাও ভুলে—
ক্ষমার তটিনী ভাসাও দুকূলে।
বেহেস্ত রচনা কর ফল ফুলে রমণী ধর্ম্ম সাধি॥

ফরিদ খাঁ। এই নারী মুসলমানের রাজ্যে বেহেস্ত রচনা করতে চায় না দরবেশ সাহেব, এ চায় পুত্রকে অকালে কবরে পাঠিয়ে কাফের হিন্দুদের প্রাধান্য বজায় রাখতে।

মুহব্বত। আসলেই ঠিকে ভুল করেছ বাপজান। দুনিয়াটাকে সম-দৃষ্টি নিয়ে দেখত পারছ না বলেই মায়ের সঙ্গে এ কলহ।

ফরিদ খাঁ। খবরদার দরবেশ সাহেব। মায়ের সুরে সুর ভিড়িয়ে হিন্দুদের পক্ষে একটা কথা বল্লেই আমি আপনাকেও বন্দী করবো।

আমিনা। তার পূর্বে আমি তোর মাথাটা কেটে নেব শয়তান।

[সহসা আব্দার রহিমের কোষবদ্ধ তরবারি টানিয়া লইয়া ফরিদের বক্ষে ধরিল]

মুহব্বত। বোকা ছেলেটার মাথাই নেই তার আবার কাটবে কি বহিন্?

আমিনা। [সহসা চমকিত হইয়া] বহিন্? বহিন্?

মুহব্বত। হ্যাঁ। সারা দুনিয়ার নারী আমার মা, বহিন্।

আমিনা। কিন্তু আমি ঐ বহিন্ ডাকের যে সুর শুনলাম, সেই সুর আর একটা অভাগা মানুষের মুখে শুনেছিলাম দরবেশ সাহেব। বলুন—কি আপনার পরিচয়?

মুহব্বত।—

গীত।

পরিচয় মোর বাংলার ছেলে আমি বাঙালী ভাই।
এ দেশের মাটি মক্কা মদিনা এর তুলনা যে নাই।
হিন্দু মুসলিম যে আছ এ দেশে,
এস ভাই বুকে মোরে ভালবেসে,
বাংলা মা আমার উঠিবেন হেসে [যেন] তাহার দোয়া পাই।

[প্রস্থান।

আব্দার। শয়তান দরবেশটা পালায় জনাব, হুকুম দিন এখনি ওকে বন্দী করে আনি।

আমিনা। হুঁসিয়ার গোলাম! দরবেশ সাহেবকে বন্দী করবার ভাষাও যদি পুনরায় উচ্চারণ করিস, তাহলে আমি তোকে জীবন্তে কাঁটার কবরে ঘুম পাড়িয়ে দোব। [প্রস্থানোদ্যত পুনরায় ফিরিয়া] আর তোকেও বলে যাচ্ছি কুপুত্র। হিন্দুবিদ্বেষের বিষ মন থেকে সরিয়ে দিয়ে যদি মহেন্দ্র সিংহের সঙ্গে পূর্বপ্রীতি অক্ষুন্ন না রাখিস, তাহলে সমস্ত প্রজাদের সঙ্গে একমত হয়ে আমি তোকে এই হীরাপুর শাসকের সম্মানিত আসন থেকে নামিয়ে সকলকে বুঝিয়ে দোব হিন্দু-বিদ্বেষের পরিণামটা কত ভয়ঙ্কর।

[প্রস্থান।

ফরিদ খাঁ। [সক্রোধে] তার পূর্বেই আমি তোমাকে—[দুই পদ অগ্রসর হইয়া বজ্রাহতের মত দাঁড়াইল] না-না, তাও যে পারি না। শত আঘাত দিলেও ঐ বিদ্রোহিণী আমার মা, গর্ভধারিণী মা।

আব্দার। গর্ভধারিণী মা বলে উনি পদে পদে আপনাকে সাধারণের কাছে এমনি ছোট করে দেবেন জনাব?

ফরিদ খাঁ। স্বয়ং খোদা যে ওকে বড়র অধিকার দিয়ে, আমাকে ছোট করে গড়েছেন আব্দার। সারা দুনিয়ায় পুত্ররা মায়ের সামনে ঠিক আমারই মত এমনি শিশুর চেয়েও অসহায়। [প্রস্থানোদ্যত]

আব্দার। অসহায় বলছেন কেন জনাব। আমাকে হুকুম দিন, এই মুহূর্তে আমি—

ফরিদ খাঁ। হত্যা করবে? আচ্ছা আব্দার রহিম! তুমি কি মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়েছিলে? না আকাশ থেকে ঝরে পড়েছিলে?

আব্দার। [সবিস্ময়ে] জনাব!

ফরিদ খাঁ। মায়েব গর্ভে জন্মগ্রহণ করলে এমনি ভাবে কখনো পুত্রকে মাতৃহত্যায় উত্তেজিত করতে পারতে না।

[প্রস্থান।

আব্দার! মা, মা! আজ উনি মাতৃভক্ত হয়ে উঠেছেন। দুদিন পূর্বেও এই মাতৃভক্তির নদীতে একবিন্দু জল ছিল না, আর কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হতে গিয়ে ভক্তির বান ডেকে গেল। কিন্তু এ বন্যার গতিরোধ না করলে তো আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। খোদা! খোদা! তুমি আমাকে এমন বুদ্ধি দাও মেহেরবান, যার সাহায্যে আমি এদেরই ভিটের উপরে এদের কবর বানাতে পারি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সদানন্দের উঠান।

সদানন্দ আসিল।

সদানন্দ। [নেপথ্যে চাহিয়া] সোনাবৌ। সোনাবৌ।

স্বর্ণময়ী আসিল।

স্বর্ণময়ী। কি—কি বলছ?

সদানন্দ। মহানন্দ ঘুম থেকে উঠেছে?

স্বর্ণময়ী। আচ্ছা, আমি দেখছি। [প্রস্থানোদ্যতা]

নেপথ্যে নরোত্তম। সদানন্দ বাড়ী আছ হে?

সদানন্দ। কে ডাকে?

নিবারণ আসিল।

নিবারণ। কে আবার গো। সেই—সেই—সেই যে! [বসিয়া গাঁজা খাওয়ার ভঙ্গি দেখাইয়া] সেই বোঁচা ঠাকুর।

স্বর্ণময়ী। আস্তে আস্তে পা বাড়াচ্ছ যে? না-না, এই সকাল বেলায় ঐ ছাই পাঁশ—

সদানন্দ। খাব না—খাব না সোনাবৌ! এই তোর মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করছি—[সোনাবৌয়ের মাথায় হাত দিল]

নিবারণ। খবরদার—খবরদার দাদাবাবু। মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করে বৌঠানের অকল্যাণ করনি বলছি।

সদানন্দ। তোর বৌঠানের আবার অকল্যাণটা হবে কিসে?

নিবারণ। বৌঠানের মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করে গিয়ে এক্ষুণি আবার বোঁচা ঠাকুরের সঙ্গে সাঁ-সাঁ করে গাঁজার কল্কেয় দম্ লাগাবে।

সদানন্দ। তুই আমার দুর্ণাম করছিস।

স্বর্ণময়ী। দুর্ণাম নয়, এই তো তোমার সুনাম।

সদানন্দ। সোনাবৌ!

স্বর্ণময়ী। কতদিন তো ঐ ছাইপাঁশ খাবে না বলে আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করেছ, কিন্তু দিব্যি কি রাখতে পেরেছ?

নিবারণ। মোটে নয় বৌঠান, মোটে নয়! দিব্যি করে গিয়েই দাদাবাবু বোঁচা ঠাকুরের হাত থেকে কল্কেটা কেড়ে নিয়েই এমনি হাঁটু গেড়ে বসে ব্যোম শঙ্কর বলে—

সদানন্দ। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! [সদানন্দের উচ্চ হাসি]

নরোত্তম আসিল।

নিবারণ। ঐ বোঁচা ঠাকুর এসে পড়েছে। ভাগিয়ে দাও বৌঠান, শিগ্‌গির ভাগিয়ে দাও!

নরোত্তম। কি হে সদানন্দ! কখন থেকে ডাকছি, বাইরে যাবার নামটি নেই, অথচ বাড়ির মধ্যে হাসির হল্লোড় চলছে!

নিবারণ। খবরদার বোঁচা ঠাকুর! দাদাবাবুকে বাড়ির বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে, তোমাকে বেদম মুগুর পেটা করব!

নরোত্তম। কি বল্লি বেটা ছোটলোক?

স্বর্ণময়ী। ঐ ছোটলোকের যা ন্যায় অন্যায় জ্ঞান আছে, আপনার তা থাকলে, আর আমার দেবতুল্য স্বামীকে গাঁজা খাওয়া শেখাতেন না।

সদানন্দ। আঃ, কি বলছিস সোনাবৌ? যা—যা, মহানন্দকে ডেকে দে!

স্বর্ণময়ী। তা যাচ্ছি! কিন্তু এখন যদি ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে বাড়ির বাইরে যাও তাহলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব!

[প্রস্থান।

নিবারণ। বালাই ষাট্। তুমি পাকা চুলে সিঁদুর পরে অক্ষয় পেরমাই নিয়ে বেঁচে থাকবে। গোল্লায় গিয়ে মরবে এই ছুঁচো বোঁচা ঠাকুর।

নরোত্তম। এই—এই ছুঁচো বেটা। এক্ষুণি তোর মুনিবের সামনেই থড়ম পেটা করব।

নিবারণ। এই বোঁচা ঠাকুর! বেশী বাড়াবাড়ি করলে গোয়াল-ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে গরুর দড়ি দিয়ে বেঁধে বেদম ঠেঙাব।

নরোত্তম। কি—তোমার সামনে এই ছোটলোক বেটা আমাকে বলে কিনা ঠেঙাব? তুমি উচ্ছন্নয় গেছ, উচ্ছন্নয় গেছ সদানন্দ। তোমার মত বৌয়ের ক্রীতদাসের সংগে বাবা বিশ্বনাথের প্রসাদী ছোট তামাকের যন্ত্র ধরাই মহাপাপ।

সদানন্দ। দাদা—

নরোত্তম। না-না—এই ছোটলোকের সংস্পর্শে আমি আর আসব না।

সদানন্দ। দাদা—

নরোত্তম। না।

[সক্রোধে প্রস্থান।

সদানন্দ। কি করলি রে হতভাগা! ব্রাহ্মণ সজ্জন—

নিবারণ। চুপ কর তো দাদাবাবু! বোঁচা ঠাকুর আবার সজ্জন

হল করবে? ও বামুন গোখরো সাপের চেয়েও শয়তান! ফের যদি ও তোমাকে ডাকতে আসে, তাহলে এইবার সত্যি সত্যি মুগুর পেটা করব, হ্যাঁ!

[প্রস্থান।

সদানন্দ। সোনাবৌয়ের কাছে আস্কারা পেয়ে হতভাগা নিবারণটা বেজায় বেড়ে উঠেছে। ওর জন্যেই আজ সোনাবৌয়ের সঙ্গে আমার খুব ঝগড়া হবে।

মহানন্দ আসিল।

মহানন্দ। আমাকে ডেকেছ দাদা?

সদানন্দ। হ্যাঁ! শশীর বিয়ের কথা কিছু ভেবে দেখছিস?

মহানন্দ। বৈমাত্রেয় বোনের বিয়ের জন্য আমাদের এত মাথা-ব্যথা কিসের?

সদানন্দ। বৈমাত্রেয় বোন! বলি বৈমাত্রেয় বোনের সঙ্গে কি রক্তের সম্বন্ধ নেই?

মহানন্দ। রক্তের সম্বন্ধ নেই কে বলছে?

সদানন্দ। তবে?

মহানন্দ। বিষয় বাঁধা দিয়ে বৈমাত্র বোনকে সৎপাত্রস্থ করা বোকামো!

সদানন্দ। বোকামো—

মহানন্দ। বোকামো নয় তো কি? শশীমুখীর মামাদের অবস্থাও তো ভাল, তারা শিশুকাল থেকে ভাগ্নীকে লালন পালনও করেছে। কিন্তু কৈ, ভাগ্নীর বিয়ে নিয়ে তো মাথা ঘামাচ্ছে না।

সদানন্দ। তারা কেন মাথা ঘামাবে? যোগ্য মেয়েকে ঘরে

রেখে তাদের তো আর সমাজচ্যুত হতে হবে না। শশীমুখী আমাদের বোন, এখন বিয়ে না দিলে সমাজের কাছে আমাদেরই জবাবদিহি করতে হবে।

মহানন্দ। সমাজের কাছে জবাবদিহি করতে যাতে না হয়, অথচ আমাদেরও বিষয় সম্পত্তি বাঁধা না পড়ে, সেই রকম বুদ্ধি ফিকির করে এ কাজ সারতে হবে দাদা।

সদানন্দ। অর্থাৎ একটা বখাটে ছোঁড়ার হাতে শশীকে তুলে দিয়ে দায় এড়িয়ে যাবার যুক্তি আঁটছ ভায়া?

মহানন্দ। এ ছাড়া অন্য পথ তো আমি দেখতে পাচ্ছি না দাদা!

সদানন্দ। অন্য পথ তুমি দেখতে না পেলেও আমি দেখতে পাচ্ছি মহানন্দ।

মহানন্দ। কি?

সদানন্দ। পৈতৃক বিষয় বাঁধা দিয়ে আমি ঘাড়ের ভূত নামিয়ে দোব।

মহানন্দ। ওতে আমার সম্পূর্ণ অমত!

সদানন্দ। তোমার মতামতে আমার কিছু যায় আসে না!

মহানন্দ। দাদা!

সদানন্দ। মৃত্যুকালে বাবা আমাকে যে আদেশ দিয়ে গেছেন আজ পর্য্যন্ত তা অবহেলা করিনি, আর ভবিষ্যতেও করব না! পথের ভিখিরী হই তাও স্বীকার, তবু শশীকে আমি হেঁজি-পেঁজি ঘরে বিয়ে দিতে পারব না।

মহানন্দ। না পার, সর্বহারা হয়ে তুমি বোনের বিয়ে দাও গে। আমি আমার অংশের এক ছটাক জমিও বাঁধা দিতে দোব না।

সদানন্দ। তোমার অংশ! ও, তাহলে তুমি জমি-জমা ভাগ করে নিতে চাও?

মহানন্দ। হ্যাঁ দাদা! অনেকদিন ধরে এই কথাটা বলি বলি করেও তোমাকে বলতে পারিনি। গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ডেকে তাঁদের সামনে আমার পৈতৃক জমি-জমা তুমি ভাগ বাটোয়ারা করে দাও!

সদানন্দ। বেশ, তাই দিচ্ছি। কিন্তু শশীমুখী তো তোমারও বোন—

মহানন্দ। বোন! হ্যাঁ, যখন বাবা শেষ বয়সে আমাদের শত্রুর সৃষ্টি করে গেছেন—

সদানন্দ। বাবা শত্রু সৃষ্টি করে গেছেন?

মহানন্দ। করে যান নি? বুড়ো বয়েসে দোজপক্ষে বিয়ে করে তিনি আমাদের যে সর্বনাশ—

সদানন্দ। চুপ কর—চুপ কর হতভাগা! স্বর্গগত বাবার নামে কুৎসা রটনা করলে আমি তোর টুঁটি টিপে মারব।

মহানন্দ। কুৎসা আমি করছি না, করছে সমস্ত কুসুমপুরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। নারীর প্রলোভনে যে পাপ করে গেছেন—

সদানন্দ। তবে রে পাষণ্ড। [সহসা মহানন্দের কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল] ছেলে হয়ে দেবতুল্য বাবার নিন্দে করা?

সহসা স্বর্ণময়ী ছুটিয়া আসিয়া সদানন্দের হাত ছাড়াইতে ছাড়াইতে।

স্বর্ণময়ী। ওগো! কি সর্বনাশ করছ, ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও। তোমার পায়ে পড়ি, ঠাকুরপোকে ছেড়ে দাও।

সদানন্দ। সরে যা, সরে যা সোনাবৌ! হতভাগা সকাল বেলাতে দেবতুল্য বাবার নিন্দা করছে, ওকে আমি খুন করব।

স্বর্ণময়ী। দেহের পচা ঘা কেটে বাদ দেওয়া তো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ওষুধ দিয়ে সারানোই কর্তব্য। ঠাকুরপো অল্পবুদ্ধির মানুষ, তাই স্বর্গগত বাপের নিন্দে করছে। তুমি বড়, ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওর ভুল সংশোধন করে দাও।

সদানন্দ। [মহানন্দকে ছাড়িয়া] যে বোনের বিয়েতে খরচ হবার ভয়ে বিষয় ভাগ করে নিতে চায় সে অল্পবুদ্ধির মানুষ নয় সোনাবৌ, শয়তান মানুষ। তার ভুলের সংশোধন কেউ করে দিতে পারবে না।

মহানন্দ। আর যে সামান্য কথা কাটাকাটি করে গলা টিপে মেরে ফেলতে চায়, সে ভাই নয়, শত্রু—শত্রু, পরম শত্রু।

সদানন্দ। কি বললি ছুঁচো? আমি তোর পরম শত্রু? [ভগ্নকণ্ঠে] হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা তো বলবি রে হতভাগা? এক বছরের শশী আর দশ বছরের তোকে রেখে একদিনেই মা-বাবা বিসূচিকা রোগে স্বর্গে গেলেন। যাবার সময় তোদের দিয়ে গেলেন আমার হাতে তুলে। সেইদিন থেকে আমি আর এই সোনাবৌ ঠিক বুকের পাঁজরের মত যে তোদের দেখে আসছিরে পাষণ্ড। আজ বড় হয়েছিস, রোজগার করতে শিখেছিস, বৌ ঘরে এসেছে, তাই দাদা হয়েছে শত্রু।

অবগুণ্ঠনবতী আশাবতী আসিল।

আশাবতী। না-না, আপনি শত্রু নন বাবা। উনি ক্রোধের-বশে ভুল বলেছেন! আপনি—

সদানন্দ। শত্রু, পরম শত্রু বৌমা! আজ ভায়া কাজ গুছিয়ে নিয়েছে, তাই দাদা আর কেউ নয়!

মহানন্দ। কাজ আমি কিছুই গুছিয়ে নিইনি। বৈমাত্রেয় বোনের সোহাগে গলে গিয়ে তুমি পৈতৃক বিষয় বাঁধা দিয়েও তাকে বড়-লোকের ঘরের বৌ করে দিতে যাচ্ছ। তাই আমি—

স্বর্ণময়ী। সে কাজে বাধা দিয়ে ভাল করনি ঠাকুরপো, শশী আপন মায়ের পেটের বোন হলে চিন্তাব কিছু ছিল না; বৈমাত্রেয় বোন, তাকে সৎপাত্রস্থ না করলে পাঁচজনে নিন্দে করবে যে।

সদানন্দ। পাঁচজনের নিন্দেকেও আমি গ্রাহ্য করতুম না সোনা-বৌ কিন্তু দেবতুল্য পিতার অন্তিম আদেশ আমাকে পালন করতেই হবে।

স্বর্ণময়ী। নিশ্চয়! ঠাকুরের অন্তিম আদেশ পালন না করলে আমাদের অনন্ত নরকে পচে মরতে হবে।

মহানন্দ। অনন্ত নরকে পচে মরতে হয় তাও স্বীকার, তবু আমার অংশের একটুও জমি আমি বাঁধা দিতে দোব না।

আশাবতী। কেন দেবে না? ঠাকুরঝি কি তোমারও বোন নয়?

মহানন্দ। হ্যাঁ যখন সৎ মায়ের মেয়ে তখন বোন বলে স্বীকার করে নিতেই হবে।

সদানন্দ। না, না! শশী তোর কেউ নয়, আমি তোর কেউ নই, স্বর্গগত পিতাও তোর কেউ ছিলেন না, তুই আকাশ থেকে ঝরে পড়েছিস, তোকে আর আমি একটা দিনও এক সংসারে রাখব না! আজই ভিন্ন করে দেব।

আশাবতী। ভিন্ন! না-না দিদি, বড়ঠাকুরকে তুমি বল, উনি ভিন্ন হতে চাইলেও আমি ভিন্ন হতে চাই না।

মহানন্দ। চুপ কর! আমার সর্বনাশ করতে আর ভাসুর সোহাগ দেখাতে হবে না।

সদানন্দ। [সক্রোধে] কি বললি ছোটলোক, ইতর? বৌমার জন্য খুব বেঁচে গেলি, নইলে যে মুখে ঐ নীচ ভাষা উচ্চারণ করলি, সেই মুখখানা আমি এক ঘুঁসিতে ভেঙে দিতুম।

মহানন্দ। তা তো দেবেই! মূর্খ, চাষা গাঁজাখোরের কাছে এর চেয়ে আর কি ভাল ব্যবহার আশা করা যাবে?

সদানন্দ। ওঃ! ভগবান—ভগবান!

স্বর্ণময়ী। [উচ্চকণ্ঠে] ঠাকুরপো—ঠাকুরপো, ভুলে যেও না, দক্ষ দুহিতা সতী শিবহীন যজ্ঞক্ষেত্রে পতি নিন্দা শুনে দেহত্যাগ করেছিলেন। আমি সতী নারী, আমার সামনে আমার স্বামীকে অপমান করলে আমি ক্ষমা করব না।

মহানন্দ। আমিও তোমার ক্ষমা চাই না, তুমি তো পতি নিন্দা শুনে দাক্ষায়ণীর মত ফেটে পড়ছ! কিন্তু তোমার পতি দেবতাটি যে বার বার আমাকে অপমান অপদস্থ করে মার-ধোর করতে আসছে দেখতে পাও না।

আশাবতী। একশো বার মার-ধোর করবেন। উনি তোমার দাদা, সে অধিকার ওঁর আছে।

মহানন্দ। তুই কথা বলবি না। যাতে আমাদের মঙ্গল হয় আমি তাই করছি।

আশাবতী। ভায়ে ভায়ে ভিন্ন হলে মঙ্গল? এ কল্পনা তুমি কেমন করে করলে?

সদানন্দ। যেমন করে ছেলে হয়ে স্বর্গগত বাপের নিন্দা করছে, তেমনি করে ভিন্ন হওয়ার কল্পনা করেছে মা। ওকথা ছেড়ে দাও; এখন ওপাশের ঘর দুটোয় ঝাঁট-পাট দিয়ে নাও গে, আমি তোমাদের সমস্ত জিনিষপত্র নিবারণকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আশাবতী। আমাদের আপনি আলাদা করে দেবেন?

স্বর্ণময়ী। উপায় নেই ছোট বৌ; ঠাকুরপোর এখন চোখ ফুটেছে। আজও যদি আমরা জড়িয়ে রাখি, তাহলে গাঁয়ে অনেক নিন্দে রটনা হবে। তুই অবুঝ হোসনে ছোটবৌ! ঘব দুটোয় ঝাঁট-পাট দিয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে দিইগে চল!

মহানন্দ। তোমাকে আর ওদিকে ঝাঁট দিতে যেতে হবে না, ও একাই পারবে।

আশাবতী। এখন থেকেই মেলামেশা বন্ধ করবার মতলব আঁটছো? কিন্তু ও মতলব তোমার টিকবে না। [প্রস্থানোদ্যত]

মহানন্দ। ছোটবৌ!

আশাবতী। [ফিরিয়া] স্বার্থের খাতিরে সংসারটা তুমি আলাদা করে নিলেও আমাদের মনের একতা ভেঙে দিতে পারবে না। দিদি আর আমি এক বৃন্তে দুটি ফুলের মত সংসার-উদ্যানে ফুটে আছি! সেখান থেকে ছিঁড়ে ফেলবার শক্তি স্বয়ং ভগবানেরও নেই।

[প্রস্থান।

মহানন্দ। ঐ নির্বাক চিড়িয়ার বোল ফুটেছে শুধু তোমাদেরই শিক্ষায়। আচ্ছা, আগে ভিন্ন হই, তারপর চাব্‌কে শায়েস্তা করব।

[প্রস্থান।

সদানন্দ। শোন, শোন সোনাবৌ; হতভাগা কি বলে শোন,

আজ দুটো পয়সা রোজগার করছে, তাই ভেবেছে দাদা বৌদির সংগে এক সংসারে থাকলে ওর ঠকা হবে। ওঃ! গাধাটা আমার সামনে বৌমাকে চাবুক মারতে চায়? রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলছে! ঐ হতভাগাকে মানুষ করতে আমি নিজের শরীরের দিকে নজর দিইনি, মান অপমান লক্ষ্য করিনি, তোর পরণে ভাল শাড়ীও দিইনি। এই তার পরিণাম? ছোট ভাই শিক্ষিত হয়েছে বলে ভাইকে অপমান করবে? অবহেলা করবে? ভগবান—ভগবান, আমার মন থেকে ভ্রাতৃ-স্নেহ মুছে নাও, আমাকে পাষাণ করে দাও। [কাঁদিয়া ফেলিল]

স্বর্ণময়ী। ঠাকুর—ঠাকুর! আমার সাজান সংসার ভেঙে দিও না। ঠকুরপোর সুমতি দাও, সংসারের মঙ্গল কর।

[প্রস্থান।

সদানন্দ। তোর ঠাকুরকে ডাকাই বৃথা হবে রে সোনাবৌ। সদানন্দের আনন্দের সংসারে আজ ভাঙন ধরেছে, ব্রহ্মা বিষ্ণু এলেও ভাঙনের রোধ করতে পারবেন না সোনাবৌ, এ ভাঙনের রোধ করতে পারবেন না!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

তৃপ্তিনগরের রাজপ্রাসাদ।

কথা বলিতে বলিতে মহেন্দ্র সিংহ ও দেবেশ্বরী আসিল।

মহেন্দ্র সিংহ। কুসুমপুর গ্রামের শেষ সীমানা নিয়ে যখন এত গণ্ডগোল, তখন না হয় তোমার কালী মন্দির এই রাজধানীতে প্রস্তুত করিয়ে দিই রাণী।

দেবেশ্বরী। না-না তা হতে পারে না! গুরুদেব বলে গেছেন কুসুমপুরের সীমানায় দুশো বছর আগে একটা মহাশশ্মান ছিল, মা-কালীর মন্দির প্রস্তুত করবার যোগ্য স্থান ওটা।

মহেন্দ্র সিংহ। তা তো আমিও বুঝছি! কিন্তু ফরিদ খাঁ যে ঐ জায়গাটা নিয়ে গণ্ডগোল করছে।

দেবেশ্বরী। কেন গণ্ডগোল করছে? কুসুমপুরের শেষ সীমানা তো তার এলাকাভুক্ত নয়।

মহেন্দ্র সিংহ। আমরা তো তাই জানি! আর বাংলার নবাব সরকারের যে সমস্ত কাগজ-পত্র আছে, তার নক্সাতেও কুসুমপুর সীমানা পর্যন্ত তৃপ্তিনগর রাজ-সরকারের এলাকাধীন।

দেবেশ্বরী। তবে ফরিদ খাঁ ঐ স্থানের দাবী করছে কেন?

মহেন্দ্র সিংহ। হিন্দু বিদ্বেষের বিষ ছড়াতে।

দেবেশ্বরী। তার পিতৃ-পিতামহরা যে একদিন এই হিন্দু রাজ-সরকারের গোলামী করে গেছে।

মহেন্দ্র সিংহ। সেই জন্যেই তো এত গায়ের জ্বালা। মাতামহের করুণায় হীরাপুরের শাসনকর্তা হয়ে ধরাকে সরার মত দেখছে।

দেবেশ্বরী। এই জন্যে তাকে ঠকতে হবে।

মহেন্দ্র সিংহ। ঠকা জেতা পরের কথা দেবেশ্বরী! এখন তো কুসুমপুর সীমানা নিয়ে গণ্ডগোল বাধিয়ে আমার দেবী মন্দির প্রস্তুত করার পরিকল্পনা বানচাল করে দিচ্ছে।

দেবেশ্বরী। বানচাল করে দেবার শক্তি তার নেই স্বামী! শক্তিদাত্রী মা যখন ঐ কুসুমপুর মন্দিরে বসে পূজা নিতে চান, তখন ইতঃস্তত করবার প্রয়োজন নেই। তোমরা মন্দির আরম্ভ কর।

মহেন্দ্র সিংহ। মন্দির আরম্ভ হলেই ফরিদ খাঁর মুসলমান ফৌজরা একযোগে এসে বাধা দেবে।

দেবেশ্বরী। যারা বাধা দিতে আসবে, তাদের কাটা মাথা গেঁথে মায়ের মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তুত করাবে।

আমিনা আসিল।

আমিনা। আমিও তাই বলি মহারাজ মহেন্দ্র সিংহ! যারা তোমার দেবী মন্দির প্রস্তুতে বাধা দিতে আসবে, তাদেরই কাটা মাথা মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তরে গেঁথে দেবে।

মহেন্দ্র সিংহ। একি মা সাহেবা!

আমিনা। হ্যাঁ রাজা! আমার পাষণ্ড পুত্র বেইমানি করে তোমার ধর্মকার্য্যে বাধা দিতে চাইছে, তাই আমি তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছি, তোমাদের কর্মচারীর পুত্র বলে তাকে ক্ষমা করো না, সেও যদি ফৌজ নিয়ে তোমার দেবী মন্দির ভেঙ্গে দিতে আসে, তার মাথাটা কেটে তুমি আমার কাছে পাঠিও।

দেবেশ্বরী। সেকি! ফরিদ খাঁ আপনার পুত্র না?

আমিনা। পুত্রের চেয়ে ইমানের দাম অনেক বেশী।

মহেন্দ্র সিংহ। ইমানের মর্যাদা রক্ষায় একমাত্র পুত্রকেও যিনি যমের মুখে তুলে দিতে পারেন, তাঁর গর্ভে কেমন করে বেইমানের জন্ম হয় তা বুঝতে পারি না রাণী!

আমিনা। তোমাদের মহাভারতে তার তো একাধিক প্রমাণ আছে রাজা। দক্ষনন্দিনী কদ্রুর গর্ভে, মহর্ষি কশ্যপের তেজে হিংস্র সর্পকুলের জন্ম হয়েছিল। কোন অশুভ লগ্নে, কার গর্ভে যে কখন কোন কুগ্রহের জন্ম হয় তা মানুষের ধারণাতীত।

দেবেশ্বরী। সত্য মা! মানুষ যা ভাবতেও পারে না জগতে তাই ঘটে যায়, আপনার পয়গম্বরতুল্য পতি শুনেছি নাকি আমার শ্বশুর ঠাকুরের একনিষ্ঠ প্রভুভক্ত কর্মচারী ছিলেন। আপনিও তাঁর যোগ্য পত্নী। অথচ আপনাদের সন্তান কেমন করে অকৃতজ্ঞ হয়।

মহেন্দ্র সিংহ। থাক ওকথা ছেড়ে দাও দেবেশ্বরী। এখন মা এসেছেন, ওঁর পরিচর্যার ব্যবস্থা—

আমিনা। নিষ্প্রয়োজন রাজা। আমি আদর আপ্যায়নে তুষ্ট হতে আসিনি! এসেছি, আপনার দেবকার্য্যে সাহায্য করতে।

মহেন্দ্র সিংহ। দেব-কার্যে সাহায্য করতে যে আপনি আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ বাধিয়ে দিতে চান মা।

আমিনা। নিরুপায় রাজা, ভাই যদি ভাইয়ের মর্য্যাদা না রাখে, তাহলে শাসনের কশাঘাতে জর্জরিত করেও আপনাকে কর্তব্য পথে অগ্রসর হতে হবে।

মহেন্দ্র সিংহ। কিন্তু ভাইকে শাসন করতে গিয়ে যে ভ্রাতৃহারা হতে হবে মা!

আমিনা। সবদিক বজায় রেখে কোন কার্য্য হয় না রাজা। একদিক না হারালে অন্যদিকে লাভবান হওয়া যায় না।

দেবেশ্বরী। ঠিক বলেছেন মা, একদিক না হারালে অন্যদিকে লাভবান হওয়া যায় না। তুমি ইতস্তুতঃ করো না স্বামী, কাল প্রভাতেই কুসুমপুর সীমান্তে দেবী মন্দির প্রস্তুতের জন্য কারিগরদের পাঠাও।

আমিনা। শুধুই কারিগর নয় রাজা, ঐ যজ্ঞে অন্ততঃ দুশো সৈন্যও পাঠিও! কাল ভোরেই আমি কুসুমপুর সীমান্তে নিজে গিয়ে উপস্থিত থাকব, কারিগররা মন্দির নির্মাণের কাজ আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে যদি হীরাপুর সীমান্ত রক্ষীরা এসে বাধা দেয়, তা হলে আমারই ইঙ্গিতে তোমার সৈন্যরা তাদের মাথা কেটে নেবে।

[প্রস্থান।

দেবেশ্বরী। বাংলার হিন্দু মুসলমানের ঘরে এমন মহীয়সী জননী থাকতে তবু কেন তাদের একতা নেই?

সনৎ সিংহ আসিল।

সনৎ সিংহ। বাংলায় কোনদিন হিন্দু মুসলমানদের একতা হবে না বৌদি।

দেবেশ্বরী। কেন হবে না ঠাকুরপো?

সনৎ সিংহ। বাংলার মুসলমানদের পূর্বপুরুষেরা যে হিন্দু ছিল, তাই তাদের মনে হিন্দু বিদ্বেষের কালাগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলছে।

মহেন্দ্র সিংহ। ভ্রাতৃস্নেহের ঝর্ণাধারায় ও বিদ্বেষের কালাগ্নি নিভিয়ে দিতে হবে ভাই!

সনৎ সিংহ। কত নেভাবে দাদা? সারা বাংলা জুড়ে এই আগুন জ্বলছে, মাত্র তৃপ্তিনগরের কালাগ্নি নেভালেই তো আর সমস্ত বাঙালীদের মধ্যে শান্তি স্থাপন হবে না। দিন দিন হিন্দু-মুসলমান

বিভেদ যে রকম বেড়ে চলেছে, তাতে আর কিছুদিন পরেই বাংলার স্বাধীনতা অবাঙালীরা গ্রাস করবে।

মহেন্দ্র সিংহ। ও চিন্তা ছেড়ে দিয়ে এখন ঠিক কর ভাই, কুসুমপুর সীমান্তে দেবী মন্দির নির্মাণের কি ব্যবস্থা করবে।

সনৎ সিংহ। কুসুমপুর সীমান্তে দেবী মন্দির নির্মাণ করা হবে। তাতে যদি ফরিদ খাঁ বাধা দিতে আসে, আমরা তাকে বুঝিয়ে দেব তৃপ্তিনগরের হিন্দু যোদ্ধারা দুর্বল নয়।

দেবেশ্বরী। আমারও ঐ কথা দেবর। কুসুমপুর সীমান্তের মন্দির নির্মাণ উপলক্ষ্যে তোমরা সারা বাংলার মুসলমানদের বুঝিয়ে দাও বাঙালী হিন্দুরা কাপুরুষ নয়।

মহেন্দ্র সিংহ। না-না ভাই! তোকে আমি কুসুমপুর যেতে দেব না।

সনৎ সিংহ। যেতে দেবে না! ও—তুমি সেই পুরনো কাহিনীটা মনে করে আজও আমাকে সন্দেহ কর? ভয় নেই—ভয় নেই দাদা! মনের দুর্বলতায় অতীতকালে যা হয়ে গেছে, বর্তমানে আর তার পুনরাভিনয় হবে না। [প্রস্থানোদ্যত]

মহেন্দ্র সিংহ। সনৎ।

সনৎ সিংহ। [ফিরিয়া] মায়ের মন্দির নির্মাণ করানোই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য দাদা। লাম্পট্য সেখানে গৌণ—গৌণ।

[প্রস্থান।

দেবেশ্বরী। ঠাকুরপো কুসুমপুর যাবে শুনে তোমার মুখখানা যে আষাঢ়ের মেঘের মত কালো হয়ে গেল।

মহেন্দ্র সিংহ। অবিবাহিত যুবক একবার যে গ্রামে নারীর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে পাপের পথে পা দিয়েছিল, আবার সেই গ্রামেই যাচ্ছে

রাণী! যে কোন দুর্বল মুহূর্তেই যে তার পদস্খলন হতে পারে একথাটা চন্দ্র সূর্য্যের মত সত্য।

[প্রস্থান।

দেবেশ্বরী। মা—মা, ভিন্ন ধর্মীদের সুমতি দিয়ে তোমার মন্দিব নির্মাণে তুমিই সহায় হও মা, তুমিই সহায় হও।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কুসুমপুর সীমান্ত।

কুসুমপুর সীমান্তে নদীর ঘাটে স্নান করিয়া গ্রাম্য-রমণীগণ লাস্য-হাস্যে গান গাহিয়া কলসী কক্ষে চলিয়া যাইতেছে।

গ্রাম্যরমণীগণ।— **গীত।**

পূব আকাশে উঠল তপন জল নিয়ে চল তাড়াতাড়ি।
চকচকে রোদ উঠলে পরে আসবে যত লম্বা দাড়ি।
দেখলে পথে জোয়ান মেয়ে,
ধরতে বুকে আসবে ধেয়ে,
হাড় হাবাতেরা অজপেয়ে হাত ধরে লো দেবে পাড়ি।

[প্রস্থান।

রণজিৎ আসিল।

রণজিৎ। রাজধানী থেকে আমরা প্রভাতের পূর্বে এসে পৌছে

গেছি, অথচ এই গ্রামের অধিবাসী হয়ে গোঁসাই ঠাকুর এখনো নদীর ঘাটে এসে পৌঁছতে পারলে না কেন?

সত্যস্নাত নরোত্তম গোস্বামী নামাবলী গায়ে দিয়া ফুলের সাজি ও পূজা উপকরণ হাতে আসিল।

নরোত্তম। আজ্ঞে—আজ্ঞে আমি অনেকক্ষণ পৌঁছে গেছি সেনাপতি মশায়!

রণজিৎ। অনেকক্ষণ পৌঁছে গেছেন যদি তো আপনাকে দেখতে পাইনি কেন?

নরোত্তম। লুকিযে ছিলাম। বুঝলেন না সেনাপতি মশায়, ঐ জঙ্গলেব মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে ছিলুম।

রণজিৎ। গা ঢাকা দিয়েছিলেন! কেন—কেন?

নরোত্তম। আজ্ঞে জাত হারাবার ভয়ে।

রণজিৎ। বুঝলাম না।

নরোত্তম। এও বুঝতে পারলেন না?

রণজিৎ। উঁহু! তোমার জাত মারছে কে?

নরোত্তম। আজ্ঞে [ইঙ্গিতে দেখাইয়া] ইয়া বড় বড় দাড়িওয়ালা মিঞা সাহেবরা।

রণজিৎ। সে কি; আমাদের পৌঁছাবার পূর্বেই—

নরোত্তম। ওরা পৌঁছে গেছে।

রণজিৎ। এঁ্যা—

নরোত্তম। হ্যাঁ! শুধু হাতে পৌঁছায়নি! হাতে তলোয়ার বন্দুকও এনেছে, আর এনেছে ছোট্ট একটা বাছুর।

রণজিৎ। বাছুর এনেছে কেন বলুন তো?

নরোত্তম। আজ্ঞে কারো বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করতে যে নয় তা হলপ্ করে বলতে পারি।

রণজিৎ। তাহলে বাছুর এনেছে—

নরোত্তম। আমাদের ভিত পূজাটি হলেই ঐ বাছুরটাকে ড্যাং করে কেটে তার উপর রক্ত ছড়িয়ে দেবে।

রণজিৎ। তার পূর্বে আমরা তাদের বলি দিয়ে রক্তের নদী সৃষ্টি করব!

নরোত্তম। সেনাপতি মশায়!

রণজিৎ। আপনি পূজা উপকরণ সজ্জিত করুন গোঁসাই ঠাকুর, আজ সন্ধ্যার পূর্বেই এই নদীতীরে মহারাণীর কালীমন্দির প্রস্তুত করিয়ে তবে আমরা রাজধানীতে ফিরে যাব।

আব্দার রহিম আসিল।

আব্দার। কালীমন্দির প্রস্তুত করাবার সুযোগ তোমরা পাবে না কাফের সেনাপতি! আমাদের এই চর্ম পাদুকাগুলো মাথায় নিয়ে তোমাদের বিফল মনোরথ হয়ে ফিরতে হবে।

রণজিৎ। হুঁশিয়ার আব্দার রহিম। পুনরায় ঐ ভাষা, উচ্চারণ করলে আমি এখনি তোমার জিভটা কেটে নেব।

নরোত্তম। আর জিভ কাটাকাটিতে দরকার নেই সেনাপতি মশায়। মা কালী যদি নেহাত মন্দিরে থাকতে চায়, না হয় এই গ্রামের ও সীমানায়—

রণজিৎ। কখনো নয়! এইখানেই তুমি ভিত পূজায় বোস গোঁসাই। দেখি বিধর্মী কেমন করে বাধা দেয়।

আব্দার। হুঁশিয়ার গোঁসাই ঠাকুর! এখানে ভিত পূজায় বসলেই

আমার ফৌজরা ওই বাছুরটাকে কেটে তারই রক্ত তোমাদের মাথায় ঢেলে দিয়ে যাবে!

গাছ-কোমর বাঁধিয়া ছুটিতে ছুটিতে স্বর্ণময়ী আসিল। তাহার হাতে গড়া।

স্বর্ণময়ী। আমার বাছুর যে কাটবে, তার কাটা মাথা এই নদীর ধারে গড়াগড়ি যাবে!

রণজিৎ। একি! কে—কে তুমি মা?

নরোত্তম। ও এই গাঁয়েরই বৌ সেনাপতি মশায়। ওর একটা বাছুর মাঠে চরছিল—

স্বর্ণময়ী। তারই গলায় দড়ি বেঁধে এই মোসলমানরা জোর করে টেনে এনেছে আপনারই সামনে, আর আপনি ব্রাহ্মণ গোঁসাই হয়ে একটা প্রতিবাদ বাক্যও উচ্চারণ করেন নি।

নরোত্তম। কি করে প্রতিবাদ করি বাছা, একটা প্রতিবাদ বাক্য উচ্চারণ করলেই যে ঐ মিঞা সাহেবরা আমার ঘাড় থেকে মাথাটি কেটে নামিয়ে দিত।

আব্দার। আল্‌বৎ দিতাম। আমাদের কাজে যে বাধা দিতে আসবে, তারই কাটা মাথা মাটিতে লুটিয়ে পড়বে!

স্বর্ণময়ী। সাধ্য থাকে আমার কাটা মাথা মাটিতে লুটিয়ে দে জানোয়ার, আমি এখনি বাছুর কেড়ে নিয়ে বাড়ি ফিরব।

[প্রস্থানোদ্যত]

আব্দার। [পথরোধ করিয়া] হুঁশিয়ার নারী! ঐ বাছুরের গায়ে হাত লাগালেই আমি তোর হাত পা বেঁধে ফৌজদের দিয়ে বেইজ্জত করাব।

একটি টাঙি বাঁধা বড় লাঠি হাতে সদানন্দ আসিল।

সদানন্দ। ও মতলব করো না মিঞা, ও মতলব করো না! যে ওর হাত পা বাঁধতে যাবে, তারই মাথাটা ঘ্যাচাং করে উড়ে যাবে।

আব্বার। আব্বার রহিমের মাথা উড়িয়ে দেবে কে?

সদানন্দ। ও পারে ভালই, না হয় আমিই উড়িয়ে দোব!

আব্বার। হুঁশিয়ার হিন্দু। ফৌজদার আব্বার রহিম—

সদানন্দ। কিছুই করতে পারবে না, শুধু লম্ফ-ঝম্ফই সার হবে।

নরোত্তম। সদানন্দ ভায়া!

সদানন্দ। তুমি ভিত পূজা আরম্ভ কর দাদা! ঐ আব্বার রহিম তো তুচ্ছ, স্বয়ং বাংলার নবাবও আমাদের কালী মন্দির নির্মাণ বন্ধ করতে পারবেন না।

সনৎ সিংহ আসিল।

সনৎ সিংহ। আমারও ঐ কথা আব্বার রহিম। তোমরা তো সামান্য, নিজে নবাব সাহেবও আমাদের কালী মন্দির নির্মাণ বন্ধ করাতে পারবেন না।

আব্বার। সনৎ সিংহ। এখনো বলছি, এখানে তোমরা মন্দির তৈরী করিও না। এই সীমানা—

সনৎ সিংহ। আমাদের এলাকাভুক্ত। তোমার প্রভু কলহ বাধাবার উদ্দেশ্যেই জোর করে এই জমি দখল করতে চায়।

সদানন্দ। ওরা জোর করে দখল করতে চাইলেই বা আমরা দেব কেন রাজভ্রাতা? তুমি ভিত পূজা আরম্ভ কর দাদা, আমরা

সমস্ত গ্রামবাসী মিলে মহারাজের কালীমন্দির তৈরী করায় সাহায্য করব।

আব্দার। বেশ তবে তাই কর কমবখ্‌তের দল। ওই বাছুরের কাটা মাথা আর রক্তের ছড়া দিয়ে আমি তোদের মন্দিরের ভিত পূজো পণ্ড করে দিয়ে যাব। [প্রস্থানোদ্যত]

স্বর্ণময়ী। [সম্মুখে খড়্গ ধরিয়া] তার আগেই আমি তোকে মায়ের উদ্দেশ্যে বলি দোব।

সদানন্দ। ওর বলি এখন নয় সোনাবৌ, এখন নয়! চল্—চল্, তোর বুধির বাছুরটা ফৌজদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আগে তোকে বাড়ী পাঠিয়ে দেব, তারপর এসে এদের সঙ্গে বোঝাপড়া করব। [স্বর্ণময়ীকে টানিয়া লইয়া প্রস্থানোদ্যত]

আব্দার। হুঁশিয়ার কমবখ্‌ত হিন্দু।

সদানন্দ। হুঁশিয়ার হয়ে গেছি মিঞা, হুঁশিয়ার হয়ে গেছি! নইলে কি আর আমার টুকটুকে স্থন্দরী বৌকে বাড়ী পাঠিয়ে দিতে যাচ্ছি! তোমরা যে জানোয়ারের ধর্ম পালনে অদ্বিতীয় যাদু। সামনা সামনি লড়াইয়ে হেরে লেজ গুটিয়ে পালাতেও যেমন মজবুত, আবার মা বোনের ইজ্জৎ নষ্ট করতেও তেমনি মজবুত।

[পুনঃ প্রস্থানোদ্যত]

রণজিৎ। তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে যেওনা সদানন্দ। ওরা সংখ্যায় অনেক, আর তোমরা—

সদানন্দ। মাত্র দুজন! ভয় নেই, ভয় নেই সেনাপতি মশায়! আমার হাতের টাঙি আর সোনাবৌয়ের খাঁড়া দুচারটে মিঞা সাহেবকে ঘায়েল করলেই বাকীগুলো ভেড়ার পালের মত লেজ তুলে চম্পট দেবে, তখন আপনারা এই আব্দার রহিমকে কুকুরের মত

বেঁধে মহারাজের কাছে টেনে নিয়ে যাবেন। [স্বর্ণময়ী সহ পুনঃ প্রস্থানোদ্যত]

সম্মুখে বাধা দিয়া ফরিদ খাঁ আসিল।

ফরিদ খাঁ। ও কাজটা খুব সোজা নয় হিন্দু!

সনৎ সিংহ। ফরিদ খাঁ।

ফরিদ খাঁ। দল বল নিয়ে এখনি এখান থেকে চলে যাও সনৎ সিংহ, নইলে আমার বন্দুকধারী ফৌজরা গুলি চালিয়ে তোমাদের সবাইকে চিরনিদ্রা দান করবে।

সনৎ সিংহ। একসঙ্গে আমরা সকলে চিরনিদ্রা গ্রহণ করব। তবু তোমাদের ভয়ে পালিয়ে যাব না ফরিদ খাঁ।

রণজিৎ। প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যাবে কাপুরুষের দল। আমরা বীর, পালাতে আমাদের মনে ঘৃণা জাগে। আপনি ভিত পূজা করুন গোঁসাই ঠাকুর!

ফরিদ খাঁ। তাহলে আমার ফৌজদের বন্দুকের গুলিতে তোমরা সকলে একসঙ্গে মর কাফের হিন্দু!

বন্দুক হাতে আমিনা আসিল।

আমিনা। তার আগে আমারই বন্দুকের গুলিতে তোর মাথাটা উড়ে যাবে ফরিদ—

ফরিদ খাঁ। একি, মা!

আমিনা। আমাকে তোমার প্রাসাদে রক্ষীরা আবদ্ধ রাখতে পারেনি ফরিদ, খোদার করুণায় আমি ঠিক সময়ে উপস্থিত হয়েছি।

সনৎ সিংহ। আপনার পুত্র আমাদের কালী মন্দির নির্মাণে বাধা দিতে—

আমিনা। তোমাদের সকলকে বন্দুকের গুলিতে বধ করতে চায়।

সদানন্দ। শুধু তাই নয় মা, এই আব্বার রহিম আমার একটা ছোট্ট বাছুর মাঠ থেকে ধরে এনেছে।

আমিনা। তা আমি দেখেছি বাপ! ও কমবখ্‌ত চায় ঐ বাছুরের কাটা মাথা আর রক্তের ছড়া দিয়ে তোমাদের দেবী মন্দিরের ভিত পূজা পণ্ড করতে।

ফরিদ খাঁ। আব্বার রহিম অন্যায় কিছু করেনি। তুমি বুঝতে পারছো না মা। আমার এলাকার মধ্যে কাফের হিন্দুরা ওদের পুতুল পূজোর মন্দির বানাতে এসেছে।

আমিনা। কিন্তু ওরা তো তোমার এলাকার মধ্যে আসেনি ফরিদ, এসেছে ওদেরই তৃপ্তিনগর এলাকার মধ্যে মন্দির বানাতে।

সনৎ সিংহ। আপনার পুত্র তা মানতে চান না মা!

আমিনা। না মানলে ওকে মরতে হবে!

ফরিদ খাঁ। [উষ্ণকণ্ঠে] মা!

আমিনা। ভাল চাস তো এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যা। নইলে—

ফরিদ খাঁ। তোমার প্রভুপুত্রকে দিয়ে আমাকে বন্দী করিয়ে বধ্যভূমিতে পাঠাবে?

সনৎ সিংহ। না—না, তা আমরা চাইনা ফরিদ। যে মায়ের করুণায় আজ এতগুলো জীবন রক্ষা হল, তাঁর চোখে শোকাশ্রু ঝরাতে আমরা পারব না।

আব্বার। কাফের হিন্দুদের এ বদান্যতা অসহ্য।

সদানন্দ। অসহ্য হলে আমি না হয় তোমার ঘাড় থেকে মাথাটা কেটে নামিয়ে, ফরিদ খাঁ বাহাদুরকে রাহুমুক্ত করে দিচ্ছি।

আব্বার। কেয়া বাঁদীকা বাচ্ছা?

স্বর্ণময়ী। কি বললি পশু? [খড়্গ তুলিল]

সদানন্দ। খড়্গ নামা সোনাবৌ, খড়্গ নামা। ওকে বলি দিলে তোর খড়্গটাই অপবিত্র হয়ে যাবে।

আব্বার। কি বললি কমবখ্‌ত?

সদানন্দ। বলছি সাহেব, কালা মানুষরা যেমন দুনিয়ার সব মানুষকেই কালা ধারণা করে, তেমনি তুমিও দুনিয়ার সব মানুষকে বাঁদীকা বাচ্ছা বলে বেড়াচ্ছ। কারণ আসলে বাঁদীকা বাচ্ছা তুমি, তুমি।

[স্বর্ণময়ীর হাত ধরিয়া প্রস্থান।

আব্বার। তবে রে বেতমিজ হিন্দু। [কোষমুক্ত অসি হাতে পশ্চাদ্ধাবনোদ্যত]

আমিনা। [কটিদেশ হইতে পিস্তল বাহির করিয়া] হুঁশিয়ার আব্বার রহিম। আর একপাও অগ্রসর হলে এই পিস্তলের গুলি তোমাকে চিরনিদ্রা দেবে।

ফরিদ খাঁ। হিন্দু কাফেরদের দিয়ে আমাদের অপমান করাতেই কি তুমি এখানে এসেছ মা?

আমিনা। না না, আমি এসেছি এই কুসুমপুর গ্রামের বুকে হিন্দু-মুসলমানের মিলন মন্দির গড়ে তুলতে। যাও গোঁসাই, ভিত পূজা আরম্ভ করগে। [নরোত্তমের প্রস্থান] আর তুই আয় ফরিদ। তোর হিন্দু ভাই এই সনৎ সিংহের পাশে দাঁড়িয়ে হিন্দুর দেবী মন্দির গঠনে উৎসাহ দিবি!

ফরিদ খাঁ। মা-মা !

সনৎ সিংহ। আর ইতস্তত করো না ফরিদ। আজকের সব কলহ ভুলে গিয়ে এই কুসুমপুর গ্রামে সব হিন্দু মুসলমানের মিলন মন্দির গঠনের উদ্বোধনে এস—আমরা ভ্রাতৃত্বের অটুট বন্ধনে আবদ্ধ হই।

[ফরিদকে বক্ষে লইয়া সনৎ সিংহ চলিয়া গেল।

আমিনা। ভাই দ্যাখো আব্বার রহিম, ভাই দ্যাখো। তুমি যত চেষ্টাই কর না কেন, কুসুমপুর আর তৃপ্তিনগরের হিন্দু মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ছিন্ন করতে পারবে না।

[প্রস্থান।

আব্বার। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তোমাদের এই ভ্রাতৃত্ববন্ধন আমি একদিনও স্থায়ী হতে দেবো না সনৎ সিংহ। তোমাদের দুই রাজ্যের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে আমি প্রতিহিংসার আগুন দ্বিগুণ তেজে জ্বালিয়ে তুলে আমার পরম শত্রু ঐ ফরিদ খাঁকে নির্বংশ করব, তারপর ওদেরই কবরের উপরে দাঁড়িয়ে আমার মৃত চাচা-সাহেবের অতৃপ্ত আত্মার তৃপ্তি সাধনে দুবিন্দু অশ্রু উপহার দিয়ে মেহেরবান খোদার পায়ে জানাব আমার লাখো লাখো সালাম।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অংক।

প্রথম দৃশ্য।

মহানন্দের গৃহ-প্রাঙ্গণ।

মহানন্দ আসিল।

মহানন্দ। শুনছ? ওগো শুনছ? বলি কোথায় গেলে!

নেপথ্যে আশাবতী। এই যে হেঁসেল ঘরে আছি!

মহানন্দ। একবার বাইরে বেরিয়ে একটা সুখবর শুনে যাও না!

একটি খুন্তি হাতে গাছ-কোমর বাঁধা আশাবতী আসিল।

আশাবতী। বলি অত চেঁচামেচি করছ কেন? কি হয়েছে?

মহানন্দ। কি হয়েছে শুনলে তুমি আনন্দে লাফিয়ে উঠবে ছোটবৌ।

আশাবতী। বল কি! হীরে-জহরতের জড়োয়া গয়না কিনেছ? না একটা রাজত্ব কিনেছ?

মহানন্দ। একরকম তাই!

আশাবতী। কি রকম?

মহানন্দ। তোমার ঘরে মা-লক্ষ্মী যেচে এল ছোটবৌ, মা-লক্ষ্মী যেচে এল।

আশাবতী। ব্যাপারটা খুলেই বল না।

মহানন্দ। বলাবলির দরকার নেই, এই কাগজখানা পড়ে দেখলেই সব বুঝতে পারবে। [দলিল বাহির করিল]

আশাবতী। ও তো দলিল।

মহানন্দ। হ্যাঁ দলিল! দাদা বাহাদুরী দেখাতে জমিজমা বাঁধা দিয়ে বৈমাত্রেয় বোনের বিয়ে দিয়েছিল, এক মাস পূর্বে সেগুলো বিক্রি হয়ে গেছে—

আশাবতী। আর তুমি সেই জমি কিনেছ?

মহানন্দ। কিনব না? বল কি ছোটবৌ! আমাদের বাপ-ঠাকুরদাদের জমি!

আশাবতী। তা বেশ করেছ। দলিল দাও, বড় ঠাকুরকে দিয়ে একটা পেন্নাম করে আসি।

মহানন্দ। তাই নাকি! তোমার বড়ঠাকুরকে সোহাগ দেখাবার জন্যেই বুঝি আমি গাঁটের টাকায় জমিগুলো কিনেছি?

আশাবতী। কি বলছো!

মহানন্দ। বলছি আধা কড়িতে জমিগুলো বেনামী করে কিনেছি কি শত্রুদের ভোগদখল করতে দেবার জন্যে?

আশাবতী। শত্রু! বড় ঠাকুর তোমার শত্রু!

একটি পোঁটলা হাতে পঞ্চানন আসিল।

[হাটু পর্যন্ত ধূলা মাখা, কাপড়ও হাটু পর্যন্ত, গায়ে লাল কোট, হাতে জুতা ও ডাবা হুঁকা। বগলে ছাতা]

পঞ্চানন। তা শত্রু বৈকি! বাড়ির উঠানে বেড়া বেঁধে দিয়ে যখন তোরা ভিন্ন হয়ে গেছিস, তখন ওরা শত্রু ছাড়া আর কেউ নয়!

আশাবতী। একি দাদা! তুমি—

পঞ্চানন। তোর বাড়ী থাকবো বলেই এলুম রে বোন!

আশাবতী। আমার বাড়ী থাকবে?

মহানন্দ। হ্যাঁ! জমি-জমাগুলো দাদার নামেই কিনেছি, চাষ আবাদ উনিই দেখাশুনা করবেন বলে আমি খবর দিয়ে আনালুম।

পঞ্চানন। তুমি খবর না পাঠালেও আমি আসতুম মহানন্দ! মা কালীর কৃপায় এখন তোমাদের বিষয় সম্পত্তি হয়েছে, কাজেই দেখাশুনা আমি ছাড়া আর কে করবে?

মহানন্দ। নিশ্চয়, নিশ্চয়! কানের পাশে জ্ঞাতি শত্রু। আপনি বড় ভাইয়ের মত, আমাকে না দেখাশুনো করলে চলবে কেন দাদা?

আশাবতী। তা তো বটেই! এক মায়ের পেটের ভাই হলেন জ্ঞাতি শত্রু, আর যত আপনার হল স্ত্রীর ভাই শ্যালক।

মহানন্দ। [উচ্চকণ্ঠে] ছোটবৌ!

আশাবতী। নিজের দেবতা তুল্য দাদাকে ফাঁকি দিয়ে আমার দাদার নামে তোমার পৈতৃক সম্পত্তি কিনতে লজ্জা হোল না?

পঞ্চানন। আশা!

আশাবতী। আর তোমাকেও বলি দাদা! বাপ-ঠাকুরদার ভিটে ছেড়ে ভগ্নিপতির ভাত গিলতে আসতে তোমার মনে একটুও ঘেন্না এল না?

পঞ্চানন। লাও কথা। বলি তোর ভাত খেতে আবার ঘেন্না কি? তুই কি আমার পর?

আশাবতী। পর ছাড়া আর কি? বিয়ের পর মেয়েদের সঙ্গে বাপের বংশের কোন সম্বন্ধ থাকে না।

মহানন্দ। সম্বন্ধ থাক না থাক, সে বিচার তোমার নয়। আজ থেকে দাদা এ বাড়ীর অভিভাবক হিসেবে থাকবেন, তুমি ওঁর যথাযথ সেবাযত্ন করবে।

আশাবতী। সেবা-যত্ন নিতে তো দাদা আসেনি, এসেছে ভগ্নি-পতির ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে।

পঞ্চানন। [উচ্চকণ্ঠে] আশাবতী!

আশাবতী। এ বাড়ীতে তোমার পাতে আমি ভাত বেড়ে দেব না দাদা, দোব উহুনের মুঠো মুঠো ছাই, তাই খেয়ে ভগ্নিপতির খোসামোদ করো। [প্রস্থানোদ্যতা]

মহানন্দ। কি! আমার সামনে দাদাকে এত বড় অপমান?

আশাবতী। অপমানের এই তো আরম্ভ। এই কথা শুনেও নির্লজ্জ যদি বাড়ী ফিরে না যায়, তা হলে নিবারণকে ডেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ীর বার করে দোব।

মহানন্দ। তার আগে আমি তোকে গলা টিপে মারব।

আশাবতী। মরতেই আমি চাই, যেদিন তুমি দেবতার মত বড় ভাইকে ছেড়ে ভিন্ন হয়েছ, সেইদিন থেকে আমারও বাঁচবার সাধ চলে গেছে। তবে মরবার পূর্বে মানুষ-দেবতা বড় ঠাকুরকে সর্বহারা হবার পথ থেকে বাঁচাতে এই দলিল ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছি। [দলিল ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিল]

মহানন্দ। তবে রে কালামুখী!!

হিংস্র পশুর ন্যায় আশাবতীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল,
ঠিক তন্মুহূর্তে একটি ঝুড়িতে আম লইয়া
নিবারণ আসিয়া পড়িল।

নিবারণ। ও ছোট বৌঠান! বড় বৌঠান এইসব পাকা আম— ওরে বাপরে, একি কাণ্ড রে! [সচীৎকারে] ও বড় দাদাবাবুগো! শিগগীর এসো গো! ছোট দাদাবাবু ছোট বৌঠানকে মেরে ফেল্‌লে গো!

[নেপথ্যে বেড়া ভাঙার শব্দ]

ছুটিয়া সদানন্দ আসিল।

সদানন্দ। কে কাকে মেরে ফেল্‌লে? কে কাকে মেরে ফেল্‌লে—এ কি! ছোট বৌমাকে তুই নির্দয় ভাবে মারছিস হতভাগা? ছেড়ে দে—ছেড়ে দে! ছাড় বলছি, নইলে আমি তোকে খুন করব।

মহানন্দ। যাও, যাও! ভাদ্দর বৌয়ের সোহাগ দেখাতে তোমাকে এখানে কে আসতে বলেছে?

সদানন্দ। কি বললি ইতর ছোটলোক?

মহানন্দর ঘাড় ধরিলে স্বর্ণময়ী ছুটিয়া আসিল।

স্বর্ণময়ী। ওগো একি সর্বনাশ করছো? ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, ঠাকুরপোকে ছেড়ে দাও।

সদানন্দ। এই হতভাগার হয়ে আমাকে কোন অনুরোধ করিস না সোনাবৌ। ও আমার মায়ের গায়ে হাত তুলেছে, ওকে আমি খুন করব।

স্বর্ণময়ী। কাকে খুন করতে যাচ্ছ গো? ঠাকুরপো যে তোমার একই রক্তের ভাই।

সদানন্দ। এঁ্যা—ও হ্যাঁ! ঠিক বলেছিস সোনাবৌ, হতভাগাটা আমার একই রক্তের ভাই। ওর গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগলে আমার বুকখানা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। কিন্তু বৌমাকে কেন ঐ হতভাগা ঠেঙাচ্ছিল জিজ্ঞাসা করতো!

মহানন্দ। আমার স্ত্রীকে আমি মারব, কাটব, খুন করব! তাতে অপরে নাক গলিয়ে কৈফিয়ৎ চাইতে আসবে কেন?

পঞ্চানন। সত্যি কথা! ওর পরিবারকে—

নিবারণ। আঃ—দাদাবাবুরা ভায়ে ভায়ে তর্ক করছে, তার মাঝে তুমি ফোড়ন দিচ্ছ কেন বলতো?

আশাবতী। ফোড়ন দেবে না? ওর নামেই যে তোর ছোট দাদাবাবু ভাসুর ঠাকুরের বন্ধকী জমি-জমা বেনামী করে কিনেছে।

সদানন্দ। তাই যদি কিনে থাকে, সে তো খুব সুখের কথা বৌমা! বাপ-ঠাকুরদার জমি আমি রাখতে পারলুম না বলেই মহানন্দ ধরে রেখেছে।

স্বর্ণময়ী। পৈতৃক জমি-জমা ধরে রেখে বংশের মান রেখেছে ঠাকুরপো। কিন্তু সম্বন্ধীর নামে কিনতে গেলে কেন ভাই? ছোট বৌয়ের নামেই তো কিনতে পারতে।

পঞ্চানন। আশার নামে কিনলে তোমাদেরই সুবিধে হত।

সদানন্দ। কি সুবিধে হত?

পঞ্চানন। ওকে ছেলেমানুষ পেয়ে ফুস্‌লে ফাস্‌লে তোমরা ওর কাছ থেকে জমি-জমাগুলো লিখিয়ে কেড়ে নিতে।

সদানন্দ। আমরা অত ছোট বংশের ছেলে নই!

পঞ্চানন। কত বড় বংশের ছেলে, ঐ বেড়া ভেঙে ভাইকে মারতে আসায় তার পরিচয় পেয়েছি।

সদানন্দ ও স্বর্ণময়ী। কি—কি বললে?

নিবারণ। হুঁশিয়ার বড় কুটুম।

মহানন্দ। আমার পরমাত্মীয়কে ঐ ছোটলোক চাকরটা অপমান করছে শুনতে পাওনি বৌদি?

স্বর্ণময়ী। তোমার দাদার বংশ তুললে যে তোমার গায়েও তার আঁচ লাগে তাও জান না?

নিবারণ। জানে, জানে বৌঠান, ছোট দাদাবাবু সব জানে। তবে বড় দাদাবাবু এখন ওর শত্তুর হয়েছে কিনা, তাই—

মহানন্দ। তুই চুপ কর জানোয়ার!

সদানন্দ। ওর মত জানোয়ার যদি তুই হতে পারতিস, তাহলে আর বড় ভাইকে পর করে দিয়ে সম্বন্ধীকে পরমাত্মীয় বলে ভাবতে পারতিস না!

পঞ্চানন। আমাকে পরমাত্মীয় কি এমনি ভাবছে? মহানন্দের জমি-জমা বিষয়-সম্পত্তি—

সদানন্দ। দেখাশোনা করবার ছলে একটু একটু করে গ্রাস করবে।

পঞ্চানন। থাম—থাম! আমার বংশপরম্পরায়—

সদানন্দ। পরের সম্পত্তি গ্রাস করেই আসছে।

আশাবতী। সেই ভয়েই তো আমি দাদাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছিলাম। কিন্তু—

স্বর্ণময়ী। ঠাকুরপো তা করতে দেয়নি, আর বোধহয় সেই জন্তে মার-ধর করছিল?

পঞ্চানন। না-না, সেজন্তে নয়।

নিবারণ। আবার তুমি কথা বলছ বড় কুটুম? তোমার কি নাক কান কিছুই নেই?

আশাবতী। নাক কান থাকলে কি বোনের বাড়িতে ভগ্নীপতির অন্নদাস হতে আসে?

মহানন্দ। উনি আমার অন্নদাস হতে আসেনি। আমিই ওঁকে অনুরোধ করে এনেছি। কিন্তু দাদা আর বৌদির প্ররোচনায় তুমি দিন দিন যে রকম বাড়িয়ে তুলেছ—

সদানন্দ। আমাদের প্ররোচনায় বৌমা—ও, তাই বুঝি স্ত্রীর গায়ে হাত তুলেছিলি হতভাগা?

পঞ্চানন। পরিবারের গায়ে কেউ সহজে হাত তুলে মশায়? আমার বোন মূল্যবান দলিল-পত্র ছিঁড়ে ফেলতে যাচ্ছিল বলেই—

স্বর্ণময়ী! ওকে চোরের মার মারছিল, আর তুমি ভাই হয়ে তাই দেখছিলে।

নিবারণ। কেন দেখবে না বড় বৌঠান? বড় কুটুম দেখতেই মানুষের মত, কিন্তু আসলে গরু!

পঞ্চানন। [সক্রোধে] কি—

নিবারণ। গরু, নইলে কি আর কেউ বুনুইয়ের ভাত মারতে বোনের বাড়ী আসে বড় কুটুম?

মহানন্দ। নিবারণকে মুখ সামলে কথা বলতে বল বৌদি! নইলে জুতিয়ে ওর পিঠ ফাটিয়ে দোব।

নিবারণ। বড় ভাইকে ফাঁকি দেবার মতলবে যে মানুষ শালাকে ঘরে রাখে, এই নিবারণ তাকে মানুষ বলে মনে করে না!

মহানন্দ। কি! জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবো। [পাদুকা তুলিল]

সদানন্দ। [উচ্চ কণ্ঠে] মহানন্দ! মহানন্দ!

নিবারণ। জুতো নামাও ছোট দাদাবাবু। নইলে ঐ জুতো কেড়ে নিয়ে তোমার শালার মাথায় চাপিয়ে দোব।

আশাবতী। তাই কর, তাই কর! তা না হলে ওদের লজ্জা হবে না।

স্বর্ণময়ী। চুপ কর্, চুপ কর্ ছোটবৌ। তুই এখান থেকে যা নিবারণ। তবু দাঁড়িয়ে আছিস, যা—যা বলছি।

নিবারণ। তুমি মার কাট বৌঠান, তাতে আমি দুঃখ করবো না।

কিন্তু আমার বড় দাদাবাবুর হেনস্তা আমি দেখতে পারব না, তা কিন্তু বলে দিচ্ছি—হ্যাঁ।

[চোখ মুছিতে মুছিতে প্রস্থান।

আশাবতী। দেখ—দেখ! একটা চাকরের যে ধর্মজ্ঞান আছে, তার শতাংশের একাংশও যদি তোমার থাকত, তা হলে আমি তোমাকে মাথায় তুলে রাখতুম।

সদানন্দ। বিষয়-সম্পত্তির গোলক ধাঁধাঁ ওকে অমানুষ করে তুলেছে বৌমা। এখন অনর্থক ঝগড়া করে অশান্তি বাড়িও না।

[প্রস্থান।

স্বর্ণময়ী। যা ছোটবৌ, রান্না-বান্না করগে। আর তোমাকেও বলে যাই ভাই! কুটুম্ব বাড়ী এসেছ, সয়ে সামলে কথা বলো। গাল বাড়িয়ে চাকর-বাকরদের চড় খেতে যেও না।

[প্রস্থান।

পঞ্চানন। শুনলি, শুনলি আশা?' তোর সহোদর ভাইকে—

আশাবতী। দিদি মিষ্টি কথায় উপদেশ দিয়ে গেল। আমি হলে চাকর দিয়ে তোমাকে গলা ধাক্কা দেওয়াতুম। [প্রস্থান।

মহানন্দ। ও গলা ধাক্কা কাকে দিতে হবে তা আমি এক মাসের মধ্যেই বুঝিয়ে দিচ্ছি। তুমি কিছু মনে কোরনা দাদা, আজকের অপমান আমি কিছুতেই সহ্য করব না।

[প্রস্থান।

পঞ্চানন। আরে ছোট বোন গলা ধাক্কা দিলে লজ্জা কিসের? তবু তো বোনাইয়ের টাকায় ভাতও মিলবে আর তামাকও মিলবে, কি বল মশায়? এঁ্যা—হে-হে-হে-হে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

তৃপ্তিনগরের-রাজোদ্যান।

নর্তকীরা নৃত্যগীত করিতেছিল।

নর্তকীগণ।— গীত।

নিদ জড়ানো চোখে মোদের স্বপ্ন সখার রূপ ভাসে।
ফাল্গুনেরই হাওয়ায় মিশে যুঁই চামেলী সব হাসে।
সবুজ কথার জাল বুনে সই—
চাঁদনি রাতে একলা যে রই।
তারার নাচন চাঁদের মিলন মন কেড়ে নেয় মৌ মাসে।

এই নৃত্যগীতের মধ্যে সনৎ সিংহ আসিয়া দূরে দাঁড়াইল এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল, এ সমস্ত তাহার ভাল লাগিল না, যেন ক্ষেপিয়া গেল।

সনৎ সিংহ। আবার তোরা উদ্যানে এসে এই মন পাগল করা গান গাইছিস? যা যা, চলে যা এখান থেকে! [সনৎ সিংহের কর্কশ কণ্ঠস্বরে নর্তকীরা ভীত হইয়া চলিয়া গেল] একদিন এরাই ছিল আমার চক্ষে অপরূপ সুন্দরী, এদের নৃত্যগীত আমার মন প্রাণ শীতল করত। কিন্তু আজ, না-না, এরা তার পদ-নখেরও যোগ্য নয়! তার ভুবন ভোলানো রূপ আমাকে পাগল করে দিয়েছে। তাকে পাবার আশা, ওঃ।—সম্মুখে সুশীতল পানীয়, অথচ পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ।

নরোত্তম গোস্বামী আসিল।

নরোত্তম। ছোট রাজা—

সনৎ সিংহ। ও! গোঁসাই, ওদিককার সংবাদ কি?

নরোত্তম। সংবাদ শুভ অশুভ মিলিয়ে ছোটরাজা!

সনৎ সিংহ। শুভ অশুভ মিলিয়ে!

নরোত্তম। হ্যাঁ ছোটরাজা। করালী নামে আমার একটি অনুগত মহিলা পূর্বে ওদের পরিচারিকা ছিল, বর্তমানে সদানন্দর অবস্থা পড়ে যাওয়ায় তাকে ছেড়ে দিয়েছে, এই কাজের দূতীগিরি করবার জন্যে তাকেই শতখানেক টাকা কব্‌লে এসেছি। আপনি কোন চিন্তা করবেন না ছোটরাজা এইবার ঠিক সে কাজ হাসিল করবে।

সনৎ সিংহ। সুসংবাদ। কিন্তু কতদিনে সে কাজ হাসিল করতে পারবে?

নরোত্তম। তা বেশী দিন লাগবে না! মনে হয় দিন পনেরর মধ্যেই—

সনৎ সিংহ। [সোল্লাসে] পনের দিন। গোঁসাই-গোঁসাই, যদি পনের দিনের মধ্যে তাকে আমার কাছে এনে দিতে পারে, তাহলে আমি সেই মহিলাকে দশ হাজার টাকা বকশিস দোব।

নরোত্তম। আজ্ঞে, আপনি দাতাকর্ণের সমান দানশীল, আপনার তুলনায় গোটা বাংলাদেশে একটিও মানুষ নেই।

সনৎ সিংহ। আচ্ছা! তাহলে এখন এস! তোমাকে এই উদ্যানে আমার সঙ্গে কথা বলতে দেখলে দাদা বা বৌদির মনে সন্দেহ জাগতে পারে।

নরোত্তম। তাতো বটেই, তা তো বটেই। কিন্তু—

সনৎ সিংহ। কিন্তু? [বিস্মিত নেত্রে চাহিল]

নরোত্তম। [মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে] আজ্ঞে—আজ্ঞে কিছু টাকা—

সনৎ সিংহ। টাকা! এই তো গতকাল তোমাকে দুশো টাকা দিয়েছি গোঁসাই।

নরোত্তম। আজ্ঞে দুশো টাকা নস্যি, নস্যি। পাঁচ বেটা-বেটির পূজো দিতেই ফুরিয়ে গেছে।

সনৎ সিংহ। ওঃ! আচ্ছা চল, আজ তোমাকে পাঁচশো টাকা একেবারে দিয়ে দিচ্ছি। যদি কাজ কিছু না করতে পার, তাহলে বিষয় সম্পত্তি সব রাজ সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

[প্রস্থান।

নরোত্তম। বিষয় সম্পত্তি রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে! হুঁ—তুমি জান না তো বাছাধন। এই নরোত্তম গোঁসাই শাঁখের করাত, যেতেও কাটবে, আসতেও কাটবে।

সনৎ সিংহ পুনঃ আসিল।

সনৎ সিংহ। টাকার জন্যে চিন্তা করো না গোঁসাই। যদি আমার কামনার মানসী প্রতিমাকে—[সহসা দেবেশ্বরী আসিল।] কে—কে? ও বৌদি? তুমি এ সময়ে এই উদ্যানে—

দেবেশ্বরী। এসেছি তোমার সঙ্গে এই গোঁসাইকে গোপনে কথা বলতে দেখে।

নরোত্তম। আজ্ঞে আমি—

দেবেশ্বরী। তুমি চুপ কর গোঁসাই। ছোটরাজাকে গোল্লায় পাঠাবার জন্যে কুসুমপুরের কার সুন্দরী বৌকে ঘরের বাইরে আনতে যাচ্ছ?

নরোত্তম। আজ্ঞে এ আপনি কি বলছেন রাণী মা, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!

দেবেশ্বরী। বুঝতে পারছ না মহাপাপী ব্রাহ্মণ? ব্রাহ্মণ কর্মচারী দিয়ে তোমার পিঠে চাবুকের ঘা দিলেই বোধহয় সব বুঝতে পারবে?

নরোত্তম। শুনুন, শুনুন ছোট মহারাজ, স্বয়ং মা মহারাণী কি বলছেন শুনুন।

দেবেশ্বরী। ছোট মহারাজ কালা নন, সবই শুনতে পাচ্ছেন! কিন্তু একটিও প্রতিবাদের ভাষা উচ্চারণ করতে পারছেন না অপরাধী বলে।

নরোত্তম। ছোট মহারাজ অপরাধী হতে পারেন কিন্তু এই গোস্বামী বংশোদ্ভব নরোত্তম ব্রাহ্মণ—

দেবেশ্বরী। ঠাকুরপোর চেয়েও বেশী অপরাধী, তাই শাস্তিটাও ঠাকুরপোর চেয়ে কঠোর হবে।

নরোত্তম। এঁ্যা শাস্তি! ওরে বাবারে।

দেবেশ্বরী। স্তব্ধ হও ভণ্ড ব্রাহ্মণ। তোমার শয়তানী তত অসহ্য না হলেও, তোমার এই ভণ্ডামী অসহ্য। কে আছিস এখানে—

নরোত্তম। দোহাই-দোহাই মা মহারাণী। রক্ষী ডাকবেন না, রক্ষী ডাকবেন না। সত্যিই আমি ছোটরাজার কথায় আমাদের কুসুমপুরের সদানন্দের বৌকে ফুসলে আনবার দূতী ঠিক করেছি।

সনৎ সিংহ। কি বললে ভণ্ড পুরোহিত? [গলা টিপিয়া ধরিতে গিয়া ফিরিল] না—না, তোমার কোন অপরাধ নেই। সব অপরাধ আমার—আমার। কিন্তু তার জন্য কি আমিই দায়ী? আগুনের মত রূপবতী সেই নারী তার সামান্য একটা বাছুরের জন্য অতগুলো পুরুষের সামনে খড়্গ হাতে উদয় হয়ে কি নির্লজ্জতার পরিচয় দেয় নি?

দেবেশ্বরী। না! সেই অগ্নিবরণা খড়্গ হাতে মুসলমান ফৌজদের কাছ থেকে তার অপহৃত গো-বৎস উদ্ধার করতে এসে প্রকৃত শক্তিময়ী নারীর পরিচয় দিয়েছে। তাকে যে পুরুষ কামনা করে সে পশু।

নরোত্তম। আজ্ঞে তা যা বলেছেন।

দেবেশ্বরী। চলে যাও এখান থেকে। আজ থেকে তোমার পৌরহিত্যের সম্মানিত আসন আর থাকবে না।

নরোত্তম। এ্যাঁ—তাহলে পৌরহিত্যের কর্ম আমার গেল?

দেবেশ্বরী। হ্যাঁ।

নরোত্তম। পৌরহিত্য গেলে খাব কেমন করে?

দেবেশ্বরী। ধনী রাজা মহারাজাদের বিলাসের উপকরণ সংগ্রহ করে। যাও, এখনি চলে যাও, আর কোনদিন যদি এই রাজ-প্রাসাদের আশেপাশেও দেখতে পাই, তাহলে ব্রাহ্মণ বলে শাস্তির কবল থেকে অব্যাহতি পাবে না।

নরোত্তম। যে আজ্ঞে। রাজ-বাড়ীর আশেপাশেও আসব না, খেতে না পেলেও আসব না! রাজবংশের পৌরহিত্য করে বংশ-পরম্পরায় খেয়ে পরে এসেছে, এবার থেকে না হয় দাদের মলম ফিরি করেই চালাবো।

[প্রস্থান।

সনৎ সিংহ। নরোত্তম গোঁসাইকে শাস্তি তো দিলেন। এইবার মহারাণী আমাকে কি শাস্তি দেবেন?

দেবেশ্বরী। তোমার শাস্তি তোলা রইলো ঠাকুরপো! যদি এর পরেও সেই সুন্দরীকে ভুলতে না পার, তাহলে তোমাকেও কঠোর শাস্তি নিতে হবে।

[প্রস্থান।

সনৎ সিংহ। আমি কঠোর শাস্তি নেবো, তবু তাকে আমি ভুলতে পারব না। তার মত সুন্দরী হয়তো জগতে অনেক আছে, কিন্তু অমন শক্তিসম্পন্না তেজময়ী রমণী একটিও নেই। তাকে আমি চাই—চাই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সদানন্দের গৃহ-প্রাঙ্গণ।

কথা বলিতে বলিতে সদানন্দ ও স্বর্ণময়ী আসিল।

সদানন্দ। পারলুম না, পারলুম না সোনাবৌ। রাজধানীতে গিয়ে মহারাজের সঙ্গে দেখাও করলুম, কিন্তু মুখ ফুটে চাকরী চাইতে পারলুম না।

স্বর্ণময়ী। কেন পারলে না? লজ্জায়?

সদানন্দ। যার পেটে ভাত নেই, তার লজ্জার বালাই থাকতে পারে না সোনাবৌ!

স্বর্ণময়ী। তবে চাকরী চাইতে পারলে না কেন?

সদানন্দ। চাকরী করতে পারব না বলে।

স্বর্ণময়ী। কেন পারবে না?

সদানন্দ। যে সমস্ত কর্মচারী একদিন হাত কচলে কচলে আমার বাড়ীতে বকশিস চেয়ে গেছে, তাদের অধীনে মশায় মশায় করে চাকরীর মান রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয় সোনাবৌ!

স্বর্ণময়ী। তাহলে উপায়?

সদানন্দ। মনে ভেবেছি কিছু ব্যবসা বাণিজ্য করব।

স্বর্ণময়ী। ব্যবসা করতে তো টাকার দরকার।

সদানন্দ। তা দরকার।

স্বর্ণময়ী। সংসারে চাল কিনবার পয়সা জুটছে না, ব্যবসার টাকা পাবে কোথায়?

সদানন্দ। ভাবছি শশীমুখীর ভাসুরের সঙ্গে যোগাযোগ করব। সে ভদ্রলোক মস্তবড় কাপড়ের ব্যবসায়ী, তাঁর কাছ থেকে কাপড় এনে হাটে বিক্রি করে দাম মিটিয়ে দোব।

স্বর্ণময়ী। তুমি তো মনে মনে লঙ্কা ভাগ করছ। যদি সে ভদ্র-লোক তোমাকে বিশ্বাস করেন, তবে তো কাপড়ের ব্যবসা খুলবে।

সদানন্দ। তুই ভারী উল্টো চিন্তা করিস সোনাবৌ! হাজার হোক তারা আমার কুটুম্ব। তার উপর শশী রয়েছে, ওরা কখনো আমাকে অবিশ্বাস করতে পারে?

স্বর্ণময়ী। ওগো মহেশ্বর! এইজন্যেই তুমি আজ পথের ভিখারী। তোমাকে এক মায়ের পেটের সহোদর ভাই দয়ামায়া করলে না, আর দয়ামায়া করবে বৈমাত্রেয় বোনের ভাসুর?

সদানন্দ। দয়ামায়া করে না করে সে আমি বুঝে নোব! এখন তুই ঝাঁ করে দুটি রান্না করে ফেল দেখি। আমাকে চার ক্রোশ পথ হেঁটে শশীদের বাড়ী যেতে হবে, আবার চারক্রোশ পথ হেঁটে বাড়ী ফিরে আসতে হবে।

স্বর্ণময়ী। যার হাঁড়িতে চাল নেই, তার হাঁটা ছাড়া আর উপায় কি?

সদানন্দ। যা—যা, এখনো দাঁড়িয়ে রইলি যে? বেলা দুপুর হতে চলল, রান্না চাপাবি না?

স্বর্ণময়ী। রান্না? তা—হ্যাঁ রান্না চাপাতে হবে বৈকি।

সদানন্দ। ওরকম কাঁচুমাচু করে কথা বলছিস কেন? তবে কি ঘরে একদানাও চাল—

একটি চালের বস্তা কাঁধে করিয়া নিবারণ আসিল।

নিবারণ। অমন অলুক্ষণে কথা মুখ দিয়ে বলো না দাদাবাবু, তাহলে ভাল হবে না! বলি তোমার লক্ষ্মীর ভঁাড়ারে অভাব কি? এইতো চাল, আলু, ডাল, মশলা সব কিনে আনলুম।

সদানন্দ। ওরে গাধা, এত সব কিনে আনলি টাকা পেলি কোথায়?

নিবারণ। কেন? বড বৌঠান দিয়েছে।

স্বর্ণময়ী। মিছে কথা বলিস নি নিবারণ। তোর টাকায় এইসব কিনে এনেছিস।

সদানন্দ। [সবিস্ময়ে] নিবারণের টাকায়!

স্বর্ণময়ী। হ্যাঁ। ও হতভাগাকে বার বার বলছি তুই চলে যা, চলে যা। তা কিছুতেই শুনবে না।

নিবারণ। তা বৈকি! আমি চলে যাই, আর বড দাদাবাবু আর সোনার পিরতিমে বৌঠান তুমি না খেয়ে মরে যাও।

সদানন্দ। তুই কি আমাদের খাওয়াবার জন্যেই এখনো এ বাড়ীতে পড়ে আছিস নিবারণ।

নিবারণ। তা নয়তো কি? এই যে তুমি কাল রাজধানীতে চলে গেলে! বলি কাল থেকে বড় বৌঠানের পেটে একদানা মুড়িও আছে?

স্বর্ণময়ী। চুপ কর, চুপ কর হতভাগা। তোকে যে দিব্যি দিয়ে বারণ করেছিলুম—

নিবারণ। তুমি তো দিব্যি দিয়েছিলে। কিন্তু আমি চুপ করে থাকি কোন পেরাণে বল দেখি বৌঠান? ঘরে চাল বাড়ন্ত বলে কাল থেকে—

সদানন্দ। তোর বৌঠান উপবাস করে আছে!

স্বর্ণময়ী। শুধুই ওর বৌঠান? আর ঐ হতভাগা উপবাস করে নেই?।

সদানন্দ। দু-দুটো মানুষ উপবাস করবি জানলে, আমি চালের যোগাড় না করে রাজধানীতে যেতুম না। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! কেন চুপ করেছিলি সোনাবৌ? ঘরে চাল বাড়ন্ত কেন আমার কাছে বলিস নি?

নিবারণ। তুমি রাজধানীতে যাচ্ছ, তাই বলেনি! যাক্, এখন চাল ডাল তো এসেছে, যাও বৌঠান, রান্না চাপাও গে।

স্বর্ণময়ী। তোর গতর খাটানো পয়সায় কেনা চাল আমি হাঁড়িতে দোব না নিবারণ। যা—যা, তুই বাগানের ঘরে গিয়ে আলাদা করে ভাত রেঁধে খা-গে।

নিবারণ। মনটা যে তোমাদের পায়ে লেগে রয়েছে বৌঠান, আলাদা হাঁড়িতে ভাত রেঁধে গিলতে পারব কেন?

স্বর্ণময়ী। নিবারণ!

নিবারণ। তোমাদের উপোসী রেখে নিবারণের গলা দিয়ে এক ফোঁটা জলও গলবে না বৌঠান।

সদানন্দ। তা জানি নিবারণ! আপন মায়ের পেটের ভাই, দাদা-বৌদিকে উপবাসী দেখে দাঁত বার করে হেসে লুচি মিষ্টি খায়, আর চাকর তুই, আমাদের মুখে অন্ন তুলে দিতে গতর খাটিয়ে পয়সা আনিস!

নিবারণ। তবে কেন আমাকে আলাদা হাঁড়ি করে রাঁধতে বলছ বৌঠান? তুমি কি আমাকেও ছোট দাদাবাবুর মতন ভিন্ন করে দিতে চাও নাকি?

স্বর্ণময়ী। না-না, নিবারণ! তবে গরীব মানুষ তুই, পরের দোরে গরুর খাটনি খেটে পয়সা নিয়ে যে চাল ডাল এনেছিস—

নিবারণ। তা তোমাদের খাওয়াতে না পারলে যে এই নিবারণ স্বর্গে গিয়েও শান্তি পাবে না। চাল ডাল তুলে নিয়ে রান্না চাপাও গে বৌঠান! নইলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব, তা বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ!

সদানন্দ। বিদুরের খুদ ভাত ভগবান হাসি মুখে খেয়েছিলেন সোনাবৌ। নিবারণের দেওয়া এই চাল ডাল মাথায় করে ঘরে তুলে নিয়ে যা, নইলে যে গণ-নারায়ণের অপমান হবে। [প্রস্থান।

নিবারণ। তুমি রান্না চাপাও গে যাও বৌঠান। অন্তা কলুর বাড়ী থেকে আমি এক ভাঁড় তেল কিনে নিয়ে আসি। দাদাবাবু দুদিন খায়নি, ভাল করে তরকারী রান্না করগে, দাদাবাবু—তুমি—আমি সকলে আজ পেট ভরে খাব বৌঠান, পেট ভরে খাব।

[প্রস্থান।

স্বর্ণময়ী। ভগবান, ভগবান! আমরা তো জ্ঞানতঃ কোন পাপ করিনি, তবে কেন আজ এ বিপাকে ফেললে দয়াল?

চাল ডাল ইত্যাদি তুলিতে যাইবে ঠিক এই সময় হাসিমুখে পঞ্চানন আসিল।

পঞ্চানন। সদানন্দ ঐ ছোটলোক চাকরের চাল ডাল নিয়ে ঘরে তুলতে বলে গেল বলেই তুমিও তাই তুলতে যাচ্ছ?

স্বর্ণময়ী। হ্যাঁ। এ যে ঘোর কলি। এ যুগে আপন মায়ের পেটের ভাই দাদাকে উপবাসী দেখে হাসিমুখে ছাইপাঁশ গেলে। আর একটা চাকর মনিবের ক্ষুধার্ত মুখে অন্ন তুলে দিতে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করে। তাই তো চাকরের চাল ডাল ঘরে তুলতে যাচ্ছি।

পঞ্চানন। আমার ভগ্নীপতির কথা বলছ তো? ও-শালা চামার—চামার। কেমন বংশ দেখতে হবে তো?

স্বর্ণময়ী। [সক্রোধে] কি বললে?

পঞ্চানন। ফোঁস করে উঠছ যে?

স্বর্ণময়ী। আমার সামনে আমার স্বামী দেওরের বংশ তুলে কথা বলে আজ রেহাই পেয়ে গেলে। কিন্তু ভবিষ্যতে এরকম ভাষা উচ্চারণ করলে অশেষ অপমানিত হবে।

পঞ্চানন। ঐ তো তোমাদের দোষ, কথায় কথায় ফোঁস করে ওঠ। কিন্তু তোমার স্বামীটি যে একেবারে অপদার্থ, তোমাকে খেতে পরতেও দিতে পারে না।

স্বর্ণময়ী। কে বলে খেতে পরতে দিতে পারে না?

পঞ্চানন। বলবে আবার কে? আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না? নিজের কানে শুনলুম কাল থেকে উপোস করে আছ—তাই একটা সুখবর নিয়ে এসেছি।

স্বর্ণময়ী। সুখবর!

পঞ্চানন। হ্যাঁ! এক গা গয়না, ভাল ভাল দামী কাপড়, রাজ-ভোগ খাওয়া দাওয়া।

স্বর্ণময়ী। বটে। তা এসব দিচ্ছে কে?

পঞ্চানন। যদি বলি আমি?

স্বর্ণময়ী। তুমি এসব পাবে কোথায়?

পঞ্চানন। যেখানেই পাই না কেন! মোদ্দা তুমি রাজি আছ তো?

স্বর্ণময়ী। এ সৌভাগ্য কোন্ মেয়ে হেলায় হারায় বল? কিন্তু এক-গা গয়না আর রাজভোগের বিনিময়ে—

পঞ্চানন। তুমি সদানন্দকে ছেড়ে আমার সঙ্গে এক জায়গায় চলে যাবে।

স্বর্ণময়ী। তাই নাকি?

পঞ্চানন। হ্যাঁ! চল না মাইরী, এখনি দুজনে বেরিয়ে যাই! [বোকার মত হস্তধারণ]

স্বর্ণময়ী। [সক্রোধে হাত ছাড়াইয়া] হাত ছেড়ে দে কুকুর—

পঞ্চানন। কি—আমি কুকুর?

স্বর্ণময়ী। আস্তাকুঁড়ের এঁটো পাতা চাটা কুকুর। ভগ্নীপতির পা চেটে বিশেষ স্বার্থসিদ্ধি হচ্ছে না বলে, বোধহয় কোন লম্পটের কাছে ঘুষ খেয়ে আমার কাছে এই ঘৃণ্য প্রস্তাব নিয়ে এসেছিস?

পঞ্চানন। ঘৃণ্য প্রস্তাবটা কি হল? সদানন্দ খেতে দিতে পারে না, তাই—

গাছ কোমর বাঁধিয়া খুন্তি হাতে আশাবতী আসিল।

আশাবতী। ছোট রাজার কাছ থেকে মোটামুটি ঘুষ খেয়ে দিদিকে তার উপভোগ্যা করে দেবার চেষ্টায় এসেছ।

পঞ্চানন। একথা তোকে কে বললে?

আশাবতী। আমি যে নদীর ঘাটে জল আনতে গিয়ে তোমাকে তার বজরা থেকে বেরিয়ে আসতে নিজের চোখে দেখেছি।

পঞ্চানন। আমি তার বজরায় গিয়েছিলাম অন্য কারণে।

স্বর্ণময়ী। কি কারণে তা স্পষ্টই বুঝতে পারছি। আমি তোমার বোনের জা, তোমারও ছোট বোন নয়? আমাকে লম্পটের উপভোগ্যা হতে বলার প্রবৃত্তি তোমার কেমন করে হল?

আশাবতী। যেমন করে ভগ্নীপতির ভাত মারছে, তেমনি করেই তোমাকে ওকথা বলেছে।

পঞ্চানন। আমি আর এমন কি বলেছি।

স্বর্ণময়ী। কি বলেছ মহাপাপী? তোমার সৌভাগ্য যে স্বামী আমার বাড়ী নেই।

আশাবতী। বড়ঠাকুর বাড়ী না থাকলেও আমি তো আছি দিদি। তোমাকে যে পশু পাপের কথা শুনিয়েছে, তার মুখখানা ছ্যাঁকা দিয়ে পুড়িয়ে দোব বলে, এই খুন্তিখানা আগুনে তাতিয়ে এনেছি।

পঞ্চানন। এ্যাঁ আমার মুখে তুই ছ্যাঁকা দিবি?

আশাবতী। নিশ্চয়! আমার দেবীতুল্যা দিদিকে তুমি যে মুখ-দিয়ে পাপ কথা শুনিয়েছ সেই মুখখানা—[পোড়া খুন্তি তুলিয়া মুখে ছ্যাঁকা দিতে গেল]

পঞ্চানন। এই—এই আশা। খবরদার, খবরদার। তবু এগিয়ে আসে! এই আশা, এই আশা! [পিছাইয়া পলায়নে উদ্যত]

আশাবতী। না—না, হবে না। তোমার রেহাই হবে না। আজ আমি তোমার পাপ মুখ পুড়িয়ে দোবই!

পঞ্চানন। দোহাই—দোহাই বোন। আমি বড় ভাই হয়ে তোর হাতে পায়ে ধরছি, এবারকার মত আমাকে রেহাই দে। এমন কাজ আর জীবনে করব না।

স্বর্ণময়ী। [মধ্যে দাঁড়াইয়া] এবারকার মত ওকে ক্ষমা কর ছোটবৌ, আজ ওর খুব শিক্ষা হয়েছে।

আশাবতী। ও পশুর শিক্ষা জীবনে হবে না দিদি!

পঞ্চানন। খুব শিক্ষা হয়েছে বোন! এমন ভুল কাজ আর করব না।

আশাবতী। আচ্ছা, আজ ছেড়ে দিলুম। কিন্তু সাবধান। আর কোনদিন যদি দিদির কাছে এমন কু-প্রস্তাব কর, তাহলে তোমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারব।

পঞ্চানন। ওরে বাপরে, আবার? [প্রস্থানোদ্যত] [স্বগতঃ] আচ্ছা, দেখি কাৎলা টোপ গেলে কিনা! [প্রস্থান।

আশাবতী। ছোট রাজাটা যখনই বজরা ঘাটে লাগিয়ে বজরার মাথায় উঠে পাখী শিকার আরম্ভ করেছে, তখনই আমার মনে সন্দেহ হয়েছিল দিদি! তারপর দাদাকে ওর কাছে গিয়ে ফুস্‌ফাস্ করে কথা বলতে দেখে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে, এই রকম একটা হীন ব্যাপারের জন্যেই ও এসেছে।

স্বর্ণময়ী। সে রাজা, তার বিষয়ে আমরা কিছু বলতে পারি না বোন। তবে আমাকে সাবধানে থাকতে হবে।

আশাবতী। হ্যাঁ দিদি। তুমি আর নদীর ঘাটে জল আনতে যেও না।

সদানন্দ। [নেপথ্যে] বাইরে তেল গামছা দিয়ে যা সোনাবৌ, একেবারে ডুবটা দিয়ে আসি।

আশাবতী। ঐ বড়ঠাকুর আসছেন। আমি যাই দিদি। খাওয়া দাওয়া করে দুপুরে আবার আসব।

[দ্রুত প্রস্থান।

স্বর্ণময়ী। হতাশার কালো আঁধারে ঐ একটা মাত্র আশার দীপ মিট্ মিট্ করে জ্বলছে-ভগবান, দমকা হাওয়ায় যেন এটিকে নিভিয়ে দিও না দয়াময় নিভিয়ে দিও না।

[চাল, ডাল লইয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

আব্দার রহিমের প্রাসাদ।

নৃত্য-গীতরতা বাঈজীগণ আসিল।

বাঈজীগণ।—

গীত।

দিল্ মহলায় রোশনি চাঁদের গুল বাগিচার গুল বাহার।
রমজানের এই আলোর রাতে গায় চিড়িয়া সুর বাহার।
হাসনুহানার খুসবু ছুটে নও-জোয়ানীর মন যে লুটে।
এমনি রাতে নও-জোয়ানের প্রীত সায়রে দে সাঁতার।
ঢেউ তুলে আজ রঙ মদিরায়,
দেখছে পিতম লাল আঁখিয়ায়,
আমরাও আজ সরাব পিয়ে বাড়িয়ে বাহু চাই পিয়ার।

আব্দার রহিম সুরাপান করিতে করিতে নৃত্যগীত উপভোগ করিতেছিল, সহসা ঝড়ের ন্যায় আমিনা আসিল।

আমিনা। বন্ধ কর নৃত্যগীত। [আমিনাকে দেখিয়া নর্ত্তকীরা সভয়ে পলাইল]

আব্দার। আমার এমন স্ফূর্তির রাতে কেরে বেতমিজ [আমিনাকে দেখিয়া] একি ! মা সাহেবা ? [টলিতে, টলিতে অভিবাদন করিল]

আমিনা। বাঃ চমৎকার মিঞা সাহেব চমৎকার ! উচ্চকণ্ঠে সকলের কাছে ঘোষণা কর তুমি নাকি গোঁড়া মুসলমান, আর আমরা হিন্দু ঘেঁষা বলে কাফের। কিন্তু গোঁড়া মুসলমানের ধর্ম কি সরাবপান, আর নর্তকীর নৃত্যগীত উপভোগ করা ?

আব্দার। সরাব আমি স্ফূর্তির জন্যে পান করিনা, সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের লাঘব করতে—

আমিনা। গোঁড়া মুসলমানত্ব ছেড়ে কাফের সাজ।

আব্দার। অমন কথা বলবেন না মা সাহেবা। ।আমি—

আমিনা। মুখে গোঁড়া মুসলমান, অন্তরে পুরোদস্তুর ভণ্ড।

আব্দার। [উচ্চকণ্ঠে] মা সাহেবা !

আমিনা। স্তব্ধ হও লম্পট, সাধারণের চোখে ধূলো দিয়ে তুমি যে অত্যাচার চালিয়েছ, আমি তা ধরে ফেলেছি।

আব্দার। আমি কি অত্যাচার চালিয়েছি ?

আমিনা। হিন্দুপ্রজাদের সুন্দরী বৌ, ঝি, চুরি করিয়ে পাপ-লালসা চরিতার্থ কর, তারপর তাদের দেশান্তরে পাঠিয়ে দাও।

আব্দার। আপনি আমার প্রতি মিথ্যা সন্দেহ করছেন মা সাহেবা।

আমিনা। মিথ্যা সন্দেহ লম্পট ফৌজদার ? তোমারই শিক্ষিত কুকুররা গৃহস্থের কুঁড়েঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে গভীর রাত্রে তার সুন্দরী বৌটাকে ধরে নিয়ে আসছিল, সে বাধা দিতে যেতে, তোমার লোকেরা লাঠি মেরে অজ্ঞান করে দিয়ে পালিয়ে এসেছিল।

আব্দার। এসব আপনার সাজানো কথা, আমার কোন লোককেই আমি কারো বৌকে ধরে আনতে পাঠাইনি।

আমিনা। পাঠিয়েছিলে কিনা আমি তার হাতে হাতে প্রমাণ করে দেব লম্পট।

আব্দার। মা সাহেবা!

আমিনা। ওসমান নামে যে গুণ্ডার সর্দারকে পাঁচশো আসরফি দিয়ে তুমি এক সুন্দরী বৌকে ধবে আনিয়েছিলে। রক্ষী দিয়ে আমি তাকে বন্দী করিয়েছি। তার মুখদিয়ে প্রকাশ করালে তো আর তুমি আপত্তি করতে পারবে না বুদ্ধিমান।

আব্দার। আপত্তি আমি জোর গলায় করব, আমার স্কন্ধে একটা মিথ্যা অপবাধের বোঝা চাপিয়ে, আপনি আমাকে জনাবের কাছে অপবাধী সাজাতে চান।

আকবর আসিল।

আকবর। আমার দাদী মানুষের মেয়ে রহিম চাচা। তোমার মত জানোয়ারেব ছেলে নয়।

আব্দার। কি বললি?

আমিনা। জানোয়ারকে জানোয়ারই বলেছে।

আব্দার। মা সাহেবা!

আমিনা। খোদা চোখ বুজে আছেন বলেই নারী হরণকারী তুমি এখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছ মহাপাপী।

আকবর। যে মাথা ঐ মহাপাপী উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে দাদী, আমি সেই মাথাটা কেটে মাটিতে লুটিয়ে দোব [অস্ত্র খুলিয়া দাঁড়াইল]

সহসা ফরিদ খাঁ আসিল।

ফরিদ খাঁ। আমার ফৌজদারের মাথা কেটে যে মাটিতে লুটিয়ে

দিতে চায়, তার উদ্ধত মাথাটা—[কোষবদ্ধ অসি খুলিয়া] এ কি! আকবর তুই?

আমিনা। ওর উদ্ধত মাথাটা কেটে মাটিতে লুটিয়ে দাও ফরিদ। এমন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছ কেন?

ফরিদ খাঁ। এমন ফুলের মত সরল ছেলেটার মনেও তুমি রাজদ্রোহের বীজ অঙ্কুরিত করে দিলে মা?

আমিনা। ন্যায়পরায়ণতার নাম যদি রাজদ্রোহ হয় ফরিদ, তাহলে হীরাপুর রাজ্যের অস্তিত্ব অচিরেই লুপ্ত হবে।

আকবর। রহিম চাচা এক গৃহস্থের বৌকে লোক দিয়ে ধরিয়ে এনে জাহান্নমে পাঠিয়েছে আব্বাজান।

ফরিদ খাঁ। সেকি! আব্দার রহিম? [আব্দার রহিমের দিকে চাহিল]

আব্দার। মিথ্যা কথা জনাব, সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। কাফের মহেন্দ্র সিংহ আমার নামে মিথ্যা দুর্ণাম রটিয়ে আপনার কাছে অপরাধী সাজাচ্ছে।

ফরিদ খাঁ। আমার কাছে তোমাকে অপরাধী সাজিয়ে মহেন্দ্র সিংহের লাভ?

আব্দার। নারীহরণের অপরাধে আমাকে প্রাণদণ্ড দেওয়াতে পারলেই আপনাকে শক্তিহীন করতে পারে।

ফরিদ খাঁ। ঠিক বলেছ আব্দার রহিম। এটা কাফের মহেন্দ্র সিংহের মস্তবড় রাজনীতির চাল।

আমিনা। ভুল বুঝনা ফরিদ। এই আব্দার রহিম তোমার রাজ্যটাকে—

ফরিদ। বেহেস্তে পরিণত করতে শয়তানের মত নিষ্ঠুরতা নিয়ে

রাজ্যশাসন আরম্ভ করেছে। তাই সুযোগ-প্রয়াসী হিন্দুরা কৌশলে ওকে অপরাধী সাজাচ্ছে।

আকবর। এই রহিম চাচা আপনাকে যাদু করেছেন বাপজান, তাই ওঁর অমার্জনীয় অপরাধের প্রমাণ পেয়েও আপনি শাস্তি দিলেন না। কিন্তু ভবিষ্যতে এর জন্যে—

ফরিদ খাঁ। এর জন্যে—

আকবর।

গীত।

অঝোরে ফেলিতে হবে আঁখিবারি।
সতী অভিশাপ আগুন ছড়ায়ে, জ্বালাবে সুখের প্রাসাদ নগরী।
যুগে যুগে কত নবাব বাদশা,
নারী আঁখিজলে হারায়েছে দিশা,
খোদার বিচারে শাসনের কশা পড়েছে সজোরে পিঠেতে তাদেরি।

[গীতান্তে প্রস্থান।

আমিনা। শোন্, শোন্ স্বেচ্ছাচারী নবাব। তোরই সন্তান কি বলে শোন্।

ফরিদ খাঁ। [উচ্চকণ্ঠে] মা।

আমিনা। নিরীহ হিন্দু প্রজার সুন্দরী পত্নীকে এই পাষণ্ড ধরে এনে ভোগ করেও তোর কাছে নিরপরাধী প্রমাণ হ'ল শয়তান, শুধু তুই হিন্দুবিদ্বেষী বলে। কিন্তু তোকেও আমি ক্ষমা করব না। সমস্ত হিন্দু মুসলমান প্রজাদের একত্রিত করে আমি তাদের সাহায্যেই তোকে সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়ে, সেখানে তোরই বালকপুত্র আকবরকে বসিয়ে দোব।

[দ্রুত প্রস্থান।

ফরিদ খাঁ। কৌশলে আমি সে চাকা ঘুরিয়ে দোব। সমস্ত হিন্দু কর্মচারী আর হিন্দু ফৌজদের বরখাস্ত করে, সেই পদে মুসলমানদের নিয়োগ কর, আর হিন্দু প্রজাদের পদে পদে অপরাধী প্রতিপন্ন করে ঐসব মুসলমান কর্মচারীদের দিয়ে নির্যাতন করাও আব্দার রহিম। দেখব ঐ বিদ্রোহিনীর পরিকল্পনা কেমন করে সফল হয়।

আব্দার। ঐ বিদ্রোহিনীর পরিকল্পনা সফল হতে আমি দেব না জনাব, পদে পদে বাধা দেব, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করব। হিন্দু নির্যাতনের মাধ্যমে সকলকে বুঝিয়ে দেব, মুসলমানের রাজ্যে চিরদিন কাফের হিন্দুদের মাথা নিচু করেই থাকতে হবে।

[প্রস্থান।

ফরিদ খাঁ। একটা ক্ষ্যাপা ডালকুত্তাকে খোঁচা মেরে আরও ক্ষেপিয়ে তুলেছি। এইবার সে ইচ্ছামত নিরীহ হিন্দুদের দেহের মাংস কামড়ে তুলে নিয়ে সকলকে মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করাবে, আর তারই পরিণামে এই বিদ্রোহিনী নারীর হিন্দু-মুসলমান মিলনের কল্পনা শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নরোত্তমের গৃহ।

নরোত্তম ও পঞ্চানন কথা বলিতে বলিতে আসিল।

নরোত্তম। সুরটা তাহলে খুবই ঝাঁঝাল।

পঞ্চানন। ঝাঁঝাঁল বলে ঝাঁঝাঁল। পশ্চিমে শুকনো লঙ্কা ছিঁড়ে গরম তেলে ফোড়ন দিলে যে রকম ঝাঁঝ বেরোয়, সদা শালার বৌয়ের ঝাঁঝ তার চেয়েও বেশী মশায়, তার. চেয়েও বেশী।

নরোত্তম। ও ঝাঁঝ দুদিনেই কমে যাবে দেখ না!

পঞ্চানন। কমবে বলে মনে হয় না গোঁসাই মশায়! ছুঁড়ি সারাদিন খেতে পায়নি, তবু সদাশালার জন্য পাগলী—পাগলী!

নেপথ্যে সদানন্দ। গোঁসাই দাদা বাড়ী আছেন?

নরোত্তম। কে? [উৎকর্ণ হইয়া]

নেপথ্যে সদানন্দ। গোঁসাই দাদা বাড়ী আছেন?

নরোত্তম। কে ডাকে বল তো? সদানন্দ না?

পঞ্চানন। হ্যাঁ! সদা শালারই গলা তো! আপনি সাড়া দেবেন না গোঁসাই মশায়, আপনি সাড়া দেবেন না!

নরোত্তম। কেন? সাড়া দোব না কেন?

পঞ্চানন। আপনি সাড়া দিলে যে সদা শালা বাড়ির ভেতরে আসবে।

নরোত্তম। তা এলেই বা!

পঞ্চানন! বেশ তো বলছেন মশায়। সদা শালা এসে আমাকে দেখলেই আমার বোনের কানে কথাটা তুলে দেবে, আর খাণ্ডার বোনটি আমার খুন্তি পুড়িয়ে আমাকে ছ্যাঁকা দিয়ে মারবে।

নরোত্তম। বল কি! আমার কাছে দেখলেই—

পঞ্চানন। সদা ভাববে কারো সর্বনাশের যুক্তি আঁটতে আপনার বাড়ী এসেছি। লোকটি আপনি ভাল নন তো।

নেপথ্যে সদানন্দ। কি হল গোঁসাই দা! বৌঠানের সঙ্গে কথা বলছ, অথচ আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছ না কেন?

নরোত্তম। [নেপথ্যে চাহিয়া] কে হে—সদানন্দ ভায়া! আরে বাড়ির মধ্যে এস, বাড়ির মধ্যে এস!

পঞ্চানন। [সভয়ে] এঁ্যা। শেষে বাড়ির মধ্যে এস? এখন আমি কি করব?

নরোত্তম। লুকিয়ে পড়বে। যাও—যাও, এখুনি ঝাঁ করে ঐ খিড়কী দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে, কানাচের কচুবনে লুকিয়ে থাকগে যাও।

পঞ্চানন। তাই চললুম। মোদ্দা সদা শালাকে যেন খাতির করে বেশীক্ষণ রাখবেন না মশায়।

[দ্রুত প্রস্থান।

নরোত্তম। সদানন্দকে ভয়ও করে, আবার তাকে সর্বহারা সাজাবার চেষ্টাতেও আছে। এদের সাহায্যেই আমার কাজ সফল হবে।

সদানন্দ আসিল।

নরোত্তম। কি ব্যাপার সদানন্দ?

সদানন্দ। ব্যাপার খুবই অশুভ দাদা।

নরোত্তম। ও হবেই! যে সংসারে ভায়ে ভায়ে বিবাদ বিচ্ছেদ ঘটে—

সদানন্দ! সেই সংসারের মা-লক্ষ্মী চিরদিনের মত মুখ ফিরিয়ে থাকেন। নইলে সোনাবৌ কাল থেকে উপবাসে থাকে?

নরোত্তম। বৌমা কাল থেকে উপবাসে আছে!

সদানন্দ। হ্যাঁ দাদা!

নরোত্তম। কি সর্বনাশ! যাও—যাও, এখনি বাড়ী যাও। বৌমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা—

সদানন্দ। আপাততঃ বন্দোবস্ত হয়েছে। তবে কাল থেকে যাতে আর সকলকে উপবাস করতে না হয়, তারই ব্যবস্থা করতে আমি তোমার শরণাপন্ন হয়েছি দাদা!

নরোত্তম! আমার শরণাপন্ন হয়ে কোন লাভ নেই সদানন্দ।

সদানন্দ। কেন দাদা, তুমি তো মহাজনী কারবার কর!

নরোত্তম। তা করি, কিন্তু—

সদানন্দ। এর মধ্যে আর কিন্তু রেখ না দাদা। যেমন করেই হোক, আমার বসত বাড়িটি বন্ধক রেখেও আজ অন্ততঃ দুশো টাকা আমায় দাও!

নরোত্তম। দু-শো টাকা? অত টাকা আমি পাব কোথা থেকে।

সদানন্দ। যেখান থেকে হোক, যার কাছ থেকে হোক, আমার বসতবাড়ি বাঁধা রেখে দুশো টাকা এনে দাও দাদা!

নরোত্তম। তা যদি তোমার উপকার হয়, আমি নাহয় তালুকদারের কাছ থেকে তোমাকে টাকাটা এনে দিচ্ছি।

সদানন্দ। তুমি আমাকে বাঁচালে দাদা! এই নাও বাড়ির পাট্টা আর লেখা-পড়ার কাগজ।

নরোত্তম। [পাট্টা লইয়া] আচ্ছা তুমি বাড়ী যাও সদানন্দ, আমি টাকা নিয়ে ওবেলা দিয়ে আসব।

সদানন্দ। তুমি আমাকে বাঁচালে দাদা! [প্রস্থানোদ্যত] [ফিরিয়া] কিন্তু পাট্টা বাঁধা রাখার লেখা-পড়ার কাগজখানা যে তোমার নামে আছে।

নরোত্তম। তা থাক, তা থাক, ওতেই হবে।

সদানন্দ। তাহলে আমি চলি দাদা, টাকা নিয়ে তুমি ও-বেলা যেও।

[প্রস্থান।

নরোত্তম। হাঃ-হাঃ-হাঃ! নিজের মৃত্যুবাণ নিজ হাতেই দিয়ে গেল। [নেপথ্যে চাহিয়া] ওহে পঞ্চানন। কচুবন থেকে বেরিয়ে এস।

ভাঙ্গা হাঁড়ির কাণা গলায় আটকানো অবস্থায় মুখে মাথায় ফেন মাখিয়া পঞ্চানন আসিল।

পঞ্চানন। ওয়াক্—ওয়াক্—থু—থু!

নরোত্তম। একি হে। একি অবস্থা?

পঞ্চানন। আপনার কানাচের কুচবনের মধ্যে লুকিয়ে বসেছিলুম মশায়। আপনার গিন্নি ফেন শুদ্ধ একটা মেটে হাঁড়ি যেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেল, অমনি সেই হাঁড়িটি দমাস করে আমার মাথায় পড়ে ভেঙে গিয়ে মাথা মুখ ফেনে ভেসে গেল, আর হাঁড়ির ভাঙা কানাগাছটা গলায় আট্‌কে রইল।

নেপথ্যে সনৎ সিংহ। গোঁসাই বাড়ী আছ হে।

পঞ্চানন। [সভয়ে চমকিত হইয়া] ও আবার কে?

নরোত্তম। ছোট রাজা বাহাদুর এসেছেন, ছোট রাজা বাহাদুর এসেছেন।

পঞ্চানন। এঁ্যা—তাহলে কি হবে?

নরোত্তম। কি আবার হবে? ছোট রাজার সঙ্গে দেখা করে ছুঁড়ির বিষয়ে বলে যাবে।

পঞ্চানন! এঁ্যা—এই অবস্থায়?

নেপথ্যে সনৎ সিংহ। গোঁসাই বাড়ী নেই নাকি?

নরোত্তম। [সাগ্রহে] নিশ্চয় আছি, নিশ্চয় আছি? [শশব্যস্তে] আসুন—আসুন হুজুর, বাড়ির মধ্যে আসুন।

পঞ্চানন। ও মশায়—ও মশায়। এই ভাঙা হাঁড়ির কাণা গলায়, ফেন মাখা অবস্থায়—

নরোত্তম। ছোট রাজাকে দেখালেই খুব জোর কাজ হয়ে যাবে হে! ঘাবড়ে যেও না, ঘাবড়ে যেও না! এই যে, আসুন—আসুন!

সনৎ সিংহ আসিল।

সনৎ সিংহ। কি খবর হে গোঁসাই? সেই থেকে—একি! এ লোকটা সং সেজেছে কেন?

পঞ্চানন। এই আপনার জন্মে হুজুর!

সনৎ সিংহ। আমার জন্মে—

নরোত্তম। হ্যাঁ হুজুর। আমার প্রেরিত এই লোক যেই ছুঁড়ির কাছে আপনার নামটি বলেছে, অমনি ঝাঁ করে হেঁসেল থেকে

ফেনের হাঁড়ি এনে ওর মাথায় ছুঁড়ে মেরেছে। তাই ও বেচারা কাঁদতে কাঁদতে এই অবস্থায় আমাকে দেখাতে এসেছে।

সনৎ সিংহ। হুঁ, এত তেজ?

পঞ্চানন। তেজে একেবারে মট্ মট্ করছে হুজুর, তেজে একেবারে মট্ মট্ করছে, আমি আপনার নামটি বলা মাত্রই আমার মাথায় ফেনের হাঁড়ি ছুঁড়ে মেরে হারামজাদী বলে উঠল, তোর ছোট বাজাকে এমনি করে ছুতো হাঁড়ির কাণা গলায় পরিয়ে, মুড়ো ঝাঁটা মেরে নদী পার করে দোব।

সনৎ সিংহ। বটে! আজই ওদের ঘুঘু বাসা পুড়িয়ে দিচ্ছি? দেখি তেজ কোথায় থাকে।

নরোত্তম। তেজে আগুন ধরে যাবে হুজুর, আগুন ধরে যাবে! এইমাত্র ওর স্বামী সদানন্দটা পাট্টা রেখে গেছে, আমাকে ওবেলা পাঁচশো টাকা দিতে হবে। তা এই পাট্টাখানা—

সনৎ সিংহ। আমিই বাঁধা রাখছি। [পাট্টা লইয়া] তুমি আমার বজরা থেকে ও-বেলায় পাঁচশো টাকা নিয়ে দিয়ে এস গোঁসাই! এই চোরা বাণেই আমি চিড়িয়া মারব।

[প্রস্থান।

নরোত্তম। }
পঞ্চানন। } হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! বাজি মাৎ।

[পঞ্চানন ও নরোত্তম হাসিতে হাসিতে দুইজন দুইজনের গায়ে গড়াইয়া পড়িতে পড়িতে চলিয়া গেল]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মহেন্দ্র সিংহের রাজ-কাছারী বাড়ী।

মহেন্দ্র ও রণজিৎ আসিল।

মহেন্দ্র। সমস্ত হিন্দু রাজ-কর্মচারী আর হিন্দু সৈন্যদের চাকরীতে বরখাস্ত করে, ফরিদ খাঁ বেশ স্পষ্টই আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে হিন্দু-নাশের লীলা এইবার সে পূর্ণোদ্যমে চালাবে।

রণজিৎ। তার এই হিন্দু-নাশ সঙ্কল্প আমবা সফল হতে দেব না মহারাজ। যে মুহূর্তে সে একটি হিন্দুব প্রাণ নেবে, সেই মুহূর্তেই আমরা সমস্ত হিন্দু একত্রিত হয়ে তাকে বধ করবো।

মহেন্দ্র সিংহ। তাতে তো সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিসম্বাদ আরো ঘোরতর আকার ধারণ করবে রণজিৎ। আঘাতের বিনিময়ে আঘাত সব ক্ষেত্রে চলে না।

রণজিৎ। সব ক্ষেত্রে না চললেও এ ক্ষেত্রে চালাতে হবে মহারাজ! বাংলার বুকে আমরা হিন্দু-মুসলমানের মিলন মন্দিব রচনা করতে চাইছি, আর হিন্দুদ্বেষী ফবিদ খাঁ আমাদের সেই মহান উদ্দেশ্যে বার বার বাধা সৃষ্টি করে চলেছে! সুতরাং তার মত কুগ্রহকে বাংলার ভাগ্যাকাশ থেকে সরিয়ে দেওয়াই উচিত।

দেবেশ্বরী আসিল।

দেবেশ্বরী। ফরিদ খাঁর অত্যাচারে আর তো কুসুমপুরের হিন্দুরা টিকতে পারছে না মহারাজ।

মহেন্দ্র সিংহ। ফরিদ খাঁ আবার কি করলে ?

দেবেশ্বরী। কালী মন্দিরের দ্বার-রক্ষী এসে সংবাদ দিয়ে গেল, মায়ের মন্দির থেকে একটি ব্রাহ্মণ যুবতীকে ফরিদ খাঁ চুরি করে নিয়ে গেছে।

মহেন্দ্র সিংহ। সেই ব্রাহ্মণ যুবতীকে যে ফরিদ খাঁ চুরি করে নিয়ে গেছে, তার প্রমাণ কি ?

দেবেশ্বরী। রক্ষী বলেছে সন্ধ্যারতির পূর্বে ফরিদ খাঁর ফৌজদার আব্দার রহিমকে ওরা মন্দিরের পশ্চাৎ দ্বারের সম্মুখে দেখেছে !

রণজিৎ। আমার মনে হয় মা, ফরিদ খাঁর আজ্ঞাতেই আব্দার রহিম সেই ব্রাহ্মণ বালিকাকে চুরি করে নিয়ে গেছে।

পঞ্চানন আসিল।

পঞ্চানন। আজ্ঞে ওটা আপনি উল্টো ধারণা করেছেন রাণীমা! ফরিদ খাঁ শালাই—

দেবেশ্বরী। আঃ—চুপ কর অসভ্য!

পঞ্চানন। আজ্ঞে—আজ্ঞে! [মাথা চুলকাইল]

রণজিৎ। গায়ে তো দেখছি ভদ্রলোকের পোষাক। কিন্তু কথা-বার্তা তোমার অভদ্রোচিত কেন ?

পঞ্চানন। আজ্ঞে আমি বোনাইয়ের বাড়িতে থাকি সেনাপতি মশায়, তাই দিনরাত আমার বোনাই শালা শালা বলার জন্য ওই শালা শব্দটি আমাদের বাড়ীতে সচল করে ফেলেছে।

মহেন্দ্র সিংহ। তা বেশ করেছে। এখন ফরিদ খাঁ সম্বন্ধে কি জান তাই বল।

পঞ্চানন। আজ্ঞে ফরিদ খাঁই তো দাঁড়িয়ে থেকে মা কালীর

মন্দিরের পেছন দোর থেকে চাটুয্যে মশায়ের বিধবা মেয়েটাকে চুরি করিয়েছে।

রণজিৎ। একথা তুমি জানলে কি করে?

পঞ্চানন। আমি যে তখন মা কালীর মন্দিরে আরতি দেখতে আসছিলুম সেনাপতি মশায়। নিজ চক্ষে দেখলুম, ফরিদ খাঁ দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর চাটুয্যে মশায়ের বিধবা মেয়েটাকে ফৌজদার সাহেব হিড হিড় করে টানতে টানতে তার কাছে নিয়ে যাচ্ছে।

দেবেশ্বরী। তুমি যখন এ দৃশ্য দেখলে, তখন চীৎকার করে মন্দিব রক্ষীদের ডাকলে না কেন?

পঞ্চানন। আজ্ঞে সে উপায় কি ছিল? মেয়েটাকে ধরবার আগেই ফরিদ খাঁর যমদূত শালারা—

রণজিৎ। আবার?

পঞ্চানন। আজ্ঞে ভুল হয়ে গেছে, ভুল হয়ে গেছে। ফরিদ খাঁর ফৌজরা আমাকে মোটা কাছি দিয়ে যে বাঁধন দিয়েছিল—

মহেন্দ্র সিংহ। ফরিদের ফৌজরা তোমাকে বেঁধেছিল?

পঞ্চানন। তা আর বলতে মহারাজ! মুখে কাপড়, হাতে পায়ে কাছি, আর গলায় শেকল।

রণজিৎ। তারপর তুমি কি করলে?

পঞ্চানন। কি আর করব সেনাপতি মশায়, চাটুয্যে মশায়ের মেয়েটা কাটা পাঁঠার মত ছটফট করতে লাগল, আর ফরিদখাঁর লোকেরা তাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে ভোঁ দৌড় দিলে।

দেবেশ্বরী। এ কথা শোনবার পরেও আপনি হিন্দু-মুসলমানের মিলন স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকবেন মহারাজ?

রণজিৎ। না-না! হিন্দু-মুসলমানের মিলন স্বপ্নে বিভোর থাকা

আর চলে না। আদেশ দিন প্রভু, এই মুহূর্তে আমি সসৈন্যে হীরা-পুরের বুকের উপর বাঘের মত লাফিয়ে পড়ি! লম্পট ফরিদ খাঁকে বুঝিয়ে দিই নারীহরণ অপরাধের পরিণাম কত ভয়ঙ্কর।

মহেন্দ্র সিংহ। না-না! অকস্মাৎ হীরাপুর আক্রমণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। আমি পত্র লিখে দিচ্ছি, এই মুহূর্তে পত্র-বাহক দ্বারা ফরিদের মা-সাহেবার কাছে পাঠিয়ে দাও রণজিৎ!

পঞ্চানন। আজ্ঞে হুকুম হলে, আমি আপনার পত্র নিয়ে ফরিদ খাঁর মা-সাহেবাকে দিয়ে আসতে পারি।

রণজিৎ। তোমাকে ওরা বেঁধেছিল, ওদের প্রাসাদে যেতে তোমার ভয় করছে না?

পঞ্চানন। আজ্ঞে মহারাজের পত্তর নিয়ে যেতে ভয় করবে কেন? আপনি পত্তর দিন মহারাজ, আমি এক দৌড়ে গিয়ে ফরিদ খাঁর মায়ের হাতে দিয়ে আসছি।

মহেন্দ্র সিংহ। উত্তম, এস। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক রণজিৎ! আমার পত্র পাওয়া মাত্রেই যদি ফরিদ খাঁর মা-সাহেবা সেই অপহৃতা বিধবাকে মুক্তি দেওয়াতে পারেন ভাল, আর তা যদি না পারেন, তাহলে তাঁর পুত্রকে প্রবল আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত করে বুঝিয়ে দোব, হিন্দু নারীর ধর্মনাশ করার পরিণাম কত ভয়ঙ্কর।

[পঞ্চানন সহ প্রস্থান।

দেবেশ্বরী। মহারাজের দ্বিতীয় কথাটাই কার্যকরী হবে রণজিৎ! তুমি সৈন্যদের প্রস্তুত হতে আদেশ দাও গে! ফরিদ খাঁর সঙ্গে এইবার আমাদের প্রবল যুদ্ধ বাধবে। এই যুদ্ধে হয় ফরিদ খাঁ নির্বংশ হবে, না হয় তৃপ্তিনগরের রাজবংশ পৃথিবীর বুক থেকে চির-বিদায় নেবে।

সনৎ সিংহ আসিল ।

সনৎ সিংহ। তৃপ্তিনগরের রাজবংশ পৃথিবীর বুক থেকে চির-বিদায় নেবে কেন ?

দেবেশ্বরী। কুসুমপুরের কালী মন্দির থেকে বিধর্মী ফরিদ খাঁ হিন্দু ব্রাহ্মণ কন্যাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে ঠাকুরপো—

সনৎ সিংহ। [চমকিত হইয়া] সেকি! কোন্ হিন্দু ব্রাহ্মণ কন্যাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে বৌদি ? কার স্ত্রী—কার কন্যা, কিছু সংবাদ পেয়েছ ?

রণজিৎ। হ্যাঁ ছোটরাজা। সে মেয়েটি নাকি কোন্ চাটুয্যে মশায়ের বিধবা কন্যা।

সনৎ সিংহ। ও!

দেবেশ্বরী। ও বলে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলে ঠাকুরপো! ফরিদ খাঁ আমাদের এতবড় আঘাত দিয়ে গেল, এটা কি তোমার কাছে তুচ্ছ বলে মনে হল ?

সনৎ সিংহ। তা কি হতে পারে বৌদি ? ফরিদ খাঁ আমাদের যে আঘাত দিয়েছে, আমরা তার প্রতিঘাত দেব।

দেবেশ্বরী। তাই দাও ঠাকুরপো। কুসুমপুরের দেবী মন্দির থেকে হিন্দু ব্রাহ্মণ কন্যাকে অপহরণ করে ফরিদ খাঁ আমাদের হিন্দু ধর্মের যে অপমান করেছে, তার প্রতিশোধ নিতে তোমরা হীরাপুরের উপর বিদ্যুৎবেগে ঝাঁপিয়ে পড়, আর সেই নারীহরণকারী লম্পট ফরিদ খাঁকে ধরে এনে প্রকাশ্য রাজপথে বলি দাও।

[প্রস্থান।

রণজিৎ। শুধুই ফরিদ খাঁকে নয় মা! যে সমস্ত লম্পট, হিন্দু

নারীর সতীত্ব কলুষিত করতে এগিয়ে আসবে, তাদের সবাইকে প্রকাশ্য রাজপথের উপরে আমরা এক সঙ্গে বলি দেব।

[প্রস্থান।

সনৎ সিংহ। চমৎকার! ভগবান আমাকে খুব সুযোগ মিলিয়ে দিয়েছেন। এই অবসরে কুসুমপুরের সদানন্দের স্ত্রীকে সরিয়ে নিয়ে গেলে, দাদা বৌদি আমার উপরে সন্দেহ করতে পারবে না। মুসলমান সম্প্রদায়ের ঘাড়ে বৌ-চুরির অপরাধটা চাপিয়ে দিয়ে ঝগড়া বাধিয়ে দেবেন।

দ্রুতপদে নরোত্তম আসিল।

নরোত্তম। বাজিমাৎ করবার সুযোগ এসেছে হুজুর, বাজি মাৎ করবার সুযোগ এসেছে।

সনৎ সিংহ। কি সংবাদ তাড়াতাড়ি বল গোঁসাই তাড়াতাড়ি বল!

নরোত্তম। সদানন্দকে কৌশলে সরিয়ে দিয়েছি হুজুর, আজ রাত্রেই ছুঁড়িকে সরাতে হবে।

সনৎ সিংহ। কি কৌশলে সদানন্দকে সরালে গোঁসাই?

নরোত্তম। আজ্ঞে পাঁচ ক্রোশ দূরে আমার এক বোনের বে দিয়েছি। তার শ্বশুর মরে গেছে বলে আমাকে কাঁধ দেবার জন্যে ডাকতে এসেছিল, আমি সে ভূত সদানন্দের ঘাড়ে চাপিয়ে আজ রাতের মত সরিয়ে দিয়েছি।

সনৎ সিংহ। চমৎকার! তোমার এই উপকারের কথা আমি এ জীবনে ভুলতে পারবো না গোঁসাই! এখনি আমি বজরার কাছে যাচ্ছি, তুমি সন্ধ্যের পর দেখা করো।

নরোত্তম। আজ্ঞে তাহলে আমি তোড়জোড় করে রাখিগে, আপনি আসুন।

[প্রস্থান।

সনৎ সিংহ। আমার মনমোহিনীকে আমি পাব, একান্ত নিবিড় ভাবে আমার বাহুডোরে তাকে আবদ্ধ করে—হৃদয়ের আবেগ চেপে রাখতে পারছি না। এতদিনের আকাঙ্খা আমার সফল হবে, সার্থক হবে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সদানন্দের বাড়ীর বহির্দেশ।

নিবারণ অস্থিরভাবে পদচারণা করিতেছে।

নিবারণ। পরের উপকার, পরের উপকার। বলি মানুষের কি চিরকালটাই একরকম যায়? ভগবানের দয়ায় তখন সংসারে অভাব ছেলনি, তখন না হয় মড়া পুড়িয়ে, কলেরা রুগী, বসন্ত রুগীর সেবা করে ঘুরেছ বাবু। এখনও তাই করতে হবে?

গীতকণ্ঠে মুহব্বত আসিল।

মুহব্বত।—

গীত।

ওরে দয়াল মানুষ যারা তারা সদাই সুখী এ দুনিয়ায়।
সুখ দুঃখ তাদের পায়ে সমান ভাবেই মাথা নোয়ায়।

সবাই সমান এদের কাছে—
এরা ছোট বড় নাহি বাছে।
তাই যে খোদার মধুর দোয়া একাধারে এরা পায়।

নিবারণ। সেলাম দরবেশ সাহেব। আমার মনিবের খবর কিছু বলতে পারেন?

মুহব্বত। দেখলুম তো, তোর মনিব শ্মশান ঘাটে মড়া পোড়াচ্ছে নিবারণ!

নিবারণ। এখনো মড়া পুড়াচ্ছে? সেই কোন সকালে গেছে, আর এখনো মড়া পুড়নো হল না?

মুহব্বত। সেইটাই তো সন্দেহের কথা রে। সকাল থেকে মড়াটা পোড়াবার ব্যবস্থা যে কেন ওরা করেনি—হ্যাঁ ভাল কথা, তোর মনিবের বৌ কেমন আছে রে? শুনেছিলুম জ্বর হয়েছে।

নিবারণ। জ্বর ওবেলা খুব বেশী ছিল, এবেলা একটু কম। আর অত উপোস করলে জ্বর হবেনি?

মুহব্বত। উপোস করে! ও তাহলে পৈতৃক জমি জমা—

নিবারণ। এমন কি বসত বাড়িও বাঁধা পড়েছে। এখন মনিবের ভিক্ষে করা ছাড়া আর উপায় নেই। তাই বলছিলুম ঘরে হাঁড়ি ঠন্ ঠন্, তবু মনিব আমার পরের উপকার করতে ছোটে।

মুহব্বত। ওরে, খোদা যে পরের উপকার করতেই তোর মনিবকে পাঠিয়েছেন। যাক্ একটু সাবধানে থাকিস! ছোটরাজার বজরা থেকে তোর মনিবের ছোট ভায়ের সম্বন্ধীকে নেমে আসতে দেখলুম। কি মতলব বুঝতে পারছি না। একটু সাবধানে থাকিস বাপজান, একটু সাবধানে থাকিস।

[প্রস্থান।

নিবারণ। আজ আবার ছোট মনিবের শালাটা ছোট রাজার বজরায় গেছলো? দাঁড়াও গরু বাঁধা মুগুরটা গোল ঘর থেকে আনছি, আমাদের বাড়ির দোরে এলেই শূয়রকে বেদম ঠেঙাব। [স্বর্ণময়ী আসিল] একি? বৌঠান! তুমি জ্বর গায়ে আবার রাতের বেলায় বাড়ির বাইরে এলে কেন বলতো?

স্বর্ণময়ী। ঘরে স্থির থাকতে পারছি না নিবারণ। মানুষটা সকাল থেকে মড়া পোড়াতে গেল, এত রাত হল এখনো এলো না?

নিবারণ। আমিও তো তাই আকাশ পাতাল ভাবছি বৌঠান। আচ্ছা তুমি ঘরে যাও, আমি একবার দেখতে যাচ্ছি।

স্বর্ণময়ী। এত রাত্রে তুই কোথায় খুঁজতে যাবি?

নিবারণ। হরিনাথপুরের শ্মশানে ছাড়া আর কোথায় খুঁজতে যাব বৌঠান? তুমি ঘরে যাও দেখি, আমি যাব আর এখুনি আসব।

[প্রস্থান।

স্বর্ণময়ী। চিন্তায় চিন্তায় একে জ্বরে পড়েছি, তার উপর মানুষটাকে নিয়ে আর পারি না। ঘরে একদানা চাল নেই, অথচ পরের উপকার করতে ঠিক দৌড়বে। ওঃ—ভগবান! যারা ধর্মপথে থাকে, তাদেরই কি পেটের ভাত জোটে না ঠাকুর?

অন্ধকারে ছায়ার মত সনৎ সিংহ আসিয়া দাঁড়াইল।

স্বর্ণময়ী। কে—কে? অন্ধকারে কে দাঁড়িয়ে?

সনৎ সিংহ। [অগ্রসর হইয়া] আমি।

স্বর্ণময়ী। [অগ্রসর হইয়া] কে? একি, ছোটরাজা?

সনৎ সিংহ। হ্যাঁ!

স্বর্ণময়ী। আমার স্বামী বাড়ি নেই, এই সুযোগে আপনি বোধহয় আমাকে ধবে নিয়ে যাবার মতলবে এসেছেন!

সনৎ সিংহ। অত নীচ আমি নই। লোকমুখে শুনলাম তোমার খুবই কষ্ট, দুবেলা পেট ভরে নুন ভাতও খেতে পাওনা! তাই—

স্বর্ণময়ী। আমাকে রাজভোগ খাওয়াবার লোভ দেখাতে এসেছেন?

সনৎ সিংহ। কেন ভুল বুঝছ সোনাবৌ।

স্বর্ণময়ী। চুপ করুন। আমাকে সোনাবৌ বলে ডাকবার অধিকার একমাত্র আমার স্বামীরই আছে।

সনৎ সিংহ। যে স্বামী তোমাকে দুবেলা দুমুঠো খেতে দিতেও পারে না এখনো তার উপরে এত দরদ?

স্বর্ণময়ী। হ্যাঁ! স্বামীর উপর স্ত্রীর যে কি দরদ সে আপনি বুঝবেন না ছোটরাজা। তবে জেনে রাখুন, এ দরদ ভগবানের দান!

সনৎ সিংহ। চুলোয় যাক্ ভগবানের দান। সোনাবৌ—সোনাবৌ, তুমি আমার হও।

আবেগভরে হাত ধরিল ঠিক তন্মুহূর্তে
মহানন্দ আসিয়া দাঁড়াইল।

স্বর্ণময়ী। হাত ছাড়ুন! হাত ছাড়ুন লম্পট ছোটরাজা।

মহানন্দ। বাঃ—চমৎকার!

সনৎ সিংহ। কে? [চমকিত হইয়া] ও! আচ্ছা আমি যাচ্ছি, আমি এখন যাচ্ছি সোনাবৌ।

[সভয়ে পলায়ন।

মহানন্দ। এসব কি বৌঠান?

স্বর্ণময়ী। কি আবার? আমরা গরীব, দুবেলা পেট ভরে খেতে

পাই না, তাই ছোট রাজা আমাকে রাজভোগ খাওয়াবার লোভ দেখাতে এসেছিলেন।

মহানন্দ। ছোটরাজা রাজভোগ খাওয়াবার লোভ দেখাতে আসেননি, তুমিই রাজভোগ খাবার লোভে ফাঁকা ঘরে ছোটরাজাকে খবর দিয়ে আনিয়েছ।

স্বর্ণময়ী। [উষ্ণকণ্ঠে] ঠাকুরপো?

মহানন্দ। আবার চোখ রাঙাচ্ছ যে? চোরের বড় গলা, না?

ছুটিতে ছুটিতে নিবারণ আসিল।

নিবারণ। বৌঠান—বৌঠান! বড দাদাবাবু ফিরে এসে, গাজন তলায় বসে তামাক খাচ্ছে। তুমি উনুনে আগুন দাও গে, আমি ঝাঁ করে আসছি।

[প্রস্থান।

স্বর্ণময়ী। তোমার দাদা ফিরে এসেছে। সারাদিন তার খাওয়া হয় নি, তাই এ নোংরা কথাটা নিয়ে আর তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই না ঠাকুরপো। তবে জেনে রেখ, আমি না খেয়ে শুকিয়ে কুঁকড়ে মরে যাব, তবু দেহ বিক্রি করব না!

[প্রস্থান।

মহানন্দ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সতীত্বের অভিনয় দেখিয়ে আমাকে ঠকাতে চায়।

সদানন্দ আসিল।

সদানন্দ। সোনাবৌ—সোনাবৌ! কে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে?

মহানন্দ। আমি দাদা!

সদানন্দ। তা অন্ধকারে এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন রে? আয়, আয় বাড়ীর ভিতরে আয়।

মহানন্দ। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এখানে দাঁড়িয়ে আছি দাদা!

সদানন্দ। কি কথা ম৴ানন্দ?

মহানন্দ। বৌঠানের জন্যে কি আমাদেরও সমাজচ্যুত হয়ে গ্রামে বাস করতে হবে দাদা?

সদানন্দ। কেন—কেন, সোনাবৌ কি করেছে?

মহানন্দ। সে পাপ কথা তোমাকে বলতেও জিভে আটকাচ্ছে। কিন্তু না বলেও উপায় নেই।

সদানন্দ। আঃ—ভনিতা ছেড়ে বল কি হয়েছে?

মহানন্দ। তোমাকে আর বৌঠানের ভাল লাগছে না, তাই এক-গা গয়না পরে রাজভোগ খাবে বলে, ফাঁকা ঘরে ছোট রাজাকে ডাকিয়ে এনে—

সদানন্দ। [উন্মাদের ন্যায়] মহানন্দ—মহানন্দ!

মহানন্দ। ছোটরাজার হাত ধরে বৌঠানকে প্রেমালাপ করতে, এই কিছুক্ষণ আগেই দেখেছি!

সদানন্দ। [ক্রোধে, অভিমানে আত্মহারা হইয়া] সোনাবৌ, সোনাবৌ। সোনাবৌ—

মহানন্দ। অপরাধ করে হাতে-নাতে বৌঠান ধরা পড়েছে দাদা, শত ডাকেও আর সাড়া দেবে না। [প্রস্থানোদ্যত]

সদানন্দ। যাসনি মহানন্দ, দাঁড়া! আমি সোনাবৌকে ডেকে আনি, তার সামনে তোকে প্রমাণ করতে হবে ছোটরাজাকে সোনাবৌ ডাকিয়ে এনেছিল।

পঞ্চানন আসিল।

পঞ্চানন। মহানন্দ ভায়াকে প্রমাণ করতে হবে না, আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি, আপনার পরিবার ছোটরাজাকে পত্তর দিয়ে আজকে আনিয়েছিল।

সদানন্দ। বেশ, প্রমাণ করাও।

পঞ্চানন। তাহলে আমার সঙ্গে বিনোদিনী নাপতিনীর বাড়ী চলুন, তার মারফৎ পত্তর দেওয়া-নেওয়া চলছে।

মহানন্দ। থাক্—থাক্ দাদা, পরের কথায় আমাদের দরকার কি। তবে যা হয় একটা বিহিত কর দাদা। বাপ-ঠাকুদার ভিটের উপরে এ অনাচার আমি সইতে পারব না।

[প্রস্থান।

পঞ্চানন। সত্যি ভায়া। সে পাপ কথা শুনলেও কানে আঙুল দিতে হয়, তেমন স্ত্রীকে তাড়িয়ে দেওয়াই মঙ্গল।

[প্রস্থান।

সদানন্দ। বিনোদিনী—বিনোদিনী, এইবার বুঝেছি, আজকাল বিনোদিনী কেন আমার বাড়ী যাতায়াত করে।

আঁচলে চিঁড়া বাঁধিয়া লইয়া ধীরে ধীরে স্বর্ণময়ী আসিল।

সদানন্দ। কে?

স্বর্ণময়ী। আমি।

সদানন্দ। এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলি?

স্বর্ণময়ী। এত রাত্রে পাড়া বেড়াতে যাইনি। পথ ছাড়, আমাকে বাড়ীর মধ্যে যেতে দাও।

সদানন্দ। না, বাড়ীর মধ্যে যেতে পারিনি! আগে বল্ কোথায় গিয়েছিলি ?

স্বর্ণময়ী। হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে-দেয়ে ঠাণ্ডা হও, তারপর বলবখন!

সদানন্দ। না এখনি তোকে বলতে হবে!

স্বর্ণময়ী। এখন আমি বলব না!

সদানন্দ। [উন্মত্ত চীৎকারে] সোনাবৌ!

স্বর্ণময়ী। চেঁচিয়ে শত্রু হাসিও না। বাড়ির মধ্যে চল।

সদানন্দ। বাড়ীর মধ্যে আর তোর স্থান হবে না কলঙ্কিনী, তুই জাহান্নমে যা।

[স্বর্ণময়ীর মস্তকে জীর্ণ পাদুকা দ্বারা আঘাত করিল, তাহার মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল]

স্বর্ণময়ী। ওঃ—মাগো! [বসিয়া পড়িল]

সদানন্দ। গলায় কলসী বেঁধে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরগে যা কলঙ্কিনী! আমার সুখ-সম্পদ ভোগ করবার সময় তোর পতিব্রতার বান ডেকে গিয়েছিল, আর আজ দারিদ্রের কশাঘাতে আমাকে অনায়াসে ভুলে গিয়ে রাজার ছেলেকে আত্মদান করলি? যা—যা, তোর মুখ দর্শনেও মহাপাপ হয়।

স্বর্ণময়ী। তা তো হবেই। এই না হলে স্বামী? দুবেলা দুমুঠো খেতে দিতেও পারনি, অথচ ভায়ের কথায় অনায়াসে আমাকে অসতী ধারণা করে, মাথায় জুতো মারতেও দ্বিধা করলে না! সারা-জীবন তোমাকে পূজো করার যদি এই পরিণাম হয়, তাহলে বুঝব সতীত্বের কোন মূল্যই নেই। বেশ! আমি চলে যাচ্ছি, আর যাবার সময় দেখিয়ে যাচ্ছি, কোথায় কি করতে এত রাত্রে আমি গিয়ে-ছিলাম! [অঞ্চল খুলিয়া] আজ দুদিন ধরে আমি নিজে উপবাস

করেও তোমাকে দুবেলা শাক ভাত দিচ্ছিলুম, আজ তাও দিতে পারব না, ঘরে একদানাও চাল নেই। তাই ছুতোর বৌয়ের কাছ থেকে এই চিঁড়েগুলো ভিক্ষে করে এনেছিলুম, ভিজিয়ে তোমাকে খেতে দোব বলে। কিন্তু তুমি আমাকে—না-না, আর আমি কোন কৈফিয়ৎ দেব না! আজ তুমি আমাকে কলঙ্কিনী বলেছ, তোমাকে এ মুখ আর দেখাব না,—দেখাব না,—দেখাব না।

[প্রস্থান।

সদানন্দ। সোনাবৌ—সোনাবৌ! না-না, ও যাক্‌, ও যাক্‌। কিন্তু ওর কথাগুলো শুনে যে আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে। ভগবান! ভগবান! ন-বছর বয়সের যে সোনাবৌকে বিয়ে করে সংসার পেতে-ছিলুম, আজ এতদিন পরে তার কলঙ্ক কাহিনী শোনার চেয়ে আমার মৃত্যুই শ্রেয়। তুমি আমার মাথায় বজ্রাঘাত কর দয়াল, বজ্রাঘাত কর।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

নদীর ঘাট।

নরোত্তম একাকী পায়চারী করিতেছিল।

নরোত্তম। পঞ্চানন সেই যে গেছে এখনও আসবার নামটি নেই। কি যে করছে কিছুই বুঝতে পারছি না।

আব্দার রহিম আসিল।

আব্দার। এত রাত্রে এখানে কেন গোঁসাই?

নরোত্তম। একি হুজুর আপনি?

আব্দার। তোমরা যে পথের পথিক, আমিও তো সেই পথের পথিক।

নরোত্তম। আজ্ঞে তাতো বটেই! বৌটাকে সরিয়ে এনে ছোট রাজার বজরায় তুললেই আমি আপনাকে খবর দেব।

আব্দার। খুব হুঁশিয়ার! বৌটাকে এমন ভাবে লুকিয়ে রাখবে যেন কেউ তার সন্ধান না পায়।

নরোত্তম। আজ্ঞে ছোটরাজা তাকে দেশছাড়া করে সরিয়ে দেবেন বলেছেন।

আব্দার। তাহলে তো কোন চিন্তাই থাকে না। আচ্ছা, আমি এখন যাচ্ছি গোঁসাই। তোমাদের জন্যে আমি আমার বাইরের মহলে অপেক্ষা করব।

দৌড়াইতে দৌড়াইতে পঞ্চানন আসিল।

পঞ্চানন। যাবেন না—যাবেন না হুজুর, সুখবরটা শুনে যান।

নরোত্তম। কি—কি সুখবর রে পঞ্চানন?

পঞ্চানন। সদানন্দ তার বৌকে জুতো মেরে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে দাদা! [হাঁফাইতে লাগিল]

নরোত্তম। এঁ্যা—বলিস কি!

আব্দার। সদানন্দ তার বৌকে জুতো মেরে তাড়িয়ে দিলে কেন?

পঞ্চানন। আমি আর আমার বোনাই তাকে অকাট্য বিশ্বাস করিয়ে দিয়েছি যে তার বৌ ছোটরাজার সঙ্গে গোপনে পিরীত শুরু করেছে।

নরোত্তম। বহুত আচ্ছা পঞ্চানন। তোর মত কাজের লোক এ গাঁয়ে একটিও নেই।

পঞ্চানন। এ আর কি কাজ দেখছেন দাদা। আমার গাঁয়ে মানুষ খুন করে রাতারাতি পাচার করে দিয়েছি।

আব্দার। বাজে কথা ছেড়ে এখন বল বৌটা কোথায় গেছে?

পঞ্চানন। কোথা আর যাবে হুজুর? এই গাঁয়ের মধ্যেই আছে।

নরোত্তম। চমৎকার সুযোগ হুজুর। আপনিই না হয় বৌটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে দিনকতক ভোগ দখল করুন।

আব্দার। আমি লম্পট নই গোঁসাই। পরনারী আমার মা বোনের সমান।

পঞ্চানন। আজ্ঞে হুজুর, তাহলে আপনার নামে যেসব মেয়ে চুরির কথা শুনেছি—

আব্দার। সবই তোমাদের ছোটরাজার মত এক একটি লম্পটের মাধ্যমে চলছে। নারীহরণ আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি চাই হীরাপুরের সঙ্গে তৃপ্তিনগরের সংঘর্ষ।

নরোত্তম। আজ্ঞে তার আর দেরী নেই হুজুর। হীরাপুর আর তৃপ্তিনগরে যুদ্ধ বাধলো বলে।

আব্বার। এই যুদ্ধের পরে আমি তোমাদের দুজনকে দুটো জায়গীর বকশীস দোব।

নরোত্তম। আজ্ঞে আপনি দাতাকর্ণ।

পঞ্চানন। সাক্ষেত বলী—বলী। দান করে উনি পাতালে যাবেন, তবু দান করতে ছাড়বেন না।

সনৎ সিংহ। [নেপথ্যে] কারা ওখানে দাঁড়িয়ে ?

নরোত্তম। ঐ ছোটরাজা বজরার মাথায় উঠেছেন, তাহলে নিশ্চয় এখানে আসছেন, আমরা এখন কি করব ?

আব্বার। কি করবে সেটা আমাকে জিজ্ঞাসা করছো কেন গোঁসাই ? শয়তানি বুদ্ধিতে তুমি তো আমার চেয়েও এককাঠি সরেস।

পঞ্চানন। আজ্ঞে আপনার রাজবুদ্ধির কাছে আমাদের বুদ্ধি কিছু নয়। বলুন, কি করবো ?

আব্বার। তুমি রাজা মহেন্দ্র সিংহকে জানিয়ে দিয়ে এসো পঞ্চানন, ফরিদ খাঁই সদানন্দের স্ত্রী অপহরণকারী। এই নাও ইনাম ! [একটি থলি হইতে মুদ্রা দিল] কিন্তু খুব হুঁশিয়ার ! ছোটরাজা সে ওকে সরিয়ে দিয়েছে, একথা যেন বাইরের লোক কেউ না জানতে পারে।

পঞ্চানন। যে আজ্ঞে হুজুর !

আব্বার। কাজ হাসিল করতে পারলে আরও ইনাম পাবে, আর না পারলে—[একটি ছোরা বাহির করিয়া পঞ্চাননের বুকের উপর ধরিয়া] এই ছোরা।

[পঞ্চানন চমকিত হইল আব্বার রহিম হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

নরোত্তম। মিঞা সাহেব পাঁকে নামবে কিন্তু গায়ে পাঁক মাখবে না।

সনৎ সিংহ আসিল।

সনৎ সিংহ। কারা এখানে দাঁড়িয়ে?

পঞ্চানন। }
নরোত্তম। } আমরা হুজুর।

সনৎ সিংহ। ও গোঁসাই? পঞ্চানন? আমি বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছি গোঁসাই।

নরোত্তম। এইবার সফল মনোরথ হবেন হুজুর! সদা-শালা ছুঁড়িকে জুতো মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে।

সনৎ সিংহ। কেন?

পঞ্চানন। ওর নামে কলঙ্ক রটনা করে দিয়েছি। সদা-শালাকে বলেছি, তুমি শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়াও, আর সেই সুযোগে তোমার সোনাবৌ পরপুরুষ নিয়ে রাসলীলে করে।

সনৎ সিংহ। [চমকিত হইয়া] এঁ্যা—

নরোত্তম। ওই ছুঁড়ি এদিকে আসছে, বোধ হয় হুজুরের কাছেই আসছে।

পঞ্চানন। তুমি ভুল করেছ দাদা। সদা মেরে কেটে খুন করলেও বৌটা ইজ্জত দেবে না।

সনৎ সিংহ। তাহলে নদীর দিকে আসছে কেন?

পঞ্চানন। নদীতে ঝাঁপ দিতে।

সনৎ সিংহ। [চমকিত হইয়া] এঁ্যা—

নরোত্তম। চমকে উঠলেন কেন হুজুর? বুকে টন্‌টনানি ধরেছে

তো? তা ওই সামনেই চন্দনের প্রলেপ। ছুঁড়ির নরম হাতখানা বুকে নিয়ে, প্রাণটা ঠাণ্ডা করে ফেলুন। ওই এসে পড়েছে। আয়, আয়রে পঞ্চানন, পালিয়ে আয়! ছুঁড়িকে নিয়ে হুজুর বজরায় উঠলেই আমরা এসে বকশিস নিয়ে যাব।

[পঞ্চাননকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

সনৎ সিংহ। যার জন্য আমার এত আয়োজন, আজ সে নিষ্ঠুর স্বামীর মার খেয়ে মরতে এসেছে, না-না, ওকে মরতে দোব না, ওর মৃত্যু আমি দেখতে পারব না। [স্বর্ণময়ীকে দেখিয়া আত্মগোপন করিল]

স্বর্ণময়ী আসিল।

স্বর্ণময়ী। মাগো সতীসিমন্তিনী। সাক্ষ্য তুই, মনে প্রাণে আমি স্বামীরই অনুগামিনী। কিন্তু নিষ্ঠুর বিধাতা আমার মৃত্যু চান, তাই স্বামীর মনে অবিশ্বাস ধরিয়ে আমাকে ঘর ছাড়া করিয়েছেন। ঘরে যখন আমার ঠাঁই নেই, তখন নদীর জলই আমার আশ্রয় হোক।

[ঝাঁপ দিতে গেলে সনৎ সিংহ ছুটিয়া আসিয়া হাত ধরিল]

সনৎ সিংহ। করছ কি—করছ কি সোনাবৌ?

স্বর্ণময়ী। কে—কে! ও আপনি? আমার কপাল পুড়িয়ে দিয়ে এসেও বুঝি তৃপ্তি হয় নি? তাই মরণের পথে বাধা দিচ্ছেন?

সনৎ সিংহ। মরবে কেন সোনাবৌ? এমন সুন্দর পৃথিবী থেকে চির-বিদায় নিলে নিজেই ঠকে যাবে, তুমি আমার সঙ্গে চল!

স্বর্ণময়ী। কোথায়? নরকের অন্ধকারে?

সনৎ সিংহ। স্বর্গ-নরক সব মনের বিকার সোনাবৌ। মানুষ ইচ্ছা করলেই এই মাটির পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করতে পারে। এস আমরা সুখের স্বর্গ রচনা করি।

স্বর্ণময়ী। আমার স্বর্গ শ্বশুরের ভিটেয়, স্বামীর চরণ ছায়ায়। হাত ছাড়ুন, আমাকে মরতে দিন।

সনৎ সিংহ। না-না, তুমি মরতে পাবে না সোনাবৌ। তোমার জন্য আজ আমি সর্বস্ব পণ করেছি, এস এস—প্রিয়া আমার বুকে এস। [আকর্ষণ]

স্বর্ণময়ী। সাবধান, আমাকে বুকে ধরলে আপনি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবেন। চেয়ে দেখুন, আমি মহাসতীর অংশভূতা মা! আমা হতে লক্ষ কোটী জীবের উদ্ভব, আমার বক্ষের ক্ষীরধারা পানে সৃষ্টির স্থায়িত্ব, আমার অপমানে সারা বিশ্বের ধ্বংস।

সনৎ সিংহ। [সনৎ পশ্চাৎপদ হইল] একি! একি! তোমার চোখদুটো থেকে কোটী কোটী লেলিহান অগ্নিশিখা বিচ্ছুরিত হয়ে আমাকে দগ্ধ করছে! জ্বলে গেল, পুড়ে গেল আমার সর্বাঙ্গ! ক্ষমা কর—ক্ষমা কর দেবী। তোমাকে কামনেত্রে দেখে আমি অপরাধী, আমাকে ক্ষমা কর।

স্বর্ণময়ী। ক্ষমা আমার কাছে নয়, আমার কাছে নয়। ক্ষমা চেয়ে নিন সেই সর্বকর্মের নিয়ন্তা ভগবানের কাছে। [প্রস্থানোদ্যত]

সনৎ সিংহ। কোথায় চলেছ দেবী?

স্বর্ণময়ী। আমার মাটির ভগবান আমাকে পায়ে ঠেলেছেন, সংসারের চক্ষে আজ আমি অসতী, ঘরে আমার আশ্রয় নেই, তাই চলেছি নিরাপদ আশ্রয়ে।

সনৎ সিংহ। তোমার নিরাপদ আশ্রয় স্বামীর ঘর থেকে আমিই তোমাকে বিচ্যুত করেছি, আমিই আবার তোমাকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করব দেবী।

স্বর্ণময়ী। না—না, তা আপনি পারবেন না ছোটরাজা! নারীর

সতীত্ব কাচের বাসনের মত ঠুন্‌কো, কাচের বাসন একবার ভেঙ্গে গেলে যেমন জোড়া লাগালেও তার দাগ যায় না। তেমনি সতী-নারীর দেহে একবার কলঙ্কের কালি লাগলে আর তা মুছে যায় না।

সনৎ সিংহ। আমি তা মুছে দেব দেবী। সমাজের সামনে গিয়ে আমি তোমার সতীত্ব মহিমা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করব।

স্বর্ণময়ী। কেউ তা বিশ্বাস করবে না। আমার দেওর তোমার মুখ থেকে যে ঘৃণ্য কথাগুলো শুনেছে, তারপর তুমি গিয়ে আমার সতীত্ব মহিমা প্রচার করলে বলবে, ছোটরাজা সোনাবৌকে উপভোগ করার পরে, স্বামীর ঘরে আশ্রয় করে দেবার উদ্দেশ্যেই একথা বলছে।

সনৎ সিংহ। তাহলে তোমার আশ্রয়—

স্বর্ণময়ী। স্বামী পরিত্যক্তা অভাগিনীদের যেখানে নিরাপদ আশ্রয় আমিও সেই আশ্রয় নিতে চললাম। [প্রস্থানোদ্যত]

সনৎ সিংহ। দেবী—দেবী!

স্বর্ণময়ী। আর আমায় পিছু ডাকবেন না ছোটরাজা, [ছুটিয়া যাইতে যাইতে] আমার স্বামীকে বলবেন তোমার সোনাবৌ চিরশান্তি-ধামে চলে গেছে।

[নেপথ্যে জলে ঝাঁপ দেওয়ার শব্দ]

সনৎ সিংহ। ওকি! জলে ঝাঁপ দিলে? না—না আমি তোমাকে মরতে দেব না, তরঙ্গসঙ্কুল নদীর সঙ্গে যুদ্ধ করেও তোমাকে উদ্ধার করে, জগতের কাছে প্রচার করব তোমার সতীত্ব মহিমা। [ছুটিয়া গিয়া জলে ঝাঁপ দিল]

সদানন্দ। [নেপথ্যে] সোনাবৌ—সোনাবৌ—সোনাবৌ—!

অন্যদিকে গাহিতে গাহিতে মুহব্বত আসিল।

মুহব্বত।—

গীত।

ওরে নাই—নাই—নাই।
বৃথা তোর ডাকা ওরে ও পথিক তারে না দেখিতে পাই।

সোনাবৌ সোনাবৌ বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে
সদানন্দ আসিল।

সদানন্দ। অন্ধকারে কে দাঁড়িয়ে গান গাইছ? [নিকটস্থ হইয়া] কে? দরবেশ সাহেব? সোনাবৌকে এই পথে দেখেছেন?

মুহব্বত। দেখিনি তো বাপজান।

সদানন্দ। [কাঁদিয়া ফেলিল] তবে সে নেই—নেই, ইহজগতে আর নেই।

মুহব্বত।—

পূর্বগীতাংশ।

নাই—নাই—নাই।
বৃথা তোর খোঁজা ওরে ও পথিক তারে না দেখিতে পাই।

সদানন্দ। [সক্রন্দনে] দরবেশ সাহেব!

মুহব্বত।—

পূর্বগীতাংশ।

বহুদিন তারে সোনার খাঁচায়
সযতনে আমি পুষেছিনু হায়।
হৃদয়ের প্রীতি ঢেলে দিয়ে তায় মিলনের গীতি গেয়ে যাই।

কি জানি কেনরে নিঠুর বিধাতা
কেড়ে নিলে মোর অন্তর মমতা।
তাই ভুলে ওরে প্রেম প্রীতি কথা তারে না এবুকে পাই,
নাই সে এ ধরায় নাই, নয়নে আমার নাই।

সদানন্দ। নাই, নাই, প্রিয়া আমার এ ধরায় নাই। যাই তাকে ডাকতে ডাকতে নদীর ধার দিয়ে যাই! সোনাবৌ আমার ডাক শুনলে আর চুপ করে থাকতে পারবে না! ঠিক সাড়া দেবে, ঠিক সাড়া দেবে।

[উদ্‌ভ্রান্তের মত প্রস্থান।

মুহব্বত। বাপজান—বাপজান!

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

তৃপ্তিনগরের রাজপ্রাসাদ।

ক্রুদ্ধ মহেন্দ্র সিংহ সহ রণজিৎ আসিল।

মহেন্দ্র সিংহ। ছেড়ে দিলে না? আমার অনুরোধ-পত্র পাওয়ার পরেও ফরিদ খাঁ সেই ব্রাহ্মণ কন্যাকে ছেড়ে দিলে না?

রণজিৎ। না প্রভু। দাম্ভিক ফরিদ খাঁর সঙ্কল্প, হিন্দু নারীদের বলপূর্বক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়ে তার জাতিকে পরিপুষ্ট করা।

মহেন্দ্র সিংহ। তার সেই ঘৃণ্য সঙ্কল্পের মাথায় বজ্রপাত হোক্।

রণজিৎ। এখন আমাদের কর্তব্য কি বলুন প্রভু?

মহেন্দ্র সিংহ। কর্তব্য এখনো জিজ্ঞাসা করছ সেনাপতি? বারবার শয়তান ফরিদ খাঁ হিন্দুধর্মের দেহে আঘাত করছে, আর হিন্দু হয়ে এখনো আমরা নীরব থাকব?

রণজিৎ। না—না, তা থাকতে আমরা পারি না। আপনি আদেশ দিন প্রভু, আগামী কাল প্রভাতেই হীরাপুরের বুকে সিংহ বিক্রমে লাফিয়ে পড়ে শয়তান ফরিদ খাঁকে বন্দী করি।

দ্রুতপদে দেবেশ্বরী আসিল।

দেবেশ্বরী। ফরিদ খাঁকে বন্দী করতে যাবার সঙ্কল্প ছেড়ে এখনি ঠাকুরপোর অনুসন্ধানে তোমাদের যেতে হবে রণজিৎ!

মহেন্দ্র সিংহ। কেন—কেন রাণী? ভাই আমার—

দেবেশ্বরী। বজরা থেকে নিরুদ্দেশ।

নিবারণ ছুটিয়া আসিল।

নিবারণ। রাজামশাই কোথায়—রাজামশাই ?

মহেন্দ্র সিংহ। কে তুমি ?

নিবারণ। আমি আপনারই পেরজার চাকর। বড় দায়ে ঠেকে আপনার কাছে এসেছি মহারাজ।

দেবেশ্বরী। কেন ? কি চাও ?

নিবারণ। বৌঠানকে চাই।

দেবেশ্বরী। কে তোমার বৌঠান ?

নিবারণ। আমার মনিবের সতীলক্ষ্মী বৌ।

রণজিৎ। তোমার মনিবের বৌ কোথায় ?

নিবারণ। কোথা আপনারাই জান মশায়। বৌঠান আমার মনিবের ওপরে রাগ করে অন্ধকারে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পথে এসেছিল, কিন্তু ছোটরাজা তাকে ধরে এনে আটকে রেখেছে।

দেবেশ্বরী। কে—কে তোমার মনিব ?

নিবারণ। আমার মনিব কুসুমপুরের বড দাদাবাবু সদানন্দ গো !

মহেন্দ্র সিংহ। ওরে, আর বলিস না, আর বলিস না। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। সেই লম্পট তার পাপ লালসা চরিতার্থ করবার জন্য তোর মনিবপত্নীকে ধরে নিয়ে নিরুদ্দেশ হল, কিন্তু একবার ভেবে দেখলে না তার দাদা প্রজাদের কাছে কত অপমানিত হবে।

নিবারণ। তাহলে কি হবে মহারাজ। আমার বৌঠানকে কি আর খুঁজে পাব না ?

মহেন্দ্র সিংহ। নিশ্চয়ই পাবে। তোমার বৌঠানকে আমি নিজে

গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব। হীরাপুর আক্রমণ পরে হবে রণজিৎ, এই মুহূর্তে তুমি পাঁচশো অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে লম্পট সনৎ সিংহের অনুসন্ধানে যাও।

রণজিৎ। এই মুহূর্তে আমি ছোটরাজার সন্ধানে যাচ্ছি মহারাজ।

দেবেশ্বরী। তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে সেই সতী সাধ্বীকে লম্পট সনৎ সিংহের কবল থেকে উদ্ধার করে আনা চাই রণজিৎ।

ছুটিয়া পঞ্চানন আসিল।

পঞ্চানন। ছোটরাজা সদানন্দের বৌকে চুরি করে নিয়ে যায়নি মহারাজ, ছোটরাজা সদানন্দের বৌকে চুরি করে নিয়ে যায়নি।

রণজিৎ। তবে কে—কে এই পাপ কার্য করেছে?

পঞ্চানন। লম্পট ফরিদ খাঁ।

সকলে। ফরিদ খাঁ!

পঞ্চানন। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি নিজে দাঁড়িয়ে দেখেছি। সদানন্দের হাতে জুতোর মার খেয়ে সোনাবৌ যখন রাগ করে রাস্তার দিকে ছুটল, আমিও ফেরাবার জন্যে তার পিছু নিলুম, কিন্তু রাস্তার উপরে বৌটা যেতেই, ঝাঁ করে একজন ঘোড়সওয়ার এসে তার মুখে কাপড় বেঁধে ঘোড়ায় তুলে নিলে। বাধা দিতে যেই আমি কাছে গেছি, অমনি খাপ থেকে তলোয়ার খুলে আমার বুকের উপরে ধরে, যে লোকটা বললে হুঁশিয়ার, এখনি ধড় থেকে মাথা নামিয়ে দোব। ভাল করে দেখলুম যে লোকটা ফরিদ খাঁ।

মহেন্দ্র সিংহ। [সক্রোধে] ফরিদ খাঁ, শয়তান ফরিদ খাঁ। শমন তোর শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে।

দেবেশ্বরী। এই মুহূর্তে হীরাপুর আক্রমণ কর সেনাপতি। আগামী

কাল প্রভাতের মধ্যেই অপহৃতা কুলবধূকে উদ্ধার করে আনা চাই।

[প্রস্থান।

মহেন্দ্র সিংহ। শুধু অপহৃতা কুলবধূর উদ্ধারেই তোমার কর্ত্তব্য শেষ হবে না সেনাপতি, সেই সঙ্গে আমি দেখতে চাই শয়তান ফরিদ খাঁর ছিন্নশির।

রণজিৎ। ফরিদ খাঁর ছিন্নশির আনতে আমি উল্কার বেগে ছুটে চললাম মহারাজ। তার হীরাপুর অতর্কিত আক্রমণ করে রক্তের বন্যা বইয়ে দোব? হত্যা বিভীষিকার মাঝে ফরিদ খাঁকে টেনে এনে প্রথমে পদাঘাতে তার বক্ষপঞ্জর চুরমার করব, রক্তাক্ত হয়ে সে আর্তনাদ করতে করতে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে, আর আমি পরম উল্লাসে তার মাথাটা কেটে এনে আমার শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ আপনার পদতলে উপঢৌকন দোব।

[প্রস্থান।

মহেন্দ্র সিংহ। সতী-সাধ্বীর অপহরণকারীর সংবাদ দিয়ে তুমি রাজা মহেন্দ্র সিংহের যে উপকার করলে যুবক, তার পুরস্কারে—

পঞ্চানন। কিছু দরকার নেই মহারাজ, আমার কিছু দরকার নেই। আমি যে একটা নারী হরণকারীর সংবাদ দিয়ে রাজসেবা করতে পেরেছি, এতেই আমি ধন্য হয়ে গেছি—ধন্য হয়ে গেছি।

[প্রস্থান।

মহেন্দ্র সিংহ। যাও বন্ধু! তোমার বৌঠানকে উদ্ধার করতে যদি আমার রাজ্যটা একখণ্ড শরতের মেঘের মত উড়ে যায়, তাতেও দুঃখ নেই। তবু সতী-সাধ্বীর ধর্মনাশ আমি হতে দোব না।

নিবারণ। আমিও সেই আশা নিয়ে দাদাবাবুর খোঁজে যাচ্ছি

মহারাজ। বৌঠানকে যদি আপনি এনে দিয়ে আমার দাদাবাবুর পেরাণ বাঁচান, তাহলে আমি চিরদিন আপনার কেনা হয়ে থাকব।

[প্রস্থান।

মহেন্দ্র সিংহ। ফরিদ খাঁ, লম্পট ফরিদ খাঁ। একটার পর একটা আঘাত দিয়ে তুমি আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছ শয়তান। আর আমি তোমাকে ক্ষমা করব না। নিরীহ ব্রাহ্মণ-কন্যা অপহরণ, দেবী মন্দির নির্মাণে বাধা, তারপর শান্ত প্রজার কুলবধূ অপহরণ করে তুমি যে অপরাধ করেছ, তার শাস্তি দিতে প্রচণ্ড উল্কার মত ছুটে গিয়ে আমি তোমার শয়তানীর কেন্দ্রস্থল ঐ হীরাপুরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত-দেহের পাহাড় সৃষ্টি করব, আর তোমার পাপকর্মের সাহায্যকারী আব্দার রহিমের সঙ্গে তোমাকে বেঁধে এনে সেই অপহৃতা সতী নারীর সামনে বলি দিয়ে তোমাদের শয়তানির অবসান করব।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হীরাপুর নবাব উদ্যান।

ভোরবেলায় আকবর গান গাহিয়া বেড়াইতেছে।

আকবর।—

গীত।

আয় ছুটে ভাই ভোরের আলো সূর্য্যি মামার ছোঁয়া দিয়ে।
মৌ খেতে আজ মৌমাছি দল উড়ছে ফুলের পরাগ নিয়ে।
নীল আকাশের বুকে বুকে,
উড়ছে পাখী মনের সুখে,
ভোরের বাতাস গাছের পাতায় বায় দখিণে দোল দিয়ে।

গান শেষ হইবামাত্র মুখোসধারী ছদ্মবেশী আব্দার রহিম আকবরকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া স্কন্ধে তুলিল।

আকবর। একি! কে—কে!

আব্দার। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[ইঙ্গিতে একজন অনুচরকে ডাকিল। বস্ত্রাবৃত আকবরকে তাহার স্কন্ধে দিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে পলাইতে ইঙ্গিত করিল, অনুচরটি দ্রুত প্রস্থান করিল]

আব্দার। চাচা সাহেব, চাচা সাহেব। তোমার নির্ম্মম হত্যার প্রতিশোধ নিতে আজ আমি জল্লাদ সেজেছি।

স্বর্ণময়ীর হাত ধরিয়া আমিনা আসিল।

স্বর্ণময়ী। কেন আমাকে বাঁচালেন মা? আমার যে আর দাঁড়াবার স্থান নেই।

আমিনা। কে বলে তোমার দাঁড়াবার স্থান নেই মা? সতী-সাধ্বী তুমি, তোমাকে আমরা মাথায় করে রাখব। কে—কে এখানে? ও আব্দার রহিম? তুমি এই ভোরের বেলায় এখানে কেন?

আব্দার। ভোরের আজান সেরে বাড়ী ফিরছিলুম মা, হঠাৎ একটা আর্তনাদ শুনতে পেয়ে নবাব উদ্যানে ছুটে এসেছি। কিন্তু এখানে এসে কাউকে দেখতে পাইনি। কিন্তু—এ বৌটা আপনার কাছে কেন মা?

আমিনা। করুণাময় খোদা একে মিলিয়ে দিয়েছেন আব্দার রহিম। স্বামীর উপর অভিমানে মা আমার কাল রাত্রে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করছিল।

ফরিদ খাঁ আসিল।

ফরিদ খাঁ। কে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করছিল মা? একি—এই মেয়েটা—

আব্দার। এই তো আত্মহত্যা করছিল জনাবালী। কিন্তু এই মেয়েটাকে যেন চেনা চেনা বলে মনে হচ্ছে না জনাব!

স্বর্ণময়ী। আমাকে চিনবেন বৈকি খাঁ-সাহেব। আপনারা মা-কালীর মন্দির অপবিত্র করতে গিয়ে আমার খাঁড়ার সামনে দাঁড়াতে পারলেন না বলে পালিয়ে এসেছিলেন।

ফরিদ খাঁ। এমন শক্তিময়ী জেনানা হয়ে তুমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলে কেন ?

আমিনা। নিরুপায় হয়ে মা আমার আত্মহত্যা করতে এসেছিল ফরিদ! দুষমনদের কুচক্রে পড়ে ওর স্বামী ওকে অসতী দুর্ণাম দিয়ে গৃহ থেকে বহিষ্কৃত করে দিয়েছে।

ফরিদ খাঁ। বল কি মা ? নিজের সাধ্বী স্ত্রীকে লোকটা চিনতে পারলে না ?

স্বর্ণময়ী। দশচক্রে ভগবানও ভূত হয় নবাব সাহেব। আমাদেব বাজার ভাই সনৎ সিংহ আমার রূপে মুগ্ধ হয়ে, আমার নারীধর্ম নষ্ট করবার আশায় আমাব ঘবের দরজায় গিয়ে এমন কথা বলে এল, যা শুনে আমার দেওর আমার স্বামীব কাছে আমাকে অসতী প্রতিপন্ন করে ফেললে।

ফরিদ খাঁ। তোমার স্বামী তোমার কোন কৈফিয়ৎ না নিয়েই তোমাকে অসতী ধারণা কবলে ?

আমিনা। তাই হয় ফরিদ। প্রদীপের নীচের দিকেই তো গাঢ় অন্ধকার থাকে। লম্পট সনৎ সিংহের জন্যে ফুলের মত পবিত্র এই মেয়েটা আজ মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে মরণের বুকে ঝাঁপ দিয়েছিল। খোদার করুণায় ভাগ্যে আমি তোমায় সঙ্গে ঝগড়া করে বজরায় চেপে স্বামী শ্বশুরের ভিটেয় চলে যাচ্ছিলুম, তাই তো নদীর বুক থেকে এই হতভাগিনীকে উদ্ধার করে আনতে পেরেছি।

আব্দার। এ সবই খোদার করুণা মা। তিনি বোধহয় জনাবের জীবননাট্যে এই মেয়েটাকেই নূতন নায়িকা করে পাঠিয়েছেন !

আমিনা। এ কথার অর্থ কি আব্দার রহিম ?

আব্দার। অর্থ অতি সরল! ওর স্বামীটা নেহাৎ গাধা, তাই

এমন কোহিনূরের অনাদর করেছে! আপনি জহুরী মা সাহেবা, হাতে পেয়ে খাঁটি কোহিনূরকে অবহেলা করবেন না, জনাবের সঙ্গে সাদী দিয়ে দিন।

স্বর্ণময়ী। হিন্দু মেয়েদের সাদী একবারই হয় খাঁ সাহেব। সাদীর রাত থেকেই যে স্বামীকেই তারা দেবতা বলে মেনে নেয়, তার স্থানে অন্য মানুষ তো তুচ্ছ, স্বর্গের দেবতাকেও ভজনা করতে পারে না।

আমিনা। না-না, তা পারে না আব্দার রহিম। হিন্দু মেয়েদের সতীত্ব গরিমার কাছে সারা পৃথিবীর মানুষ মাথা নত করে।

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। রক্ষা কর—রক্ষা কর!

ফরিদ খাঁ। ওকি! কারা চীৎকার করছে?

আব্দার। আমি দেখে আসছি জনাব!

[দ্রুত প্রস্থান।

আমিনা। এখনো সমবেতকণ্ঠে চীৎকারধ্বনি শোনা যাচ্ছে ফরিদ।

ফরিদ খাঁ। আমিও তো কিছু বুঝতে পারছি না মা। তবে কি কোন বিদেশী রাজশক্তি আমাদের অতর্কিতে আক্রমণ করেছে!

পুনরায় আব্দার রহিম আসিল।

আব্দার। আক্রমণ করেছে জনাব। দলে দলে হিন্দু ফৌজ নগরে প্রবেশ করে অতর্কিতে আক্রমণ করেছে।

ফরিদ খাঁ। হিন্দু ফৌজ আক্রমণ করেছে।

আব্দার। মনে হয় রাজা মহেন্দ্র সিংহের ফৌজ আমাদের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে রাজধানী আক্রমণ করেছে!

ফরিদ খাঁ। শোন—শোন মা। তোমার মহেন্দ্র সিংহের ভ্রাতৃ-প্রীতির কাহিনীটা শোন।

আমিনা। অসম্ভব। মহেন্দ্রসিংহ এমন কাপুরুষ নয় যে অকস্মাৎ আক্রমণ করবে।

আব্বার। বাদানুবাদ না করে এখন হুকুম দিন জনাবালী, ফৌজ নিয়ে আমি কমবখ্‌ত হিন্দুদের ওপর বাঘের মত লাফিয়ে পড়ে তাদের দুরাশার সমাধি দিয়ে দোব।

ফরিদ খাঁ। তাই চল আব্বার রহিম! যে শয়তান হিন্দুরা আমার বিশ্বাসের মূলে কুঠরাঘাত করে অকস্মাৎ হীরাপুর আক্রমণ করেছে, তাদের বুকের রক্তে আমরা হীরাপুরের পথ-ঘাট লাল করে দোব। [প্রস্থানোদ্যত]

ঠিক সেই মুহূর্তে মুহব্বত আসিল।

মুহব্বত। তুমি হিন্দু ফৌজদের সামনে যেও না বাপজান, ওরা যে তোমাকেই বধ করতে এসেছে।

ফরিদ খাঁ। প্রাণের মমতা আমি করি না হজরৎ! বিশ্বাস-ঘাতক হিন্দুরা অতর্কিতে আমার হীরাপুর আক্রমণ করেছে, আমি ওদের এমন শিক্ষা দেব, যার কাহিনী স্মরণ করে আর কোন হিন্দু সম্প্রদায় হিংসায় অন্ধ হয়ে কোন মুসলমানকে বিপদাপন্ন করতে সাহস পাবে না।

মুহব্বত। সাম্প্রদায়িক হিংসায় অন্ধ হয়ে ওরা হীরাপুর আক্রমণ করেনি বাপজান। তুমি হিন্দুদের এই বৌটাকে চুরি করে এনেছ বলেই—

আমিনা ও
ফরিদ খাঁ। } দরবেশ সাহেব!

স্বর্ণময়ী। না-না, উনি আমাকে চুরি করে আনেন নি। স্বামী

আমাকে ভুল বুঝে পরিত্যাগ করেছিলেন বলেই আমি অভিমানে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরতে চলেছিলাম, এই করুণাময়ী মা সাহেবা নদীর জল থেকে উদ্ধার করে এনে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

আব্বার। মা-সাহেবার এ মহত্বের কোন সম্মান হিন্দুরা দিলে না, উল্টে জনাবকে এই বৌটার অপহরণকারী দুর্নাম দিয়ে আমাদের হীরাপুর আক্রমণ করেছে।

স্বর্ণময়ী। আমারই জন্যে আজ আপনার পুত্র মিথ্যা দুর্নামের বোঝা মাথায় নিয়ে মৃত্যুমুখে ছুটে যাবেন, না—না তা আমি হতে দোব না মা।

মুহব্বত। একি বলছ মা।

স্বর্ণময়ী। ঠিকই বলছি দরবেশ সাহেব! আমাকে নিয়ে যখন এই সংঘর্ষ তখন আমি নিজে ওদের সামনে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে আপনার পুত্রের নির্দোষিতা প্রমাণ করব।

আব্বার। তাহলে আর দেরী করো না। ওদের হঠাৎ আক্রমণে প্রজারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, নিরীহ ফৌজরা মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ছে। যদি তোমার জীবন রক্ষাকারিণী এই মা সাহেবার প্রতি বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা থাকে, তাহলে এখনি ওদের সামনে চল, আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি।

স্বর্ণময়ী। তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে?

আব্বার। হ্যাঁ—হ্যাঁ! আমাকে বিশ্বাস কর! দেশের এই দুর্দিনে আব্বার রহিম তার মনের হীন সংস্কারকে চিরবিদায় দিয়ে গর্ব ভরে সাধারণের কাছে বলবে তুমি আমার বহিন, আমি তোমার কর্তব্যপরায়ণ ভাই।

আমিনা। দেশবাসীদের দুর্দিনে দেশজননী আব্বার রহিমের মনে

রমজানের চাঁদের আলো ফুটিয়ে দিয়েছেন মা। যা—যা, এই মুহূর্তে তুই মহেন্দ্র সিংহের সৈন্যদের সামনে ছুটে গিয়ে চীৎকার করে সত্য ঘটনা প্রকাশ করে দে।

আব্দার। তাই এস বহিন, তাই এস! এই আব্দার রহিম তোমাকে মাথায় করে হিন্দু ফৌজদের সামনে নিয়ে যাবে।

[স্বর্ণময়ীকে লইয়া প্রস্থান।

মুহব্বত। খোদা, খোদা! ঘনঘোর হতাশার আঁধারে বিদ্যুৎ-চমকের মত যে আশার দেউটি দেখালে, তা যেন চির-নির্বাসন করে দিও না।

[নেপথ্যে বহুকণ্ঠে প্রাণ যায়, রক্ষা কর—রক্ষা কর রব শোনা যাইতেছিল]

অমিনা। ঐ আবার সুরু করেছে নির্মম হত্যালীলা।

ফরিদ খাঁ। এ হত্যালীলা দেখে আর আমি স্থির থাকতে পারছি না মা! সাম্প্রদায়িক হিংসায় মাতোয়ারা হিন্দু ফৌজগুলো কারো কোন কথা শুনবে না, অবাধে হত্যালীলা চালিয়ে যাবে।

অমিনা। ফরিদ খাঁ!

ফরিদ খাঁ। এই মুহূর্তে আমি যুদ্ধে যাচ্ছি মা। আমার শক্তিমান ফৌজদের নিয়ে আজ শয়তান হিন্দুদের এমন আদর্শ শিক্ষা দেব, যার রক্তাক্ত কাহিনী স্মরণ করে বাংলার প্রতিটি হিন্দু আতঙ্কে শিউরে উঠবে।

[দ্রুত প্রস্থান।

আমিনা। খোদা—খোদা, এ কালানল নিভিয়ে দাও মেহেরবান। তোমার সুন্দর দুনিয়াকে আর নররক্তে সিক্ত করে দিও না।

[প্রস্থান।

মুহব্বত ।—

গীত ।

মানুষে মানুষে হানা-হানি খোদা যেন না হয়।
ভাইয়ের শোণিতে রাঙাইতে মাটি ভাই যেন সদা করে গো ভয়।
যারা বসাইল হিংসার মেলা,
এ দুনিয়ায় তারা পাপীজন চেলা,
যেতে পরপারে চাহিলে ভেলা দেখিবে পারের কড়ি অপচয়।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

সদানন্দের গৃহ-প্রাঙ্গণ ।

কথা বলিতে বলিতে মহানন্দ ও আশাবতী আসিল ।

আশাবতী। কেমন, মনের আশা মিটলো তো? তোমার পরম শত্তুররা বিদেয় হয়েছে তো? যাও, এইবার সওয়া পাঁচ আনার হরিলুঠ দিয়ে দাও।

মহানন্দ। কি সব বাজে কথা বলছ? দাদা বৌদি—

আশাবতী। শত্তুর শত্তুর, তোমার পরম শত্তুর।

পঞ্চানন আসিল ।

পঞ্চানন। শত্তুরই তো। হতভাগা সদানন্দটা নেহাৎ বৌয়ের পোষা বাঁদর, তাই—

আশাবতী। খবরদার। দেবতা তুল্য ভাসুর-ঠাকুর সম্বন্ধে এ রকম

কদর্য ভাষা যদি আবার উচ্চারণ কর, তাহলে আঁশ বঁটি দিয়ে তোমার নাক কান কেটে দোব শয়তান।

পঞ্চানন। শোন—শোন মহানন্দ ভায়া, আমার মায়ের পেটের বোনের কথাগুলো শোন।

আশাবতী। ও কালা নয়, সব কথাই শুনতে পায়। সম্পত্তি আর টাকার মায়া ওর মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত করে দিয়েছে, তাই শালার মুখে নিজের দেব-তুল্য বড় ভায়ের নিন্দে চুপ করে শুনছে, সত্যিকারের মানুষ হলে এতক্ষণ তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দিত।

মহানন্দ। আমার দাদার নিন্দে আমি সহ্য করছি, তাতে তোমার কি? তুমি তো পরের মেয়ে, আমাদের ভাই ভায়ের ঝগড়া-ঝাটির কথা আমরা বুঝে নোব।

আশাবতী। তোমরাই বুঝে নাও। কিন্তু তার মধ্যে আমার এই কালসাপ দাদাটি নাক বাড়িয়ে কথা বলবে কোন স্পর্দ্ধায়?

পঞ্চানন। আস্পর্দ্ধা আবার কি? আমার বোন ভগ্নিপতির পরম শত্তুরের বিষয়ে আমি কথা বলব না?

আশাবতী। না! তুমি বোনাইয়ের ভাত-মারা কুকুর, লেজ নেড়ে নেড়ে শুধু বোনাইয়ের পায়ে মাথা ঘষবে।

মহানন্দ। ছোটবৌ।

আশাবতী। ওগো, তোমার পায়ে ধরে অনুরোধ করছি, তুমি দিদির খোঁজ করতে যাও। সেই সতীলক্ষ্মীকে ফিরিয়ে এনে ভাসুর ঠাকুরকে বাঁচাও।

পঞ্চানন। সতীলক্ষ্মী তুই কাকে বলছিস রে আশা? তোর বড়-জা মাগী—

আশাবতী। আবার?

পঞ্চানন। ফোঁস করে তেড়ে উঠলি যে? ঘরে বসে যে মেয়ে বেশ্যার ব্যবসা চালায়—

আশাবতী। তবে রে ছোটলোক, ইতর। আজ তোমার মুখখানা আমি খণ্ড বিখণ্ড করে দোব। [প্রস্থান।

পঞ্চানন। ওরে ও আশা। ও আশা। রেগে হন্ হন্ করে রান্না ঘরের দিকে যাচ্ছিস কেন? তবু কথা শোনে না—ও আশাবতী। শুনে যা না।

আঁশবঁটি হাতে আশাবতী পুনরায় আসিল।

আশাবতী। শুনব আবার কি? আমার দেবীতুল্যা দিদিকে তুমি যে মুখে অপমান করেছ, সেই মুখখানা এই আঁশ বঁটি দিয়ে আমি কেটে দোব।

আক্রমণে উদ্যতা মহানন্দ বাধা দিতে গেল।

মহানন্দ। করছ কি, করছ কি ছোট বৌ।

আশাবতী। সরে যাও, সরে যাও! ঐ ইতর আমার দেবীতুল্যা দিদির নামে মিথ্যা কুৎসা রটনা করেছে, আমি ওকে শাস্তি দোব।

পঞ্চানন। ও মহানন্দ ভায়া, এ যাত্রায় আমাকে রক্ষে কর।

আশাবতী। না, না! আমার হাত থেকে আজ কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। যে মুখে তুমি সতীলক্ষ্মী দিদিকে বেশ্যা বলেছ, সেই মুখখানা আমি ক্ষত বিক্ষত করে দোব।

মহানন্দ। আঃ থাম থাম ছোট বৌ! রাগে দিক-বিদিক জ্ঞান-হারা হয়ে তুমি এক মায়ের পেটের বড় ভাইকে খুন করবে নাকি?

আশাবতী। ও আমার ভাই নয়, পরম শত্তুর। তুমি সম্পত্তির

লোকে যেমন বড় ভাইকে পাগল করতে চাইছ, আমিও তেমনি আমার ভাতমারা বড় ভাইকে ওর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করাতে চাইছি। সরে যাও, সরে যাও, আজ আমি ওকে খুন করবই।

সদানন্দ আসিল।

সদানন্দ। কাকে তুমি খুন করতে যাচ্ছ বৌমা।

পঞ্চানন। এই যে এসে পড়েছ দেখছি। তা হলে তোমার নষ্ট বৌটা—

আশাবতী। তবে রে ইতর—

সদানন্দ। থামো থামো বৌমা! তোমার গুণধর দাদাটি সাপের মুখেও চুমু খায় আবার ব্যাঙের মুখেও চুমু খায়। তাই আজ সোনাবৌ আমার চক্ষে অবিশ্বাসিনী।

আশাবতী। তা জানি বলেই তো আমি নিজ হাতে ঐ কাল-সাপকে শাস্তি দিতে যাচ্ছি বাবা।

মহানন্দ। সব তাতে বাড়াবাড়ি ভাল নয় ছোট বৌ। বৌদির চরিত্রহীনতার চাক্ষুষ প্রমাণ আমি পেয়েছি।

সদানন্দ। কোন প্রমাণই আমার কাছে সত্য নয় মহানন্দ। তোর বৌদি যে তার অভুক্ত স্বামীর জন্যে ঐ ছুতোর বৌয়ের কাছ থেকে চিঁড়ে ভিক্ষে করে এনেছিল রে হতভাগা।

আশাবতী। এঁ্যা! এতবড় প্রমাণ পেয়েও সতীলক্ষ্মীকে আপনি মেরেছিলেন বাবা?

সদানন্দ। আগে যে আমাকে সে কথা বলেনি বৌমা। রাতের আঁধারে সে ছুতোর বৌয়ের কাছে দুটো চিঁড়ে ভিক্ষে করতে বাড়ির বাইরে গিয়েছিল তা যদি বলত—

আশাবতী। লজ্জায় সে কথা বলতে পারে নি। নিজে উপোস করে শুয়ে পড়েছিল তবু জিদ করে দিদি আমার কারো কাছে হাত পাতে নি। কিন্তু মড়া পুড়িয়ে দুদিনের অভুক্ত স্বামী ঘরে ফিরে আসছে শুনে সে জেদও রাখতে পারে নি, তাই ছুতোর পাড়ায় রাতের আঁধারে ছুটে গিয়ে দুটো চিঁড়ে ভিক্ষে করে এনে আপনাকে খাওয়াতে গিয়েছিল।

সদানন্দ। সেই ভিক্ষের চিঁড়েগুলো আঁচল থেকে ঐ উঠোনে ফেলে দিয়ে অভিমানিনী আমাকে শেষ কৈফিয়ৎ দিয়ে চলে গেছে মা, চিরদিনের মত মৃত্যুর দেশে চলে গেছে।

আশাবতী। না-না, আমার সতীলক্ষ্মী দিদি মরণের দেশে চলে যেতে পারে না। আপনাকে ছেড়ে সে বৈকুণ্ঠেও যেতে চায় না বাবা।

সদানন্দ। আমি যে জুতো মেরে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছি বৌমা। এখনো ঐ উঠোনের মাটিতে ছড়িয়ে পড়া তার লাল রক্তের আলপনা আমাকে উপহাস করছে।

মহানন্দ। বৃথা কেন আক্ষেপ করছ দাদা? বৌদি তোমার জন্যে চিঁড়ে ভিক্ষে করে আনে নি। তার পাপকর্মের কাহিনী চাপা দিতেই চিঁড়ে কটা আঁচলে বেঁধে এনে তোমাকে দেখিয়ে গেছে।

পঞ্চানন। তাতো বটেই। কুলটা বৌটা—

আশাবতী। তোমার আরাধ্যা, তার পা ধোয়া জল খেলে তোমার পশু জন্ম সার্থক হয়ে যাবে।

সদানন্দ। অযথা ঝগড়া কোরনা বৌমা। মানুষ বাইরে থেকেই মানুষের সৌন্দর্য্য দেখে, তার অন্তরের সৌন্দর্য্য দেখতে চায় না।

আশাবতী। অযথা ঝগড়া আমি করছি না বাবা। আপনাকে

পাগল করে দিতেই এরা শালা ভগ্নীপতিতে উঠে পড়ে লেগেছে। আপনাকে পাগল করে দিয়ে পথে বার করতে চাইছে।

মহানন্দ। পরের ঘরের মেয়ে তুমি, তোমার মত মেকি শ্রদ্ধা দেখাতে আমি তো পারব না। আমার এক রক্তের বড় ভাইকে আমি পাগল করে রাস্তায় বার করতে চাইছি, এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে ?

সদানন্দ। কেউ তা বিশ্বাস করতে পারে না মহানন্দ। আর আমার তো যাবার সময় হয়ে এসেছে ভাই, অভিমানে সোনাবৌ মরে গেছে, আর আমি এই অন্তর্দাহ নিয়ে কটা দিন আর বাঁচব !

আশাবতী। না-না আপনাকে আমি মরতে দোব না বাবা। এই শয়তান মানুষদের চক্রে আপনি যে মহাপাপ করেছেন সারা পৃথিবী ঘুরে সতীলক্ষ্মী দিদিকে খুঁজে এনে আপনাকে সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

সদানন্দ। ওরে মা। অভিমানিনী নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরেছে।

আশাবতী। দিদির সতীত্ব গরীমা তাকে নদীর জল থেকে তুলে দিয়েছে বাবা।

সদানন্দ। বৌমা—বৌমা !

আশাবতী। আমার মন বলছে নদী তাকে গ্রাস করতে পারেনি। সতীলক্ষ্মী যে আপনার পায়ে মাথা রেখে মরবে বলে সারা জীবন ঠাকুর পূজো করে এসেছে, তার সে পূজো ব্যর্থ হতে পারে না।

সদানন্দ। ঠিক বলেছিস মা, ঠিক বলেছিস, তার পূজা কখনো ব্যর্থ হ'তে পারে না। আছে, আমার পায়ে মাথা রেখে মরবার কামনা নিয়ে সে বেঁচে আছে।

দৌড়াইতে দৌড়াইতে নিবারণ আসিল।

নিবারণ। বৌঠান বেঁচে আছে বড় দাদাবাবু, বৌঠান বেঁচে আছে। ও পাড়ার ছিদেম, বৌঠানকে মদনগঞ্জের মাঠ পার হয়ে দৌড়ে যেতে দেখে এসেছে।

সদানন্দ। ওরে আমার দাক্ষায়ণী অভিমানে মরণের কোলে ঘুমিয়ে পড়তে পারে না। চল, চল নিবারণ, তার হাত ধরে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে, আমি আবার তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে আমার এই শূন্য ঘরে দেবী প্রতিমার মত প্রতিষ্ঠা করব।

[নিবারণ সহ প্রস্থান।

মহানন্দ। সেই কুলটাকে দাদা ফিরিয়ে নিয়ে এলে—

আশাবতী। আমি হাতে পায়ে ধরে আমাদের এই বাড়িতে রেখে দোব। তাতে যদি তুমি বা তোমার এই বড়-কুটুম বাধা দেয়, তাহলে ঘর সংসারে আগুন লাগিয়ে দিয়ে ওদের সঙ্গে আমিও কাশীবাসী হব।

[প্রস্থান।

মহানন্দ। তাতে আমার বয়ে গেল। আমিও আবার বিয়ে—

পঞ্চানন। ও কথা বলো না ভায়া, ওকথা বলো না। বোনটি আমার যে রকম খাণ্ডার, এখনি শুনতে পেলে হয় তো আবার আঁশবঁটি নিয়ে ছুটে এসে সুন্দ উপসুন্দ বধ করে ছাড়বে—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[উভয়ে হাসিতে হাসিতে প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

রণস্থল।

যুদ্ধ করিতে করিতে রণজিৎ সহ আব্দার রহিম আসিল।

আব্দার। আজ আর তোমাদের পরিত্রাণ নেই হিন্দু। সাম্প্রদায়িকতার বিষে সারা বাংলাকে জর্জরিত করে তুলতে তোমরা জনাবের স্কন্ধে মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে হীরাপুর আক্রমণ করেছ, তোমাদের আমরা পশুর মত বধ করব।

রণজিৎ। আমাদের বধ করবার আকাশ কুসুম কল্পনা ছেড়ে দিয়ে এখন তোরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা কর বিধর্মী।

[উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

আকবর বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে আমিনা আসিল।

আমিনা। আকবর—আকবর। কৈ! রণস্থলে তো কোথাও তাকে দেখতে পেলাম না। তবে কি ছেলেটা রণস্থলেও আসেনি? [সচীৎকারে] আকবর—আকবর। যদি যুদ্ধক্ষেত্রে এসে থাকিস, সাড়া দে ভাই, সাড়া দে। তোর দাদী তোকে ডাকছে, সাড়া দিয়ে তাকে নিশ্চিন্ত কর দাদু। আকবর—আকবর—আকবর।

[প্রস্থান।

যুদ্ধ করিতে করিতে ফরিদ ও মহেন্দ্র সিংহ আসিল।

ফরিদ খাঁ। অকস্মাৎ আক্রমণে আমার ফৌজদের বিপর্য্যস্ত করে তুলেছ কাফের মহেন্দ্র সিংহ, তাই আজ তুমি স-বাহিনী নগর মধ্যে

প্রবেশ করতে পেরেছ। নতুবা এতক্ষণ তোমাদের সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করে, আমার প্রাসাদ তোরণ সম্মুখে দাঁড় করিয়ে জীবন্ত তোমার গায়ের চামড়া তুলে নিতাম।

মহেন্দ্র সিংহ। সে আশা যখন তোমার মিটল না, তখন হয় যুদ্ধ করে তোমাদের শক্তিমত্তার পরিচয় দাও, নয় তো পরাজয় মেনে নিয়ে এই মুহূর্তে আমার কুসুমপুর থেকে অপহৃতা প্রজা রমণীদের সসম্মানে আমার হাতে তুলে দাও ফরিদ খাঁ!

ফরিদ খাঁ। তোমার কুসুমপুরের প্রজা রমণীদের আমরা অপহরণ করে আনিনি মহেন্দ্র সিংহ। আমার স্কন্ধে মিথ্যা একটা দুর্নামের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তুমি সাধারণ মানুষদের চোখে নিরপরাধী সেজেছ। কিন্তু যেদিন তারা তোমার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে, সেইদিন একযোগে সকলে তোমার মুখে থুৎকার দেবে।

মহেন্দ্র সিংহ। তোমার আসল উদ্দেশ্য সাধারণ বুঝতে পেরেছে লম্পট ফরিদ। নাও, অস্ত্র ধর! আজ সম্মুখ যুদ্ধে তোমাদের পরাজিত করে আমার সতীসাধ্বী প্রজা রমণীদের উদ্ধার করব।

[আক্রমণ ও উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

পূর্ববর্ণিত পরিচ্ছদ পরিহিত মুখোসধারী ছদ্মবেশী আব্বার রহিম বস্ত্রাচ্ছাদিত আকবরকে স্কন্ধে লইয়া দ্রুত পদে আসিল।

আব্বার। চমৎকার সুযোগ। শয়তান! এই রণক্ষেত্রে আমি তোকে চরম উপহার দোব! [আকবরের আচ্ছাদন উন্মুক্ত করিল এবং চাপাস্বরে বলিল]

আব্বার। বালক—বালক!

আকবর। [নিমিলিত নেত্রে] এঁ্যা, এ আমি কোথায়?

আব্বার। [চাপাস্বরে] জাহান্নামে যাবার পথে।

আকবর। [শিহরিয়া উঠিল] এঁ্যা—

আব্বার। হাঃ-হাঃ-হাঃ! জাহান্নমের নামটা শুনেই শিউরে উঠছিস বালক। মুহূর্ত পরে যখন সেখানে চলে যাবি, তখন—না-না বৃথা কালক্ষয় করব না। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ বালক!

আকবর। ওগো! তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না, কে তুমি আমাকে ধরে এনে বধ করতে চাইছ? তোমার পায়ে পড়ি আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও।

আব্বার। না, না তোকে ছেড়ে দিতে পারব না। আমার প্রতিহিংসা গ্রহণে শিশু বৃদ্ধ বিচার নেই বালক। নে, গ্রহণ কর তোর প্রাপ্য মৃত্যু। [অস্ত্র তুলিল]

আকবর। ওগো, আমাকে মের না, আমাকে মের না। [কিন্তু ততক্ষণ আব্বার রহিমের অস্ত্র তাহার বক্ষ ভেদ করিয়াছে] ওঃ—দাদী—দাদী, বাপজান—বাপজান!

আব্বার। হাঃ-হাঃ-হাঃ! চাচা সাহেব, চাচা সাহেব! তোমার বুকেও সেদিন দুষমন এমনি অস্ত্র বিদ্ধ করে তোমার লাল খুন হাতে মেখে যেমন অট্টহাস্যে আকাশ কাঁপিয়ে তুলেছিল, আমিও তেমনি তার বংশধরের বুকের লাল খুন হাতে মেখে তোমাকে দেখাচ্ছি, তুমি তৃপ্ত হও, তুমি তৃপ্ত হও, তুমি তৃপ্ত হও।

[আকবরের রক্ত দুই হাতে মাখিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

পুনরায় যুদ্ধ করিতে করিতে আহত ফরিদ খাঁ
ও মহেন্দ্র সিংহ আসিল

মহেন্দ্র সিংহ। তোমার সর্বাঙ্গে অস্ত্রক্ষত, রক্ত মোক্ষণে তুমি দুর্বল

হয়ে পড়েছ। এখনো বলছি ফরিদ খাঁ পরাজয় মেনে নিয়ে বন্দীত্ব স্বীকার কর।

ফরিদ খাঁ। না, না, ফরিদ খাঁ মরবে, তবু বন্দীত্ব স্বীকার করবে না।

আকবর। কে—বাপ—জা—ন? বা—প—জা—ন?

ফরিদ খাঁ। কে—কে? রক্ত নদীতে সাঁতার দিচ্ছে কে? মহেন্দ্র সিংহ, মহেন্দ্র সিংহ! এক মুহূর্ত যুদ্ধ থেকে আমাকে অবসর দাও! আমি একবার ভাল করে দেখে নিই, কে রক্ত কর্দমে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

মহেন্দ্র সিংহ। না—না, অবসর দেব না। যুদ্ধ কর ফরিদ! হয় পরাজয় স্বীকার কর নয় মর।

আকবর। বাপ-জা-ন বাপ-জা-ন!

ফরিদ খাঁ। কে? আকবর—আকবর? [যুদ্ধ বন্ধ করিয়া আকবরের বক্ষে পড়িল]

মহেন্দ্র সিংহ। নারী হরণকারী লম্পট। তবে মর! [হত্যায় অস্ত্র তুলিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমিনা আসিয়া মধ্যে দাঁড়াইল।

আমিনা। ঐ অস্ত্রে আমারি বক্ষ বিদ্ধ কর রাজা মহেন্দ্র, ঐ অস্ত্রে আমার বক্ষ বিদ্ধ কর।

মহেন্দ্র সিংহ। কে—মা সাহেবা?

ফরিদ খাঁ। মা-মা। চেয়ে দেখ, আমার আকবর জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষায় যুদ্ধ করতে এসে দুষমন হিন্দুর হাতে প্রাণ দিয়েছে।

আকবর। না বা-প-জা-ন। যু-দ্ধ-কর-বার সৌ-ভাগ্য আ-মার হল-না! ছদ্ম-বে-শী দুষ-ম-ন-আমা-কে ধরে-এনে বধ করেছে।

আমিনা। শোন—শোন রাজা মহেন্দ্র। তোমার কর্মচারী ছদ্মবেশে গিয়ে আমার দুধের ছেলে আকবরকে নির্মম ভাবে হত্যা করেছে।

মহেন্দ্র সিংহ। অসম্ভব! আমার কোন কর্মচারীকে এমন ঘৃণ্য আদেশ দিইনি।

ফরিদ খাঁ। তোমার এ সাফাই কেউ বিশ্বাস করবে না মহেন্দ্র সিংহ। ইসলাম ধর্মের উপরে হিংসায় তুমি আমাকে মিথ্যা অপরাধী সাজিয়ে আমার হীরাপুর আক্রমণ করেছ।

মহেন্দ্র সিংহ। হুঁশিয়ার ফরিদ খাঁ! আমাকে ও দুর্ণাম দিও না। একদিন তোমার শত অপরাধ বিস্মৃত হয়ে ভাই বলে তোমাকে বুকে টেনে নিয়েছিলাম।

আমিনা। আজ তার ব্যতিক্রম কেন মহেন্দ্র সিংহ?

মহেন্দ্র সিংহ। কেন? আপনি থাকতে কুসুমপুরের অগণিত হিন্দুনারী অপহরণ করে আপনার লম্পট পুত্র—

আমিনা। তোমার ও কথা ফিরিয়ে নাও মহেন্দ্র সিংহ। শয়তান আব্বার রহিমের উত্তেজনায় উত্তেজিত হয়ে আমার ফরিদ হিন্দু বিদ্বেষী হলেও লম্পট নয়! তোমার কুসুমপুরের অগণিত হিন্দু মহিলা অপহরণকারী তোমারই ভাই সনৎ সিংহ।

মহেন্দ্র সিংহ। সনৎ সিংহ!

আমিনা। হ্যাঁ রাজা। কুসুমপুরের এক সতীসাধ্বী মহিলার সতীত্ব হরণের উদ্দেশ্যে তার গৃহের সম্মুখে রাতের আঁধারে গিয়ে হাত ধরে প্রেম নিবেদন করেছিল, আর ঠিক সেই সময়ে সেই মহিলার দেবর তাই দেখে তার জ্যেষ্ঠের নিকটে প্রকাশ করায় নিরপরাধিনী সেই মহিলা স্বামী কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে, আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল।

মহেন্দ্র সিংহ। এঁ্যা—তাহলে আমি যে শুনলাম সেই মহিলা ফরিদ কর্তৃক অপহৃতা হয়ে আপনাদেব প্রাসাদে আছে?

আমিনা। আমাদেব। প্রাসাদে সেই মহিলা এসেছিল সত্য। কিন্তু ফরিদ কর্তৃক অপহৃতা হয়ে নয়। আমি তাকে সেই রাতে নদীব বুক থেকে উদ্ধার করে প্রাসাদে এনেছিলাম।

ফবিদ। সেই মহিলাই তো আব্বাবেব সঙ্গে রাজা মহেন্দ্র সিংহেব সম্মুখে গিয়েছিল মা!

মহেন্দ্র সিংহ। কেউ আমাব সম্মুখে যায়নি ফবিদ। তোমার পাপকর্মেব সহচব আব্বাব রহিমকে আমাব সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমি দেখেছি।

আমিনা। তাহলে সেই সতীসাধ্বীকে শয়তান আব্বার রহিম মহেন্দ্র সিংহের সম্মুখীন করেনি ফরিদ, নিশ্চয় তাকে আবার বিপদ সাগরে নিক্ষেপ করেছে।

ফবিদ খাঁ। আমি যে ধারণা শক্তি হারিয়ে ফেলছি মা! সম্মুখে আমার স্নেহের দুলাল মৃত্যুমুখে পতিত, আর একমাত্র বিশ্বাসী আব্বার রহিম—

আমিনা। সেই সতী সাধ্বীকে ভগ্নী সম্বোধন করে আমাদের ঠকিয়েছে বাপ! আজ বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছি আব্বার রহিমই সমস্ত শয়তানির চাকা ঘোরাচ্ছে।

ফরিদ খাঁ। আব্বার রহিম, শয়তান আব্বার রহিম! একবার যদি তোকে পাই, তাহলে জীবন্ত তোর গায়ের চামড়া খুলে নেব।

আকবর। বা—প্—জা—ন!

ফরিদ খাঁ। আকবর—আকবর। ওরে সোনার যাদু। আমারই নির্বুদ্ধিতায় আজ তোকে অকালে মৃত্যু বরণ করতে হল বাপ।

আমিনা। যেদিন তুমি আব্বার রহিমকে কর্মচারী পদে বরণ করলে, সেই দিনই আমি তোমাকে বলেছিলাম ফরিদ, বিশ্বাসঘাতক মীর্জা খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে স্থান দেওয়া নির্বুদ্ধিতার পরিচয়।

ফরিদ খাঁ। তোমার উপদেশ তখন আমার ভাল লাগেনি মা, তাই আজ পদে পদে ঠকেছি। এখন আমার চোখের সামনে থেকে একটা কৃষ্ণ যবনিকা সরে গিয়ে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, শয়তান আব্বার রহিমের খুল্লতাত বিশ্বাসঘাতক মীর্জা খাঁকে আমি নিজ হাতে প্রাণদণ্ড দিয়েছিলাম, তা'রই প্রতিশোধে সে আমার বক্ষরত্ন একমাত্র পুত্রকে ছদ্মবেশে বধ করেছে।

মহেন্দ্র সিংহ। এইবার আমিও বুঝতে পারছি ফরিদ খাঁ, শয়তান আব্বার রহিমই উৎকোচদানে বশীভূত করে আমারই কুসুমপুরের দুইজন হিন্দু প্রজাকে তার এই শয়তানি চক্রের সাহায্যকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

ফরিদ খাঁ। ওঃ—আমি কি ভুল করেছি মা, আমি কি ভুল করেছি।

আমিনা। এই ভুলের সংশোধনে চারিদিকে তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করে শয়তান আব্বার রহিমকে বন্দী কর ফরিদ। তারপর তার সাহায্যকারীদের ধরে এনে রাজা মহেন্দ্র সিংহ তোমার বিচারশালায় দাঁড করিয়ে দিলে, তুমি শয়তানগুলোকে এক সঙ্গে অর্ধপ্রোথিত করে কুকুর দিয়ে খাওয়াবে।

মহেন্দ্র সিংহ। তাই হবে মা! যে ভুল করেছি আমি, যে ভুল করেছে ভাই ফরিদ, আমাদের উভয়ের ভুলের সংশোধনে আমরা পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অনুসন্ধান করে শয়তান-দের বন্দী করব। তারপর তাদের আমরা এমন আদর্শ শাস্তি দেব,

যা দেখে আর কেউ কোনদিন রাজশক্তির সঙ্গে শয়তানি খেলা খেলতে সাহস পাবে না।

[প্রস্থান।

ফরিদ খাঁ। [উন্মাদের ন্যায়] আব্বার রহিম, বেইমান আব্বার রহিম। তোকে বন্দী করে এনে আগে তপ্ত-শালাকা দিয়ে তোর চোখ দুটো উপড়ে নোব, তারপর তোর সহকর্মীদের সঙ্গে তোকে অর্ধপ্রোথিত করে কুকুর দিয়ে খাওয়াব। তুই মৃত্যুযন্ত্রণায় আর্তনাদ করবি, আর আমি তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে সেই আর্তনাদ ছাপিয়ে অট্টহাস্যে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলব। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

আকবর। বাপ—জা—ন! বা—প—জা—ন—

আমিনা। বুকে আয়, বুকে আয় দাদু! ওরে—তোর নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিশোধ নিতেই তোর বাপজান উন্মাদের মত ছুটেছে। পাপ দুনিয়ার মাটি ছেড়ে চলে যাবার পূর্বে শুনে যা ভাই, তোরই কবরের উপরে গড়ে উঠবে দেশের হিন্দু-মুসলমানের মিলন স্তম্ভ।

[আকবরকে লইয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মদনগঞ্জের নদীর তীর।

অর্ধোন্মাদ সনৎ সিংহ ঘুরিতেছিল।

সনৎ সিংহ। হল না, হল না, আত্মহত্যা করা হল না। যতবার নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরতে গেছি, ততবারই শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস ধিক্কার দিয়ে বলেছে, ছি-ছি আত্মহত্যা মহাপাপ। কিন্তু আত্মহত্যা ছাড়া আমার উপায় কি? আমারই লাম্পট্যের কারণে সতীসাধ্বী সোনাবৌ নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরেছে, আমাকেও মরতে হবে।

সদানন্দ। [নেপথ্যে] সোনাবৌ—সোনাবৌ—সোনাবৌ!

সনৎ সিংহ। কে—কে? সোনাবৌ, সোনাবৌ বলে পাগলের মত কে চেঁচাচ্ছে?

অর্ধোন্মাদ সদানন্দ দ্রুতপদে আসিল।

সদানন্দ। সোনাবৌ—সোনাবৌ—সোনাবৌ!

সনৎ সিংহ। কে—কে? সদানন্দ না?

সদানন্দ। কে? কে তুমি আমার নাম ধরে ডাকছ?

সনৎ সিংহ। আমাকে চিনতে পারছ না সদানন্দ? আমি যে তোমাদের ছোটরাজা।

সদানন্দ। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ, পেয়েছি। এতদিনে আমার সোনা-বৌয়ের অপহরণকারীকে পেয়েছি। [দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিল]

সনৎ সিংহ। সদানন্দ—সদানন্দ!

সদানন্দ। বল্, বল্ মহাপাপী। কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস আমার সোনাবৌকে।

সনৎ সিংহ। তোমার সোনাবৌকে আমিও ধরে রাখতে পারলুম না সদানন্দ। তোমার উপর অভিমানে সে চলে গেছে।

সদানন্দ। চলে গেছে। কোথায় চলে গেছে।

সনৎ সিংহ। মরণের দেশে।

সদানন্দ। [উন্মাদ চিৎকারে] ছোটরাজা, ছোটরাজা।

সনৎ সিংহ! বিশ্বাস কর সদানন্দ। তোমার ঘরে তার ঠাঁই নেই বলে সতীসাধ্বী আমারই সামনে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে।

সদানন্দ। এঁ্যা—[পড়িয়া যাইতেছিল]

সনৎ সিংহ। [ধরিয়া ফেলিল] সদানন্দ—সদানন্দ।

সদানন্দ। [বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল] সোনাবৌ—সোনাবৌ! আমাকে শাস্তি দিতে তুই চিরদিনের মত চলে গেলি?

সনৎ সিংহ। হ্যাঁ সদানন্দ, আমার মত মহাপাপী লম্পটকেও সতীসাধ্বী ক্ষমা করে চিরদিনের মত চলে গেল। শত চেষ্টাতেও ধরে রাখতে পারলুম না।

সদানন্দ। ছোটরাজা, ছোটরাজা। [কাঁদিয়া উঠিল]

সনৎ সিংহ। বিশ্বাস কর সদানন্দ। সহস্র চেষ্টাতেও আমি সতী সাধ্বীর দেহে কলঙ্কের কালি মাখাতে পারিনি। তোমার সোনাবৌ যে খাঁটি সোনা ছিল।

আব্দার রহিম আসিল।

আব্দার। সত্য কথা হিন্দু! তোমার সোনাবৌ খাঁটি সোনা ছিল।

সদানন্দ। কে—কে তুমি?

আব্দার। আমি আব্দার রহিম। আমারই কৌশলে খাঁটি সোনা সোনাবৌ তোমার চক্ষে অসতী প্রতিপন্ন হয়েছে।

সদানন্দ। কি বললি শয়তান?

আব্বার। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমি শয়তান, সত্যই আমি শয়তান।

সনৎ সিংহ। তোর মত শয়তানকে অর্ধপ্রোথিত করে কুকুর দিয়ে খাওয়াতে হয়।

আব্বার। থামো—থামো। পরনারীকে উপভোগ করবার নেশায় যে পাগল হয়, তার মুখে একথা মানায় না। একটা সংসারকে তুমি ভেঙ্গে দিয়েছ লম্পট, মানুষের সমাজে তোমার ঠাঁই মিলবে না।

সনৎ সিংহ। মানুষের সমাজে আমার ঠাঁই নেই সত্য, কিন্তু তোমার কৌশলে যে সতীসাধ্বী সোনাবৌ সদানন্দের চোখে অসতী প্রতিপন্ন হয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরেছে।

আব্বার। সোনাবৌ মরেনি পাপী, মরেছে এই আব্বার রহিমের অন্তরের শয়তানটা। সোনাবৌ চির অমর। আসল হীরের উজ্জলতা নিয়ে এখনো সে ধরার বুকে বিচরণ করছে।

সদানন্দ। সেনাপতি আব্বার রহিম!

আব্বার। বিশ্বাস কর হিন্দু, তোমার সোনাবৌ নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল সত্য, কিন্তু মরেনি। ফরিদ খাঁর মা তাকে নদীর জল থেকে উদ্ধার করে বাঁচিয়ে তুলেছে।

সদানন্দ। এঁ্যা—বেঁচে আছে? আমার সোনাবৌ বেঁচে আছে?

আব্বার। হ্যাঁ সদানন্দ। সে বেঁচে আছে বলেই তো আমার প্রতিহিংসা গ্রহণের পথে তাকে আমি সাহায্যকারিণী রূপে পেয়েছিলুম।

সদানন্দ। আব্বার রহিম। এসব কি বলছ তুমি?

আব্বার। চন্দ্র সূর্যের মত যা সত্য তাই বলছি। তোমার সোনাবৌকে উপলক্ষ্য করেই রাজা মহেন্দ্র সিংহের সঙ্গে ফরিদ খাঁর তুমুল যুদ্ধ বেধেছে। আর এই যুদ্ধ কৌশলে আমিই বাধিয়ে দিয়েছি।

সনৎ সিংহ। কেন—কেন শয়তান ?

আব্বাব। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ। চমৎকার, আমি শয়তান, আর তুমি সাধু। যে সোনাবৌকে উপভোগ করতে তুমি ক্ষেপে উঠেছিলে লম্পট, সেই সোনাবৌকে আমি বহিন বলে ডেকেছি, অন্তরে বাহিরে আমি তার হিতাকাঙ্ক্ষী ভাই।

সদানন্দ। আব্বাব রহিম, আব্বার রহিম, সত্য বল তুমি কে ?

আব্বাব। মহাশত্রু, ফকির থাঁর বংশ ধ্বংসে আমি প্রতিহিংসা পরায়ণ শয়তান। কিন্তু তোমাব সোনাবৌয়ের ভাই, স্নেহের ভাই। যাও—যাও হিন্দু, এই মুহূর্তে তুমি সাহাগঞ্জের মাঠের দিকে ছুটে যাও। আমার প্রতিহিংসা গ্রহণের কারণে আমিই তাকে সেখানে ছেড়ে দিয়ে এসেছি।

সদানন্দ। ভগবান—ভগবান, আমার সোনাবৌকে যেন আবার আমি ফিরে পাই।

আব্বার। পাবে—পাবে সদানন্দ, আমি বলছি তোমার সোনা-বৌকে আবার তুমি ফিরে পাবে, তার হাতে ধরে তোমার অপরাধের ক্ষমা চেয়ে নিও; দেবী সে, তোমার সব অপরাধ ভুলে যাবে। আর বহিনকে আমার বলো, তার এই অভাগা মুসলমান ভাই প্রতিহিংসা গ্রহণ করবার প্রয়োজনেই তাকে সাহাগঞ্জের মাঠে একা ছেড়ে দিয়ে এসেছি। যদি পারে যেন সে এই ভাইকে ক্ষমা করে, ক্ষমা করে। [স্বর গাঢ় হইল]

সদানন্দ। আব্বার রহিম !

আব্বার। বিদায় বন্ধু। যাবার সময় দেবী প্রতিমা তোমার সোনাবৌয়ের জন্যে নিয়ে যাও এই মহাপাপী আব্বার রহিমের শ্রদ্ধাভরা সেলাম। [প্রস্থান।

সনৎ সিংহ। শয়তান—শয়তান, জীবন্ত শয়তান।

সদানন্দ। কিন্তু আমার চক্ষে আজও ভগবান। আমার সোনা-বৌয়ের সন্ধান দিয়েছে যে, তার কাছে আমি জন্ম জন্ম ঋণী থাকব ছোটরাজা।

ছুটিতে ছুটিতে নিবারণ আসিল।

নিবারণ। দাদাবাবু, দাদাবাবু, এই মাত্তোর শুনে এলুম আমার বৌঠান বেঁচে আছে।

সদানন্দ। বেঁচে আছে, বেঁচে আছে রে নিবারণ, এইমাত্র আব্দার রহিম খবর দিয়ে গেল সাহাগঞ্জের মাঠে গেলেই আমার সোনাবৌকে পাব।

সনৎ সিংহ। চল—চল সদানন্দ, সাহাগঞ্জের মাঠ থেকে তোমার সোনাবৌকে আমরা হাতে পায়ে ধরে ফিরিয়ে নিয়ে আসব।

[প্রস্থান।

সদানন্দ। চল, চল রে নিবারণ। যে সোনাবৌ আমার একা পথে বেরুত না, আজ সে সাহাগঞ্জের নির্জন মাঠে গাছতলায় বসে অনাহারে কত কাঁদছে। ওরে আমি পাখী হয়ে তার কাছে উড়ে যাব, তার হাতে ধরে ক্ষমা চেয়ে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে আসব।

[প্রস্থান।

নিবারণ। ভগবান, ভগবান! তুমি আমাকে যত শাস্তি দিতে পার দাও, যোদ্দা বৌঠানকে বড় দাদাবাবুর বুকে তুলে দিয়ে ওদের সংসারটা আবার হাসির রোলে ভরিয়ে তোল দয়াময়।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য ।

সাহাপুরের মাঠ ।

সর্বাঙ্গে ছিন্ন বস্ত্রাবৃত স্বর্ণময়ী অতিকষ্টে চলিতেছে, তাহার চক্ষু কোটরগত, কেশ রুক্ষ ।

স্বর্ণময়ী। ভগবান, ভগবান! কোনক্রমে আমাকে এই মাঠ পার করে নিয়ে চল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, একটু পরে আর পথ দেখতে পাব না। আমাকে ওপারের গ্রামে কোন গৃহস্থের বাড়ী আশ্রয়— [সহসা কাশিতে কাশিতে রক্ত বমন করিয়া বসিয়া পড়িল] একি! রক্ত—রক্ত! তাহলে আর কোন গৃহস্থের বাড়ী আশ্রয় নেওয়া হল না। এইবার বুঝেছি ভগবান, আমার ডাক পড়েছে! তার জন্যে আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত নই প্রভু! কিন্তু, সারাজীবন স্বামী-পূজার কি কোন পুণ্য নেই? যাবার পূর্বমুহূর্তে কি একবার স্বামীর পায়ে মাথা রাখতে পাবব না? [দূর হইতে শঙ্খধ্বনি ভাসিয়া আসিল] ওই গৃহস্থের কুলবধূরা শাঁখ বাজিয়ে তুলসীতলায় সন্ধ্যা প্রদীপ দিয়ে ঠাকুরের কাছে স্বামী পুত্রের মঙ্গলকামনা করছে। একদিন আমিও তো ওদেরই মত স্বামী দেওরের মঙ্গল কামনা করে তুলসীতলায় সন্ধ্যা প্রদীপ দিতুম। আর আজ—[সহসা তাহার মনে পড়িল আমি নাই আজ আর কে আমার তুলসী তলায় সন্ধ্যা প্রদীপ দিবে] আজ আমার ভিটের মঙ্গল কামনা করে সন্ধ্যা প্রদীপ দেবার কেউ তো নেই! আমাকে যেতে হবে, বাড়ী ফিরে যেতে হবে। [উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ব্যর্থ হইয়া পড়িয়া গেল] ওঃ—ভগবান, ভগবান! আমাকে শশুরের ভিটেয় শেষ সন্ধ্যা প্রদীপ দিয়ে

স্বামীর পায়ে মাথা রেখে মরবার সুযোগ দাও প্রভু। [কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তেজনা বশতঃ পুনরায় কাশিতে লাগিল, এবং রক্ত বমন করিল]

নেপথ্যে সদানন্দ। ওরে নিবারণ! মাঠের মাঝে অন্ধকারে কে বসে আছে দেখ! ও আমার সোনাবৌ কিনা দেখ।

স্বর্ণময়ী। কে—কে? কে আমাকে অমন করে সোনাবৌ বলে খোঁজ করে? ভগবান, ভগবান! এ যদি আমার স্বপ্ন হয়, তাহলে এ স্বপ্ন যেন আর ভেঙে না যায়।

নেপথ্যে সদানন্দ। ওই আমার সোনাবৌ, ছোটরাজা, ওই আমার সোনাবৌ।

ছুটিয়া সদানন্দ আসিল।

সদানন্দ। সোনাবৌ—সোনাবৌ।

স্বর্ণময়ী। স্বামী, প্রভু, দেবতা আমার।

[পায়ের উপর পড়িল, সদানন্দ বসিয়া বক্ষে লইল]

দ্রুত সনৎ সিংহ ও নিবারণ আসিল।

সনৎ সিংহ। ভগবান নির্দয় নন সদানন্দ! তোমার আমার প্রাণের আবেদনে তিনি সাড়া দিয়েছেন।

নিবারণ। [অত্যধিক আনন্দে কাঁদিয়া] ভগবান—ভগবান—বৌঠানকে হারিয়ে অভিমানে তোকে অনেক মন্দ বাক্য বলেছি। তুই তার সাজা দে, আমাকে তার সাজা দে!

সদানন্দ। সোনাবৌ, সোনাবৌ! পাঁচ বছরের মেয়ে তোকে বিয়ে করে ঘরে এনে একদিনও কাছ ছাড়া করতে পারিনি, তুই

বাপের বাড়ী গিয়ে একটা দিনও থাকতে পারতিস না! কোন প্রাণে আমাকে চিরদিনের মত অভাগা সাজিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলি বে?

স্বর্ণময়ী। ওগো! আর আমাকে তুমি মের না, আমি তোমাকে ছেড়ে আর কোথাও যাব না।

সদানন্দ। সাবাজীবন তোকে দেখে, তোব চরিত্রের পরিচয় পেয়ে সেদিন শয়তান ভায়েব কথায় তোকে সন্দেহ কবে জুতো মেরেছি সোনাবৌ, আমাব মহাপাপেব প্রায়শ্চিত্ত নেই।

সনৎ সিংহ। তাব জন্য তোমাব ভাইও অপরাধী নয়, আর তুমিও অপবাধী নও সদানন্দ, সব অপবাধ আমাব।

স্বর্ণময়ী। অনুতাপেই আপনার সব অপবাধ চলে গেছে ছোট-রাজা!

সনৎ সিংহ। তুমি দেবী, তাই আমাব মত লম্পটকে ক্ষমা কবতে পেবেছ। একদিন যৌবনের উন্মাদনায় তোমাকে পাপ লালসার অগ্নিকুণ্ডে পুড়িযে মাবতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আজ আমার সে উন্মাদনা চলে গেছে, তাই সবল অন্তঃকরণে তোমাকে আমার ভগ্নীর আসনে প্রতিষ্ঠা কবছি।

স্বর্ণময়ী। ছোটবাজা!

সনৎ সিংহ। এস ভগ্নী, এস। তোমার স্বামীর ঘরে তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

সদানন্দ। আর তা হয় না ছোটরাজা। সোনাবৌকে একবার যখন সমাজ গৃহত্যাগিনী কুলটা বলে প্রচার কবেছে, তখন শত চেষ্টায়ও আমি ওকে নিয়ে গ্রামে বাস করতে পারব না।

নিবারণ। সে কি বড দাদাবাবু! বৌঠানকে নিয়ে তুমি কোথা যাবে?

সদানন্দ। সোনাবৌকে নিয়ে আমি কাশীবাসী হব। যে কটা দিন বাঁচব, বাবা বিশ্বনাথের চরণতলে প্রাণের কামনা নিবেদন করব।

সনৎ সিংহ। তোমার জন্মভূমিই শত বারাণসী সম তীর্থক্ষেত্র। সেই পবিত্র তীর্থ ছেড়ে তোমাকে যেতে হবে না সদানন্দ। আমি তোমাদের গ্রামের বুকে প্রতিষ্ঠা করব। আমার সেই মহান কাজে যে বাধা দিতে আসবে, তাকেই এমন শাস্তি দোব, যা দেখে আর সমাজপতিরা কোন সতী নারীকে নিরপরাধে সমাজচ্যুত করতে সাহস পাবে না।

স্বর্ণময়ী। আপনি ভুল বলছেন ছোটরাজা!

সনৎ সিংহ। না—না, ওই নীরস ছোট রাজা সম্বোধন তোমার মুখে শুনতে চাই না ভগ্নী। বল ভাই, বল দাদা। তোমার মুখে দাদা ডাক শোনবার জন্যে আমি সমাজের সঙ্গে যুদ্ধ করব। তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দোব, এই পাপ কলিযুগেও সীতা সাবিত্রীর মত সতী মেয়ে বাংলার বুকে অসংখ্য আছে।

নিবারণ। তা না থাকলে যে কলির সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসত গা ছোটরাজা বাহাদুর!

সদানন্দ। তবে চল সোনাবৌ! তোকে নিয়ে গ্রামে ফিরে যাই! সমাজ আমাদের একঘর করে আমরাও সমাজকে ঘৃণায় ত্যাগ করে বুক ফুলিয়ে বেঁচে থাকব!

স্বর্ণময়ী। সমাজ আমাকে মোক্ষধামে নিয়ে যেতে পারবে না গো! তোমার চরণে মতি থাকলেই—[কাশিতে কাশিতে রক্ত বমন করিল]

সকলে। একি—একি—রক্ত?

স্বর্ণময়ী। [হাঁফাইতে হাঁফাইতে] আমা-র যা-বা-র ডাক এসেছে। ওগো, আমার যাবা-র ডাক এসেছে।

সদানন্দ। আমি তোকে যেতে দোব না সোনাবৌ, আমি তোকে যেতে দোব না। যমের সংগে যুদ্ধ করেও তোকে আমি বুকে জড়িয়ে রাখব।

নিবারণ। হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার অবিচারী ঠাকুর; আমার বৌঠানকে কেড়ে নিয়ে যদি বড় দাদাবাবুকে পাগল করে দিস, তাহলে তোর মন্দিরগুলো আমি ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো করে পথের ধূলোয় মিশিয়ে দোব।

সনৎ সিংহ। না—না তুমি যেতে পাবে না বোন, তুমি যেতে পাবে না। তৃপ্তিনগরের রাজকোষ শূন্য করে তোমার চিকিৎসা করাব। আমাদের প্রাণঢালা সেবায় তোমাকে বাঁচিয়ে তুলব।

সদানন্দ। [স্বর্ণময়ীকে তুলিয়া] তোকে বেঁচে থাকতে হবে সোনাবৌ, তোকে বেঁচে থাকতে হবে। তুই মরে গেলে এই অভাগা সদানন্দকে কে তেমনি শাসন করে খাওয়াবে? তেমনি মিষ্টি কথা শুনিয়ে কে ঘুম পাড়াবে?

সনৎ সিংহ। তোর গোলক বৈকুণ্ঠ স্বামীর ভিটেয় সন্ধ্যা প্রদীপ দিয়ে তুই পাকা চুলে সিঁদুর পরে বেঁচে থাক বোন, তুই পাকা চুলে সিঁদুর পরে বেঁচে থাক।

সদানন্দ। চল চল সোনাবৌ, তোর গোলক বৈকুণ্ঠে সাঁঝের প্রদীপ জেলে ঠাকুরের কাছে মঙ্গল কামনা করতে আমার ভিটেয় ফিরে চল।

[স্বর্ণময়ীকে বক্ষে তুলিয়া নিবারণ সহ প্রস্থান।

সনৎ সিংহ। ওগো সর্ব পাপ-পুণ্যের বিচারকর্তা। এই মহাপাপী সনৎ সিংহকে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার শক্তি দাও, যেন তার আদর্শ প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে দেশের মানুষদের সে শিক্ষা দিয়ে যেতে পারে। [প্রস্থান।

পঞ্চম অংক।

প্রথম দৃশ্য।

কবর স্থান।

একপার্শ্বে মীর্জা খাঁর কবর ও অন্য পার্শ্বে
অধুনা আকবরের কবর স্থাপিত।

অঞ্জলী ভরিয়া একগুচ্ছ ফুল লইয়া আমিনা আসিল।

আমিনা। ঘুমিয়ে থাক, ঘুমিয়ে থাক দাদু! পাপ পৃথিবীর বিষাক্ত বায়ু সেবন করে তোর মত বেহেস্তের দেব কুমাররা কখনো বেঁচে থাকতে পারে না। মনের সাধে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে থাক্, আমি তোর কবর ফুলে ফুলে সাজিয়ে, লোবান জ্বালিয়ে খোদার পায়ে তোর আত্মার মুক্তি কামনা করি।

[আকবরের কবরের উপরে পুষ্পগুচ্ছ স্থাপন করিয়া।

আমিনা। ঘুমো মাণিক, নিশ্চিন্ত মনে ঘুমো!

ক্রন্দনরত মুহব্বত গীতকণ্ঠে আসিল।

মুহব্বত—

গীত।

ঘুমাও ঘুমাও ঘুমাও যাদুমণি।
তোমার কবরে দাঁড়াইয়া শুনাব আমি আজানধ্বনি।
আকাশে বাতাসে ঝরে আঁখি বারি—
তোমারে না দেখি কেমনে পাসরি।
তাই এ কবরে এসেছি আমরা দাগিতে অশ্রু নয়ন মণি।

আমিনা। [উন্মাদিনীর ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে] দরবেশ সাহেব, দরবেশ সাহেব।

মুহব্বত। কেঁদনা, কেঁদনা ভগ্নী। তোমার বংশধর বেহেস্তে গেছে!

আমিনা। একি দরবেশ সাহেব! সংসার বাসনা বর্জিত ফকির আপনি। আপনার চোখেও জল।

মুহব্বত। ভগ্নী, ভগ্নী। [উদ্গত অশ্রু দমন করিতে পারিলেন না।

আমিনা। একি। এযে আমার দাদার মত কান্না! বলুন—বলুন দরবেশ সাহেব, আপনি কি পিতৃ কর্তৃক বিতাড়িত আমার ভাই মুহব্বত আলি।

মুহব্বত। আর তোর কাছে লুকিয়ে থাকব না বোন, সত্যই আমি তোর অভাগা ভাই মুহব্বত আলি।

আমিনা। দাদা—দাদা! চেয়ে দেখ, আজ আমি একমাত্র বংশধরকে হারিয়েছি।

মুহব্বত। সবই কর্মফল বহিন। তোমার পুত্র আব্দার রহিমের চক্রান্তে হিন্দু বিদ্বেষী হয়ে যে পাপ করেছে, তারই ফলে আজ একমাত্র পুত্রকে হারিয়েছে।

আমিনা। সত্য দাদা, এসব আমার ফরিদের কর্মফল, কিন্তু আজ তার ভুল সে বুঝতে পেরেছে, তাই বেইমান আব্দার রহিমকে যোগ্য শাস্তি দিতে উন্মাদের মত চারিদিকে ঘুরছে।

দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী এক চক্ষু কাণা ছিন্নবস্ত্রাবৃত ভিখারী সাজিয়া আব্দার রহিম আসিল।

আব্দার। [বিকৃতকণ্ঠে] শয়তান আব্দার রহিম জনাবকে বাগে পেয়ে আটকেছে মা সাহেবা!

আমিনা। এঁ্যা—এ সংবাদ তুই জানলি কার কাছে? তুই তো এই কবর খানার বাইরে ভিক্ষে করছিলি।

আব্দার। ভিক্ষে করতে করতে আমি ঐ কসাইখানার ধারে গিয়ে পড়েছিলুম। বাইরে থেকে শুনতে পেলুম, জনাব পাগলের মত বেইমান আব্দার রহিম বেইমান আব্দার রহিম বলে চেঁচাচ্ছেন, আর আব্দার রহিম হো-হো করে হাসতে হাসতে বলছে, তোকে আজ এই কসাইখানায় পশুর মত জবাই করব কুত্তা।

আমিনা। বেইমান, বেইমান, আজ বেইমানে সারা হীরাপুর ভরে গেছে। ঐ কসাইখানার মালিকও শয়তান আব্দার রহিমের কাছে উৎকোচ নিয়ে বেইমান সেজেছে। আজ সব বেইমানকে এক সঙ্গে কঠোর শাস্তি দেব! এমন শাস্তি দেব, যার কাহিনী শুনে ভবিষ্যতে আর কোন মানুষ এইরকম বেইমানী করতে সাহস পাবে না। [প্রস্থানোদ্যত]

মুহব্বত। কোথায় যাচ্ছ বহিন্?

আমিনা। ঐ কসাইখানায় আমার পুত্রের উদ্ধারে।

মুহব্বত। একা তুমি ঐ শয়তানদের কাছ থেকে তোমার পুত্রকে উদ্ধার করতে পারবে না বহিন, উল্টে তুমিই বিপদে পড়বে।

আব্দার। কিন্তু বেশী দেরী করলে বেইমানরা জনাবকে কসাই-খানায় পশুর মত জবাই করে ফেলবে মা সাহেবা!

আমিনা। ওরে! না-না, তা করতে আমি দোব না। তুমি ফৌজখানায় সংবাদ দাওগে দাদা! নগররক্ষীদের নিয়ে আমি এই মুহূর্তে চললুম শয়তানদের আটক রাখতে। দেখি কতখানি শক্তিধর সেই আব্দার রহিম।

[প্রস্থান।

মুহব্বত। তাই চল্, তাই চল্ বহিন্! তোর ফরিদের গায়ে কাঁটার আঁচড়ও লাগলে, আমার বুকটা ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাবে।

[প্রস্থান।

আব্দার। [ছদ্মবেশ উন্মুক্ত করিয়া] হাঃ-হাঃ-হাঃ! কেয়াবাৎ; পাশায় চমৎকার চাল দিয়েছি। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে ঐ কসাইখানার ধারে শয়তান ফরিদের কাছে খঞ্জ ফকিরের ছদ্মবেশে গিয়ে বলে এসেছি, আব্দার রহিম এই কবরখানায় অসংখ্য নিমকহারাম প্রজাদের দ্বারায় তার মাকে আটকে রেখেছে, আবার তার মাকে কসাইখানার সংবাদ দিয়ে কবরখানা থেকে সরালুম। অল্প সংখ্যক দেহরক্ষী নিয়ে শয়তান ফরিদ এখনি এই কবরখানায় আসবে। [সহসা মীর্জা খাঁর কবরের নিকটে গিয়া] চাচা সাহেব, চাচা সাহেব। আজই তোমার হত্যাকারীর বক্ষ রক্তে তোমার কবরখানা রাঙা করে দিয়ে এ গোলাম মক্কায় চলে যাবে।

ফরিদ খাঁ। [নেপথ্যে] ভিতর থেকে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না! দেহরক্ষীগণ, তোমরা বাইরে অপেক্ষা কর, আমি ভিতর থেকে দেখে আসছি।

আব্দার। ওই শয়তান আসছে। [ছুটিয়া গিয়া মীর্জা খাঁর কবরের পশ্চাতে মুড়ি দিয়া আত্মগোপন করিল]

ফরিদ খাঁ আসিল।

ফরিদ খাঁ। খঞ্জ ফকিরটা ধাপ্পা দিয়েছে, ধাপ্পা দিয়েছে। বললে অসংখ্য নিমকহারাম প্রজাদের দ্বারা বেইমান আব্দার রহিম মাকে আটকেছে। কিন্তু এখানে তো জনমানবের চিহ্নও নেই। তবে কি খঞ্জ ফকিরটা আব্দার রহিমের উৎকোচগ্রাহী গুপ্তচর? নিশ্চয় তাই।

[নেপথ্যে চাহিয়া] মনিম খাঁ! তোমরা কবরখানার পিছন দিয়ে অন্বেষণ করতে করতে সোজা নদীর তীর পর্যন্ত যাও, আমি যাচ্ছি। [স্বগতঃ] কবরখানায় যখন এসেছি, তখন আমার আকবরের কবরে দুফোঁটা অশ্রু নিবেদন না করে যেতে পারব না। [আকবরের কবরের নিকট নতজানু হইয়া] পুত্র, পুত্র আমার! তুই বেহেস্তের দেবকুমার, কটা দিনের জন্যে পাপ ধরার মাটিতে পা দিয়েছিলি। আমারই পাপ কর্মের উষ্ণতাপ সইতে না পেরে চলে গেলি।

[এই সময়ে পা টিপিয়া টিপিয়া পশ্চাত হইতে আব্বার রহিম আসিয়া ফরিদ খাঁর কোষবদ্ধ তরবারি ও কটিদেশের পিস্তল তুলিয়া লইল]

ফরিদ খাঁ। ধর ধর ওরে বক্ষরত্ন? ধর তোর অনুতপ্ত পিতার দুইবিন্দু শোকাশ্রুর উপহার। [আকবরের কবরের উপরে মাথা রাখিল]

আব্বার। মুহূর্ত মধ্যে তোর পুত্রের উদ্দেশ্যে অশ্রু উপহার দিয়ে নে শয়তান, এখনি তোকেও পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিতে হবে।

ফরিদ খাঁ। [ফিরিয়া] কে—কে?

আব্বার। হাঃ-হাঃ-হাঃ। তোমার শাস্তিদাতা।

ফরিদ খাঁ। [লম্ফ দিয়া উঠিয়া] বেইমান আব্বার রহিম। তোর শয়তানিব পুরস্কার—[কোষ হইতে তরবারি লইতে গিয়া ব্যর্থ মনোরথ]

আব্বার। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সে তলোয়ারখানা তোমার বুকের উপরে। [ফরিদ উন্মাদের ন্যায় পিস্তল টানিতে গিয়া দেখিল নাই]

আব্বার। হো-হো-হো-[পিস্তল দেখাইল] আজ আর আত্মরক্ষার কোন উপায় নেই শয়তান! একদিন তুই আমার চাচা সাহেব মীর্জা খাঁকে নিজহাতে বধ করে পৈশাচিক উল্লাসে তার মৃতদেহে লাথি মেরেছিলি, আজ আমিও তার প্রতিশোধে তোকে পশুর মত বধ করে পৈশাচিক উল্লাসে তোর মাথায় লাথি মারব।

ফরিদ খাঁ। কি বলব, আজ নিজের নির্বুদ্ধিতায় সিংহ হয়ে তোর মত মুষিকের জালে আবদ্ধ হয়েছি। একবার যদি এই জাল ছিন্ন করতে পারি—

আব্বার। ও আশা বৃথা! আব্বার রহিম আজ মূর্তিমান পিশাচ। তাই তোকে দিচ্ছি শোচনীয় মৃত্যু। [হত্যায় উদ্যত]

ফরিদ খাঁ। আব্বার রহিম!

আব্বার। হাঃ-হাঃ-হাঃ! হবে না, হবে না, প্রাণভিক্ষা হবে না। আমার চাচা সাহেবও তোর পায়ের উপরে পড়ে প্রাণভিক্ষা করেছিল শয়তান, কিন্তু তুই উপেক্ষার হাসিতে সে প্রার্থনা উড়িয়ে দিয়ে পৈশাচিক উল্লাসে তাকে বধ করেছিলি। আমিও তার প্রতিশোধ নিতে তোকে পশুর মত বধ করছি—[ফরিদের বুকে তরবারি বিদ্ধ করিতে গেল]

ঠিক সেই মুহূর্তে পশ্চাত হইতে পিস্তল তুলিয়া
আমিনা আসিল।

আমিনা। আমার পুত্রকে বধ করবার পূর্বে নিজের মাথা বাঁচা বেইমান।

আব্বার। [ফিরিয়া পিস্তল তুলিল] হাঃ-হাঃ-হাঃ! আব্বার রহিম মাথা সামলে কাজে নেমেছে ফরিদ জননী।

এই অবসরে ফরিদ আব্বার রহিমের উপরে বাঘের মত লাফাইয়া
পড়িয়া ধস্তাধস্তি করিতে করিতে হাত বাঁকাইয়া ধরিল,
আব্বার রহিমের পিস্তল পড়িয়া গেল,

মুহব্বত ছুটিয়া আসিয়া পিস্তলটি কুড়াইয়া লইল।

মুহব্বত। শয়তানকে বন্দী কর বাপজান, শয়তানকে বন্দী কর।

আব্দার। আব্দার রহিমকে বন্দী করতে কেউ পারবে না।

[সহসা তরবারির আঘাতে অসতর্ক আমিনাকে নিহত করিল]

আমিনা। ওঃ—[ঢলিয়া পড়িল]

মুহব্বত। বহিন—বহিন! [ধরিয়া ফেলিল]

ফরিদ খাঁ। মা—মা!

[আমিনাকে জড়াইয়া ধরিল, সেই অসতর্ক মুহূর্তে আব্দার রহিম ফরিদের বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিল]

আব্দার। তবে তুইও মর শয়তান।

ফরিদ খাঁ। ওঃ, মা—মা! [আর্তনাদ করিয়া ঢলিয়া পড়িল]

আমিনা। ফরিদ—ফরিদ!

ফরিদ। মা—মা!

আব্দার। হাঃ-হাঃ-হাঃ! খেল্ খতম—খেল্ খতম্। চাচা সাহেব—চাচা সাহেব! তুমি তৃপ্ত হও, তুমি তৃপ্ত হও!

ফরিদ খাঁ। তাহলে তোরও খেল্ খতম হোক!

[টলিতে টলিতে উঠিয়া আব্দার রহিমের বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিল]

আব্দার। ওঃ! [বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া] আমারও খেল্ খতম্ হল, কিন্তু শোন ফরিদ খাঁ! আমি চাচার নির্মম হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে তবে মরছি। খোদা—খোদা, আমাকে তোমার পায়ে ঠাঁই দাও।

[প্রস্থান।

আমিনা। ভাইজান—ভাইজান!

মুহব্বত। বহিন—বহিন!

ফরিদ খাঁ। দরবেশ সাহেব, তাহলে আপনি—

মুহব্বত। তোমারই নিরুদিষ্ট মাতুল।

ফরিদ খাঁ। আপনি! আপনিই আমার নিরুদ্দিষ্ট মাতুল?

মুহব্বত। হ্যাঁ বাপজান। পরিচয়ের শুভ মুহূর্তে আজ আমার স্নেহাস্পদ তোদের হারিয়ে আমি বাঁধন মুক্ত হলাম।

আমিনা। ফরিদ খাঁকে নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি আমার আকবরের কাছে। যাবার সময় আমার অনুরোধ, যেন আকবরের ওই সমাধির পাশে আমাদের মাটি দিইয়ে তারই মাঝে প্রতিষ্ঠিত হয় দেশের হিন্দু মুসলমানের মিলন স্তম্ভ।

[আমিনা ও ফরিদকে লইয়া মুহব্বতের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সদানন্দের সমভূমি ভিটা।

আগে আগে কোদাল হাতে পঞ্চানন ও পশ্চাতে
আশাবতী আসিল।

আশাবতী। গুরুঠাকুরের বাড়ী বিয়ের নেমন্তন্নয় আটকে পড়েছিলুম, সেই সুযোগে তুমি আমার ভাসুরের ঘর-দোর ভেঙ্গে চুরে মাঠ করেছ কার হুকুমে?

মহানন্দ আসিল।

মহানন্দ। আমার হুকুমে!

আশাবতী। তোমার হুকুমে! ও, তাহলে বড় ভায়ের স্মৃতিচিহ্নও রাখতে চাও না।

পঞ্চানন। তুই থাম দেখি আশা। তোর ন্যাকামো দেখলে গা জ্বলে যায়।

আশাবতী। আমারও গা জ্বলে যায় তোমার মত ভগ্নীপতির ভাতমারাদের বাড়াবাড়ি দেখলে।

মহানন্দ। মুখ সামলে কথা বল্ ছোটবৌ! পঞ্চানন দাদার অপমান—

আশাবতী। তোমার গায়ে কাঁটার মত বিঁধছে। এই না হলে ভগ্নীপতি। শালার অপমানে মরমে মরে যাচ্ছেন।

নরোত্তম গোস্বামী আসিল।

নরোত্তম। কি হয়েছে—কি হয়েছে ?

পঞ্চানন। এই গোঁসাই দাদা! পোড়ারমুখী বোনটা আমার নিজেদের ভালমন্দ বুঝছে না। শত্তুরের হয়ে ঝগড়া করছে।

নিবারণ আসিল।

নিবারণ। একি হল! বড় দাদাবাবুর ঘর-দোর সব কোথায় গেল ?

নরোত্তম। কর্পূরের মত উবে গেল।

নিবারণ। ইয়ারকি করো না গোঁসাই ঠাকুর। এখন মাথা গরম, একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যাবে।

পঞ্চানন। গুণ্ডামি করতে গাঁয়ে এসেছিস নাকি রে বেটা ছোট-লোক? যা-যা, ভিটে থেকে এখনি সরে যা।

নিবারণ। এ ভিটে তোমার বাবার নয় বড়কুটুম, আমার বড় দাদাবাবুর। এখানে দাঁড়িয়ে আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি।

মহানন্দ। সেদিন আর নেই রে ছোটলোক বেটা। এখানে দাঁড়িয়ে চোখ রাঙালে তোর মাথা ভেঙ্গে দোব।

স্বর্ণময়ীকে ধরিয়া লইয়া সদানন্দ আসিল।

সদানন্দ। কি হয়েছে, কি হয়েছে—এত গোলমাল কিসের? একি? আমার ঘর-দোর কোথায় গেল?

আশালতা। আমার শয়তান দাদা আপনার ঘর-দোর ভেঙে-চুরে মাঠ করে এখানে সবজী বুনতে এসেছে, ওকে আপনারা ক্ষমা করবেন না।

মহানন্দ। তুই চুপ কর ছোটবৌ। পঞ্চানন দাদা পরের জমিতে সবজী বুনতে আসেনি। দাদা জমি-জমা ভাটে-মাটি সব গোঁসাইদার কাছে বাঁধা রেখেছিল—

সদানন্দ। তুই ছাড়িয়ে নিয়েছিস। কিন্তু তাই বলে ঘর-দোর সব ভেঙে-চুরে এমনি সমভূমি করতে হয় ভাই?

পঞ্চানন। তাতে আর কি দোষ হয়েছে? তুমি যে নির্লজ্জের মত ঐ নষ্ট বৌকে নিয়ে গাঁয়ে ফিরবে—

স্বর্ণময়ী। ওঃ, ছোটবৌ—ছোটবৌ।

নিবারণ। হুঁশিয়ার—হুঁশিয়ার বড় কুটুম।

মহানন্দ। পঞ্চানন দাদাকে মারতে উঠেছিস যে? ওর কথা তো আর মিছে নয়। সেদিন রাতে আমি নিজের চোখে দেখেছি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছোটরাজা বড় বৌঠানের হাত ধরে প্রেম নিবেদন করছে।

স্বর্ণময়ী। ভগবান—ভগবান! [পড়িয়া যাইতেছিল সদানন্দ ধরিয়া ফেলিল]

ঠিক তন্মুহূর্তে দক্ষিণ হস্ত ছেদন অবস্থায় রক্তাক্ত কলেবর সনৎ সিংহ আসিল তাহার সঙ্গে রক্ষী।

সনৎ সিংহ। সেই পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করেছি। এই দেখ, এই দেখ মহানন্দ। [ছিন্নহস্ত দেখাইল]

সকলে। একি! ছোটরাজা—ছোটরাজা!

সনৎ সিংহ। পাপ-বাসনা চরিতার্থ করতে আমি যে হাতে সতী-সাধ্বীর হাত ধরতে গিয়েছিলাম, সেই ডান হাতখানা নিজে কেটেছি। এই দেখ গোঁসাই। এমনি প্রায়শ্চিত্ত তোমাদেরও করতে হবে।

নরোত্তম। }
পঞ্চানন। } এ্যাঁ!

সদানন্দ। একি করলেন ছোটরাজা? এমন কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করতে কে আপনাকে বললে।

সনৎ সিংহ। আমার বিবেক। তোমার সোনাবৌকে অপমান করতে এই ডান হাত বাড়িয়েছিলাম। তাই ডান হাত কেটে আমি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলাম। আর সেই পাপ কার্যে যারা আমার সহায়তা করেছিল তাদেরও প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

পঞ্চানন। এ্যাঁ! ছোটরাজা কি বলছেন গো গোঁসাই দাদা?

নিবারণ। ছোটরাজা ভালই বলছেন। এইবার তোমাদের কারাগারে গিয়ে পোড়া রুটি খেয়ে মশা তাড়াতে হবে।

সনৎ সিংহ। না-না, অত লঘু শাস্তি ওদের পাওনা নয়। যে সতী সাধ্বীর দেহে কলঙ্কের ছাপ মেরে দিতে ওরা আমাকে উৎসাহিত করেছিল, সেই সতী সাধ্বীর পায়ে ওদের দুজনের দুজোড়া চোখ উপড়ে দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

নরোত্তম ও পঞ্চানন। } এঁ্যা—

সনৎ সিংহ। এই—, নিয়ে যা। এদের দুটোকে নিয়ে গিয়ে তপ্ত শলাকা দিয়ে দুজনের চোখ উপড়ে নিয়ে এই সতী সাধ্বীর পায়ে উপঢৌকন দিবি।

সদানন্দ। ছোটরাজা, ছোটরাজা। ব্রাহ্মণকে ক্ষমা করুন।

সনৎ সিংহ। ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই! আমি ডান হাত কেটে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছি, ওরা চোখ উপড়ে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবে। যা—যা, নিয়ে যা নগররক্ষী!

[নগররক্ষী পঞ্চানন ও নরোত্তমকে বন্দী করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল]

নরোত্তম। ও সদানন্দ ভায়া। রক্ষে করো, ব্রাহ্মণকে রক্ষে করো।

পঞ্চানন। ও ছোট বোনাই! আমাকে বাঁচাও ভাই। ওরে ও আশা—

[উভয়কে টানিয়া লইয়া রক্ষীর প্রস্থান।

স্বর্ণময়ী। একি করলেন ছোটরাজা? আমার জন্যে নিজেকে অকর্মণ্য করে ফেললেন?

সনৎ সিংহ। তাতে আমি বিন্দুমাত্র অসুখী নই দেবী! বরং আত্মতৃপ্তিতে আমার মন ভরে উঠেছে। এইবার তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করে আমার পাপের কাহিনী প্রচার করে জগৎকে শিক্ষা দোব যেন তারা কেউ কোনদিন পাপ লালসার বশবর্তী হয়ে কোন সতী নারীর ধর্মনাশের চেষ্টা না করে। তবে বিদায় ভাই সদানন্দ, বিদায়

দেবী, যাবার সময় তোমার দেবীত্বের উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ অন্তরের প্রণাম জানিয়ে প্রাণভরে ভগ্নী সম্বোধন করে বিদায় নিয়ে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

আশাবতী। দেখলে? ছোট রাজার মত মহাপাপীও দিদির সতীত্ব গরীমা দেখে অনুতপ্ত অন্তরে প্রায়শ্চিত্ত করলে। ওগো। এখনো বলছি তুমিও দিদির পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নাও। তা নাহলে সতীলক্ষ্মীর চোখের জলে আমাদের অমঙ্গল হবে।

মহানন্দ। ক্ষমা চেয়ে নোব। এই কুলটা মেয়েছেলে—

স্বর্ণময়ী। ওঃ—[হঠাৎ কাশিতে আরম্ভ করিল এবং রক্ত বমন করিল।]

আশাবতী। দিদি—দিদি!

সদানন্দ। সোনাবৌ—সোনাবৌ!

স্বর্ণময়ী। আমার যাবার ডাক এসেছে, ওগো,—আমার যাবার ডাক এসেছে।

সদানন্দ। না—না, আমি তোকে যেতে দোব না সোনাবৌ! যমের সঙ্গে যুদ্ধ করেও আমি তোকে ধরে রাখব।

আশাবতী। তুমি যেওনা দিদি! তুমি চলে গেলে বড় ঠাকুরকে দেখবার যে আর কেউ থাকবে না।

স্বর্ণময়ী। কেন, তুই তো আছিস! [নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি] ঐ এয়োতীরা তুলসী তলায় সন্ধ্যা প্রদীপ দিয়ে শাঁখ বাজাচ্ছে। যা-যা ছোট বৌ! একটা প্রদীপ জেলে নিয়ে আয় বোন।

[আশাবতী চলিয়া গেল।

সদানন্দ। সোনাবৌ—সোনাবৌ! তোর মুখে আজ একি জ্যোতি রে!

স্বর্ণময়ী। যাবার দিনে তোমার কাছে আছি, আমার মন যে আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠেছে দেবতা আমার।

জ্বলন্ত প্রদীপ ও শঙ্খ হাতে আশাবতী আসিল।

স্বর্ণময়ী। এনেছিস বোন? দে—দে। [প্রদীপ লইল]

সদানন্দ। এই মাঠের মাঝে সন্ধ্যে প্রদীপ কোথায় দিবি সোনাবৌ?

স্বর্ণময়ী। এইখানে গো এইখানে। এরা ভোঙ্গ চুরে মাঠ করলেও আমি যে চিনতে পেরেছি। এইখানে ছিল আমাদের তুলসী মঞ্চ। যেদিন থেকে এ বাড়ীতে বৌ হয়ে এসেছি, সেইদিন থেকে এইখানেই রোজ আমি সাঁঝের প্রদীপ দেখিয়ে ঠাকুরের কাছে সংসারের মঙ্গল কামনা করতুম। এইখানেই আমার মনের বাসনা ঠাকুরের পায়ে নিবেদন করতুম। সোনা ভুলতে পারি? তুমি আমাকে একটু শক্ত ক'রে ধরনা গো। [সদানন্দ স্বর্ণময়ীকে দৃঢ় হাতে ধরিল] ঠাকুর—ঠাকুর। আমার স্বামী দেওরের মঙ্গল কর। স্নেহের বোন ছোটবৌকে চির এয়োস্ত্রী করে রাখ।

[প্রদীপ দিয়া প্রণাম করিল এবং কাশিতে লাগিল]

সদানন্দ। সোনাবৌ—সোনাবৌ।

আশাবতী। দিদি—দিদি!

মহানন্দ। বৌঠান, বৌঠান।

স্বর্ণময়ী। বি-দা-য়—চির—বি—দা—য়— [সদানন্দের পায়ের উপরে মাথা রাখিয়া তাহার মৃত্যু হইল]

আশাবতী। দিদি—দিদি—দিদি! [কাঁদিয়া উঠিল]

মহানন্দ। বৌঠান—বৌঠান! আমার মত মহাপাপীকেও তুমি

ক্ষমা করে ঠাকুরের কাছে আমার মঙ্গল কামনা করে গেলে? তুমি মানবী ছিলে না বৌঠান। তুমি দেবী—দেবী।

সদানন্দ। হ্যাঁ—হ্যাঁ ঠিক বলেছিস! সোনাবৌ আমার দেবী ছিল রে মহানন্দ। তাই সকলের সব অপরাধ ক্ষমা করে যাবার সময় বাপ পিতামহের ভিটের ওপরে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তুলসী মঞ্চে শেষ প্রণাম করে প্রদীপ জেলে আমাদের মঙ্গল কামনা করে গেল! আর অক্ষয় অমর করে রেখে গেল সোনাবৌয়ের হাতে জ্বালা এই **সাঁঝের প্রদীপ**।

—যাত্রাদলে অভিনীত প্রসিদ্ধ নাটকাবলী—

বউ রাণীর দেশ কল্পনার সাগর শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী রচিত সুপ্রসিদ্ধ ক্যালকাটা অপেরার নূতন কাল্পনিক নাটক। রাজা রুদ্রপ্রতাপের সংসারে বউরাণীই সব। একমাত্র পুত্রকে নির্বাসনে পাঠিয়ে বড় আশা নিয়ে পুত্রবধূ বউরাণীকে করলেন সংসার-কারায় বন্দিনী, কিন্তু সে আশা তাঁর কে ভেঙ্গে দিল? আর কেনই বা তাঁকে দত্তক নিতে হয়? আর বউরাণী—স্বামীর ঘর নারীর সেরা তীর্থ জেনে গর্ভধারিণী আর ভাইকে শত্রু ক'রেও শ্বশুরের আদর্শে জীবন-যাত্রা শুরু করেন; কিন্তু মিথ্যা দুর্নামের বোঝা নিয়ে কেন ছাড়তে হয় স্বামীর ঘর? কি কারণে বউরাণীর পিতৃরাজ্যের সঙ্গে রাজা রুদ্রপ্রতাপের বাধল তুমুল যুদ্ধ? কার শয়তানিতে রাজা রুদ্রপ্রতাপ নিজ হাতে একমাত্র বংশধর প্রদীপকে হত্যা করলেন? দেখুন এই নাটকে। মূল্য ২·৭৫ টাকা।

মসনদ কার সুপ্রসিদ্ধ কালুরায় অপেরার বিজয় নিশান' শ্রীপ্রসাদ-কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। নূতন ঐতিহাসিক নাটক। দিল্লীর মসনদ লইয়া অনেক রক্তপাত হইয়াছে, অনেক মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটিয়াছে, এ তাহারই একটি প্রাণবন্ত ঐতিহাসিক নাট্যরূপ। নীচ জাতীয় হিন্দু খসরু বিদেশী তুর্কীর নির্য্যাতনে হ'ল ধর্মান্তরিত মুসলমান; নিজের বুদ্ধিবলে মাত্র কয়েকদিনের জন্য অধিকার করলো ভারতের মসনদ। তারপর তারই বুকের রক্তে সিক্ত হ'ল ভারতের মাটি, তারই বেদনাজড়িত কণ্ঠের ভাষা "মসনদ, তুমি কার?" নাটকটি বর্তমান যাত্রা-জগতের যে কোন নাটকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য তিন টাকা

মসনদ সুতীক্ষ্ণ-সংলাপী নাট্যকার শ্রীঅনিলাভ চট্টোপাধ্যায় রচিত নবতম ঐতিহাসিক নাটক। নিউ গণেশ অপেরার বিজয়-বৈজয়ন্তী। মালবের' সিংহাসনে তখন অসহায় অনূঢ়া রাজকন্যা দেবিকা। তাকে ফিরে ঘরে-বাইরে চলেছে সর্বনাশা চক্রান্তের উর্ণাচক্র। কারও লোভ মসনদের ওপর, কারও-বা মালব-কুমারীর হৃদি-মসনদের ওপর, কারও-বা শ্যেণচক্ষু একসঙ্গে দুয়েরই ওপর।

কিন্তু কেমন করে ছিন্ন হোল সেই উর্ণাচক্র?...কার স্বার্থত্যাগে মহান হোল ইতিহাসের সেই অধ্যায়?...কাদের বুকের রক্তে কেনা হোল মধু-মিলন?...তা দেখুন এই "মসনদ" নাটকে। মূল্য তিন টাকা।

দে সাহিত্য কুটীর—১১, মধুর সেন গার্ডেন লেন, কলিকাতা-৬